ইসলামের দৃষ্টিতে
কাদিয়ানী ও বাহাই মতবাদ

মাওলানা মোহাম্মদ ছামির উদ্দিন
গাজীপুরী

ইসলামের দৃষ্টিতে কাদিয়ানী ও বাহাই মতবাদ

মাওলানা মোহাম্মদ ছামির উদ্দিন গাজীপুরী
সাবেক শায়খুল হাদীস—বারই গ্রাম জামেয়া আহাদিয়া
নান্দাইল, ময়মনসিংহ

দ্বীনে হক প্রকাশনী, গাজীপুর
ডাকঘর ঃ গাজীপুর সদর, জেলা ঃ গাজীপুর

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে কাদিয়ানী ও বাহাই মতবাদ

মাওলানা মোহাম্মদ ছামির উদ্দিন গাজীপুরী

প্রথম প্রকাশ
রজবঃ ১৪১৫ হিজরী
পৌষঃ ১৪০১ বাংলা
ডিসেম্বরঃ ১৯৯৪ ইংরেজী

প্রকাশনায়
দ্বীনে হক প্রকাশনী
ডাকঘরঃগাজীপুর সদর, জেলাঃগাজীপুর

মুদ্রণে
চৌকস
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা – ১০০০, ফোন ঃ ৪১৯৬৫৪

মূল্য
৪৫ (পঁতাল্লিশ টাকা) মাত্র

Kadianism and Bahaism in the view point Islam
By **Maulana Muhammad Samir Uddin Gazipuri,**
Published by **Deen-e-Haque Publication**
Gazipur, Dist. Gazipur.

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

আমাদের দেশে সমস্যার অন্ত নেই। বিশেষ করে গত কয়েক বছর ধরে সমস্যা বেড়েই চলেছে। সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ইদানীং কিছু ধর্মীয় সমস্যা তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে। নাস্তিক্যবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুসারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুগপৎভাবে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। নাস্তিক ব্যক্তিগতভাবে ভিন্নমত পোষণ করতে পারে। তার পরিণাম ভোগ করার ঝুঁকিও সে নিতে পারে। এটা তার ইচ্ছা। কিন্তু আস্তিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলার অধিকার তাঁর নেই। বিশ্বে গুটিকতক নাস্তিক ব্যতীত সবাই আস্তিক। গণতান্ত্রিক বিচারেও নাস্তিক আস্তিকদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ও কটূক্তি করতে পারে না। বস্তুতঃ কটূক্তি করা ব্যক্তিচরিত্রের নিন্দনীয় দিক–যা সুধীজনের বিচারে প্রশংসনীয় নয়। আর যারা কপটাচারী তাদের অবস্থা খুবই আপত্তিজনক। সমাজে মিথ্যার ছড়াছড়ি কেউ সমর্থন করে না। ধর্মের ব্যাপারে কপটতা জঘন্যতম অপরাধ। এতে সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয়, হানাহানি বাড়ে। মূলতঃ ধর্মের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম মানব জীবনকে সুসংহত করে। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। ধর্মকর্মে বিশ্বাসী মানুষই মার্জিত ও চরিত্রবান হয়ে থাকেন কিন্তু মিথ্যা ধর্মের প্রভাব মন্দই পড়ে। কাজেই তা পরিহার্য।

বর্তমানকালে আমাদের দেশে কাদিয়ানী ও বাহাই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জোর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বাহাইরা অবশ্য নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় না। তারা নিজেদেরকে 'বাহাই' বলে থাকে। কিন্তু কাদিয়ানীরা মুসলমানদের মাঝে মিশে থেকে 'মুসলিম আহাম্মদী জামাত' ইত্যাদি নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এটা মারাত্মক অপরাধ। এতে সাধারণ মানুষ কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদেরই একটি দল বলে ধারণা করে। আর তাদের আদর্শ গ্রহণ করে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

আমরা এই পুস্তকে উভয় মতবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। তারা যে ইসলামের বিপরীত আকীদা পোষণ করে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছি। এ কাজ করতে গিয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এ উভয় মতবাদের গ্রন্থ হতে নির্ভুল উদ্ধৃতি এনে দেখানো হয়েছে যে, কাদিয়ানী ও বাহাই মতবাদ ইসলাম হতে পৃথক। যারা এ মতবাদ গ্রহণ করে তারা ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যায়। কোন ধর্মের মৌলিক বিষয়ে বিশ্বাসী না হয়ে কেউ সেই ধর্মের লোক বলে দাবী করতে পারে না। এরূপ দাবী মেনে নেয়া যায় না। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে বইটি লেখা হল। সুধী পাঠকমণ্ডলী মুক্তমনে আমাদের কথাগুলো ভেবে দেখবেন বলে আশা রাখি।

অধ্যাপক জনাব সিরাজুল হক বিশেষ কষ্ট স্বীকার করে বইটি সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আমি এ জন্য তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ প্রকাশ করছি।

আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সার্থক করুন। আমীন।

মোহাম্মদ ছামির উদ্দিন
১লা ডিসেম্বর ১৯৯৪ ইং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- হক ও বাতিলের লড়াই ৭
- মহানবীর (সাঃ) পরিচয় ৮
- উঁচু মর্যাদার নবী কম মর্যাদার নবীর ঘোষক হন না ৯
- ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত ১০
- খতমে নবুয়্যত দর্শন ১৪
- মিথ্যুক নবীদের অবস্থান ১৫
- নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ১৮
- কুরআনে খতমে নবুওয়াত ১৯
- আল্লাহ্‌র হুকুমই শেষ সনদ ২১
- সামাজিক সমালোচনার মুখে মহানবী (সঃ) ২১
- শেষ নবী কর্তৃক (সাঃ) "খাতামান নবিয়্যীন"–এর ব্যাখ্যা ২৪
- ইসলামের ইতিহাসে শিয়া ও সুন্নী সমাজ ৩৩
- শিয়া–সুন্নী তাফসীরকার ও আলিমগণের ব্যাখ্যা ৩৩
- সত্য ও মিথ্যা নবীর পার্থক্য ৩৮
- তাফসীর মাজমাউল বায়ান ৩৯
- তাফসীর–ই–শুব্বার ৪১
- আত্‌তিবইয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন ৪১
- বিহারুল আনওয়ার ৪২
- খতমে নবুওয়্যত প্রসঙ্গে ইমাম মাতুরীদির মতামত ৪৪
- তাফসীর আল মীযানের মন্তব্য ৪৭
- আকাইদে ইমামিয়ার বর্ণনা ৪৭
- তোহফাতুল আওয়াম গ্রন্থের বক্তব্য ৪৮
- আল্ কাফীর বক্তব্য ৪৮
- মুহাম্মাদ খাতমে পয়গম্বরান গ্রন্থের বক্তব্য ৪৯
- কাদিয়ানী ও বাহাইদের ধর্ম বিশ্বাস ৫২
- খতমে নবুওয়্যত ও মির্জা গোলাম আহাম্মদ ৫২
- স্বতন্ত্র নবী হওয়ার দাবী ৫৪
- মসীহ্‌র অবতরণ সংক্রান্ত আকীদা অস্বীকার ৫৬
- হযরত ঈসা (আঃ)–এর আগমন প্রসঙ্গে ৫৯
- হাদীস গ্রহণের কাদিয়ানী নীতি ৬১
- যিল্লী ও বুরুযী নবীর ধারণা ৬২

www.pathagar.com

- নবুওয়াতের চোরাই পথ ৬৪
- কবি কল্পনা নবুয়াতের ভিত্তি হতে পারে না ৬৫
- হাদীসের আলোকে ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ প্রসঙ্গ ৬৮
- খ্রীস্টানদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনা ৭১
- হযরত মসীহ (আঃ) কি নামাজে ইমামতি করবেন ৭২
- মির্জা গোলাম আহমদের দাবীর বহর ৭৫
- কাদিয়ানী ধর্মের খলিফাদের মুসলিম বিদ্বেষ ৮০
- হাদীসে বিকল্পমসীহর উল্লেখ নেই ৮২
- বাহাই ধর্মমত ৮৭
- বাহাই ধর্মের গোড়ার কথা ৮৯
- বাহাই থর্ম ব্যাখ্যায় সকলের সমান অধিকার নেই ৯১
- স্বজন সমন্বয়ে ধর্মীয় কাঠামো ৯২
- অহি লাভের দাবী ৯৩
- ধর্মের নব সংস্করণ ঃ বাহাইদের ১২ দফা প্রস্তাব ৯৬
- বিচারের কাঠগড়ায় বাহাই ধর্ম ৯৮
- বাহাইদের সম্পর্কে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোয়া ৯৯
- খতমে নবুওয়্যত ও বাহাই ধর্ম ১০৪
- মিসরের আদালতের রায়ে বাহাইগণ মুরতাদ ১০৫
- নবী আসার প্রয়োজন আছে কি? ১০৭
- মুসলমান হওয়ার জন্য কাবামুখী হয়ে নামাজ পড়া যথেষ্ট কি ১১০
- মুসায়লিমা কাযযাবের পত্র ১১০

www.pathagar.com

ভূমিকা

হক ও বাতিলের লড়াই

সৃষ্টির আদিকাল হতেই সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব চলে আসছে। আলো-আঁধারের বিরোধ চিরকালের ও চিরস্থায়ী। আঁধারের ঘোর অস্পষ্টতা আলোর উজ্জ্বলতাকে প্রখর করে। অনুরূপ মিথ্যার কুহেলিকা সত্যের দীপ্তি প্রকট করে তোলে। সংঘাত না বাঁধলে সত্যের স্বরূপ পূর্ণরূপে ফুটে উঠে না। এটাই চিরন্তন সত্য। আল্লাহর আলোকে ফুৎকারে নিভিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস কুফরের তরফ হতে সর্বদাই চলতে থাকে। তাই বলে সত্যের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় না। আল্লাহতায়ালা সত্যের আলোকে অসত্যের মুকাবিলায় টিকিয়ে রাখেন। অসত্যের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেলে সত্যের আলোকে আল্লাহতায়ালা ষোলকলায় পরিপূর্ণ করে তোলেন। এটাই তাঁর অমোঘ বিধান। তা না হলে পৃথিবী বাসোপযোগী হতো না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

يُرِيدُونَ اَن يُّطفِئُوا نُورَاللّٰهِ بِاَفوَاهِهِم وَيَابَى اللّٰهُ اِلاَّ اَن يُّتِمَّ نُورَهُ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَ -

(سورہ توبة - ٣٢)

" তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দিতে চায়। কাফেরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চান না।"[১]

শেষ নবীরূপে রবি উদিত হওয়ার ফলে এই তমসাচ্ছন্ন ধরণী সত্যের আলোকবর্তিকায় আলোময় হয়ে উঠে। পূর্ববর্তী নবীগণের আগমনে যে সত্যের সূচনা শুরু হয় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ধরায় পদার্পণের ফলে তা পূর্ণতা লাভ করে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বিগত নবীগণের সময় বলা হয়নি যে, তাঁদের দ্বারা আল্লাহ তাঁর স্বর্গীয় বিধান পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অতঃপর আর কোন নবী আসার প্রয়োজন নেই। তাঁদেরকে বরং একজন মহানবীর আগমনের কথা নিজ নিজ উম্মতগণকে বলে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়। তাঁরা নিজ নিজ সময়কালে এ দায়িত্ব পালনও করেন। রূহজগতে নবীগণকে নবুয়্যত ও শরীয়ত প্রদান করার পূর্বে আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করেন। অতঃপর তাঁদেরকে নবুয়্যত দান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

وَ وَ اِذ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اٰتَيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَّحِكمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ

www.pathagar.com

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِى ط قَالُوا اَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُم مِّنَ الشّٰهِدِينَ --

(سورة آل عمران -٨١)

"স্মরণ কর! যখন আল্লাহ নবীগণের কঠিন অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থনরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা তাকে বিশ্বাস করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বললোঃ আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম।[২]

* মহানবী (সাঃ)—এর পরিচয়

এ প্রতিজ্ঞা মুতাবিক পূর্ববর্তী নবীগণ নিজ নিজ উম্মতকে মহানবী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহের আগমনের পূর্ব সংবাদ প্রদান করে যান। আসমানী কিতাবসমূহে তার এখনো প্রমাণ মিলে।[৩] কুরআনেও এর প্রমাণ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় পূর্ববর্তী উম্মতগণ সন্দেহাতীতভাবেই নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থাদির মাধ্যমে অবগত হয়। তার উল্লেখ করে আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

اَلَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (سورة بقره - ١٤٦)

"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেই রূপ জানে যেইরূপ তারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাদের একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে।"[৪]

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝে আসে যে পূর্বে যাদেরকে আল্লাহ কিতাব দান করেছিলেন তারা নিজ সন্তানাদিকে চেনার মতোই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনেছিলেন।

বলাবাহুল্য, সন্তানাদিকে চিনার অর্থ হলো তাদের নাম, গায়ের রং, শরীরের গঠন, মুখচ্ছবি, কথার ভঙ্গি, চলার ধরনসহ সন্তানের দেহের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিফ হওয়া। নবী চরিত্র তথা নবী জীবনের যাবতীয় ইতিহাস পাঠ করলে নবীর এরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিফ হওয়া যায়।[৫] পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থে নবী করীম

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মভূমি, গোত্রীয় পরিচয় এবং হিজরতের স্থানেরও উল্লেখ দেখা যায়।[৬] হযরত সালমান ফারসী তাঁর খৃষ্টান গুরুদের নিকট মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উক্তরূপ বৈশিষ্ট্য অবগত হয়েই মদীনায় নীত হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি সাদকাহ খাবেন না, হাদিয়া খাবেন, তিনি মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করে আসবেন, তাঁর স্কন্ধের মাঝখানে মোহরে নবুয়্যত দেখা যাবে। ইত্যাদি নিদর্শন দেখেই সালমান ফারসী ঈমান এনেছিলেন।[৭] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় তাঁর মাথায় কটি চুলে সাদা রং ধরেছিল তাও নবী চরিত লেখকগণ গুণে রেখেছেন।[৮] যে নবীর উপর ঈমান না আনলে আউয়াল-আখির কোন নবীই পরিত্রাণ পাবেন না, সে নবীর নবুয়্যত এর ধরন কি ছিল তা কি শরীয়তের কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকার কথা নয়? তিনি শেষ নবী ছিলেন, নাকি তাঁর অনুমোদনে ছায়া নবী, প্রকাশ নবী, তাশরিয়ী নবী, গয়ের তাশরিয়ী নবী প্রমুখ নবীর আগমন হবে এ মৌলিক বিষয় অস্পষ্ট থাকার তো কথা নয়। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের বিষয় যথা চুল পাকা-পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হবে আর যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ (খতমে নবুয়্যত) তা অস্পষ্ট বা শব্দের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছাদিত থেকে যাবে তা যুক্তিগ্রাহ্য হয় না।

উচ্চ মর্যাদার নবী কম মর্যাদার নবীর ঘোষক হন না

আমরা দেখতে পাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন হয়। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমনের আগাম বার্তা প্রচার করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

وَاِذْ قَالَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي اِسرَائِيلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَينَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِى مِن بَعدِى اسمُهُ اَحمَدُ ط فَلَمَّا جَاءَهُم بِالبَيِّنٰتِ قَالُوا هٰذَا سِحرٌ مُّبِينٌ - (سورة صف :٦)

"স্মরণ কর, মরিয়ম তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক, আমি একজন রাসূলের শুভ সংবাদদাতারূপে এসেছি, যিনি আমার পরে আসবেন। যাঁর নাম আহ্‌মাদ। উক্ত রাসূল যখন স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তাদের নিকট আসল তারা বললঃ এটাতো স্পষ্ট যাদু।[৯]

এখানে লক্ষণীয় যে, অধিক মর্যাদাশীল নবীর আগমন সংবাদ প্রচার করেছেন তদপেক্ষা কম মর্যাদার নবীগণ। হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন ঘোষণা করেছিলেন

www.pathagar.com

তাঁর পূর্বের নবী হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)।[১০] এমনটি হয়নি যে, একজন মহান নবী তদপেক্ষা কম মর্যাদার নবীর জন্য ঘোষকের ভূমিকা নিয়েছেন। এটা যুক্তিসঙ্গতও নয়। কোন উচ্চপদস্থ লোকের আগমন সংবাদ ঘোষণা করে থাকে তাঁর আজ্ঞাবহ কর্মচারীরা। এমনটি কোনদিন হয় না যে, উক্ত উচ্চপদস্থ লোক ঢোল কাঁধে নিয়ে কোন কর্মচারীর আগমন বার্তা প্রচারে নেমেছেন। হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত পূর্ববর্তী নবীগণ মর্যাদাসাপেক্ষে পরবর্তী নবীর আগমনবার্তা প্রচার করেছেন। আমাদের প্রশ্ন হলো, মিথ্যাবাদী গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী কি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চেয়ে মর্যাদাশীল যে তার জন্য নবীদের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষকের ভূমিকা নেবেন? এরূপ চিন্তা করাও মহাপাপ।

যাই হোক, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হলেন বিশ্বনবী। তিনি সমগ্র বিশ্বের নবী বলেই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। এ কথা কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর তাঁর পূর্বের নবী ও রাসূলগণ তারই আগমনবার্তা প্রচার করে গেছেন। তিনি যে 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' (সর্বশেষ নবী) তা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। আর 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' বলতে কি বুঝায় তাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উপমা দিয়ে হাদীসে বলে দিয়েছেন যে, আমি নবী প্রাসাদের সর্বশেষ ইঁট, আমি সর্বশেষ নবী।[১১] তাই এখন কোন পথভ্রষ্ট ব্যক্তির তরফ হতে উক্ত বাক্যের অর্থ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।

ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত

সম্মুখ সমরে নেমে সাময়িকভাবে মুসলমানদেরকে পরাস্ত করা গেলেও ইসলামের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করা যায় না। সুলতান সালাহুদ্দীন আয়ূবী (রহঃ) এর বিজয় এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুসলমানরা প্রথম ক্রুসেড সমরে হেরে গিয়েও দ্বিতীয় ক্রুসেডে তারা জয়লাভ করে। ভারতে ছলে বলে যুদ্ধ খেলায় ইংরেজরা মুসলমানদেরকে হিন্দুদের সাহায্য নিয়ে পরাজিত করে। বাংলায় সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর তারা সমগ্র ভারতবর্ষ করায়ত্ত করে নেয়। তখন তারা শুধু ভারতে নয় মধ্যপ্রাচ্যসহ সকল মুসলিম দেশ নিজেদের বশে নিয়ে আসে। আর মুসলমানদের ঈমানী শক্তি নিঃশেষ করে দেয়ার ফন্দি-ফিকির করতে থাকে। মুসলিম উম্মাহর জিহাদী প্রেরণা বারবার ইংরেজদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর এ প্রতিরোধের গোড়ায় রয়েছে মুসলমানের ঈমানী শক্তি। মুসলমানদের ঈমান ও বিশ্বাস শিথিল করে দেয়ার জন্য তারা প্রথমে কুরআন বিকৃত করার পরিকল্পনা নেয়। অধুনা দখলকৃত মুসলিম অঞ্চল থেকে কুরআনে করীমের কপিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে পাদ্রীদের তত্ত্বাবধানে বিকৃত কপি ছাপিয়ে এনে মুসলমানদের মাঝে প্রচার করার জন্য তারা বিপুল অর্থের ব্যবস্থা করে।

www.pathagar.com

শোনা যায় এ উদ্দেশ্যে জনৈক পাদ্রী মোটা অংকের টাকা-পয়সা নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। আর কুরআনে করীমের কপিগুলো ক্রয় করতে থাকেন। একদিন সেই পাদ্রী মহোদয় ইউ,পি,র (ভারতের উত্তর প্রদেশের) এক অজ পাড়াগাঁয়ে যান। দেখতে পান ভাঙ্গা একটি ঘরে কতিপয় ছেলেমেয়ে বসে কি যেন পাঠ করছে। পাদ্রী সাহেবের পথ প্রদর্শক ছিল একজন গ্রাম্য মুসলমান। পাদ্রী সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, গ্রামের ছেলেমেয়েরা এই ঘরে বসে কুরআন পাঠ করছে। কৌতুহলী পাদ্রী মহোদয় সেখানে উপস্থিত হন। দেখতে পান ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কুরআন হেফ্জ করছে। পাদ্রী সাহেব তাদেরকে কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রশ্ন করেন। শিশু-কিশোররা নির্ভুলভাবে মুখস্ত কুরআন তাঁকে পাঠ করে শুনিয়ে দেয়। তখন পাদ্রী মহোদয় ভেবে দেখেন, যে জাতির কচি শিশুরা এমনকি তাদের মাতৃভাষায় একেবারে অজানা ও অবুঝ বিদেশী ভাষায় লিখিত কুরআন মুখস্ত করে রাখে, তাদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করার চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। বাইবেলের মত শুধু কাগজে লিখিত থাকলে তা বদলে দেয়া যেত। যেরূপ বাইবেলের বেলায় করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে করীম মুসলিম জাতির অন্তরে গ্রথিত। অন্তর খুঁড়ে তা বের করে আনা দুষ্কর। তখন তারা কুরআন বদলিয়ে ইসলামের ক্ষতি সাধনের চিন্তা বাদ দেয়।

এরপর সরাসরি কুরআন বিকৃত করার অপপ্রয়াস পরিহার করে কুরআনের মূলসূত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়্যতের উপর লেখালেখির মাধ্যমে দোষারোপ করতে থাকে। নবীর মৃগী রোগ ছিল। তিনি আবোল তাবোল বকতেন। তাঁর প্রতি ভূত-প্রেতের প্রভাব পড়েছে ইত্যাদি ভিত্তিহীন অপবাদ দিতে থাকে। কিন্তু কুরআনে করীমের অমোঘ বাণী ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য তাদের প্রলাপের অসারতা প্রমাণ করে। মৃগী রোগী বা ভূত প্রেতের আছরে কোন মানুষ এত সুন্দর ও উঁচুমানের বাক্য সম্বলিত কালাম পেশ করতে পারে না।

এ চোরাই পথে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়ে ইংরেজরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুয়্যাতে অংশীদার বানানোর জন্য লোক খুঁজতে থাকে। তারা দেখতে পায়, মুসলিম উম্মাহ্ প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। শিয়া ও সুন্নী এ দু'টি ফিরকা তাদের প্রধান দুটি দল। শিয়া-সুন্নীদের মাঝে মতপার্থক্যের প্রাচীরও সুউচ্চ। তারা এসব মত পার্থক্যকে মূলধনে পরিণত করে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত এ দুটি সম্প্রদায়কে পরস্পর হতে আরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অতঃপর তারা শিয়া ও সুন্নীদের মাঝে নবুয়্যতের অংশীদার পয়দা করার জন্য পাঁয়তারা করে। তারা লক্ষ্য করে যে, শিয়া ফিরকার মধ্য হতে নবুয়্যতের দাবীদার দাঁড় করানো হলে সুন্নীরা কবুল করবে না। অনুরূপ সুন্নীদের মধ্য হতে কাউকে নবী বানিয়ে পেশ করলে শিয়ারা তা গ্রহণ করবে না। কাজেই এ দুটি ফিরকার জন্য আলাদা আলাদা নবী দাঁড় করাতে হবে। ভাগ্যক্রমে তাদের হাতের মুঠোয় এরূপ বিশ্বাসঘাতক দু'ব্যক্তি জুটে গেল। সুন্নীদের মাঝে পাঞ্জাবের কাদিয়ান

www.pathagar.com

গ্রামের মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী আর শিয়াদের মাঝে ইরানের বাহাউল্লাহ্‌কে তারা পেয়ে বসল। উভয়ই ইংরেজদের মদদপুষ্ট অনুচর ছিল।[১২] বর্তমানেও তাদের অনুসারীরা খৃষ্টানদের সাহায্যে মুসলিম বিশ্বে টিকে থাকার উপায় অবলম্বন করে যাচ্ছে। তখন ভারতে এবং ইরানসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইংরেজদের শাসন ছিল। বাহাইরা ইরানে এবং কাদিয়ানীরা ভারতে তাদের প্রভু ইংরেজদের সক্রিয় সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উভয় সম্প্রদায় কায়দা করে বড় বড় সরকারী পদে সমাসীন হয়ে যায়। এমন কি ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার জাফরুল্লাহ খান ছিলেন একজন কাদিয়ানী। ইংরেজদের প্রভাবে তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করে রাখতে বাধ্য হলেন কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ এবং কায়েদে মিল্লাত নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান। বর্তমানেও বাংলাদেশ এবং ভারতে সরকারের উচ্চপদে বহাল তবিয়তে কাদিয়ানীরা মুসলিম উম্মাহকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে যাচ্ছে নির্দ্বিধায়। অবশ্য পাকিস্তান ও ইরান হতে কাদিয়ানী ও বাহাইরা পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়েছে। আর অন্যান্য মুসলিম দেশেও স্থান পাচ্ছে না। তবে বাংলাদেশে এ উভয় সম্প্রদায় মামার বাড়ীর অধিকার বিস্তার করে আছে।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর নবী আসার দরজা খোলা রাখা হলে অনায়াসে ইসলামের বিকৃতি সাধন করা যাবে। যেমন গোলাম আহাম্মাদ কাদিয়ানী এবং বাহাউল্লাহ ফরমান জারি করে বিকৃতি সাধনের চেষ্টা করেছে।[১৩] আর মুসলমানদের মাঝে মিশে থেকে মুসলিম জাতিকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ নিচ্ছে। মুসলিম মহিলাদেরকে বিয়ে করে আজীবন যেনা করে উম্মতে মুহাম্মদীর বে-ইজ্জতী করে যাচ্ছে। উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিমদের ভূ-সম্পত্তির মালিক হচ্ছে। অথচ কোন মুর্তাদ কোন মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারে না। কোন মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করতে পারে না। এরূপ করলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ সম্পর্ক বলে গণ্য হবে। কাজেই আবেগমুক্ত হয়ে বিষয়টি চিন্তা করার আবশ্যক রয়েছে। বাহাই এবং কাদিয়ানীরা যে মুসলমান নয় আর শিয়া-সুন্নী উভয় দলের লোকেরা যে এদেরকে মুসলমান মনে করে না আমরা এ গ্রন্থে দলীল প্রমাণসহ তা আলোচনা করব। আর সকলকে বিষয়টি মুক্ত মনে ভেবে দেখার জন্য সবিনয় নিবেদন রাখব।

মোহাম্মাদ ছামির উদ্দিন
২৮/৫/৯৪

www.pathagar.com

প্রমাণ সূত্র

১· ৯ঃ৩২ আয়াত।

২· ৩ঃ৮১ " ।

৩· ISA-৯ঃ৬

য়াসাআঃ ২ঃ৪, ১১ঃ৬, ৯, RCV ২১ঃ১, ৪·

বেদ আউর কুরআন ঃ মোঃ ফারুক খাঁ, মথিঃ ৬ঃ১০

৪· ২ঃ১৪৬আয়াত।

৫· শামায়েল-ই-তিরমিজী।

৬· শামায়েল-ই-তিরমিজী।

৭· শামায়েলে তিরমিজী-দ্রষ্টব্য

৮· শামায়েলে তিরমিজী দ্রষ্টব্য

৯· ৬১ঃ৬,আয়াত।

১০· মথিঃ২ঃ৩,ইউহান্নাঃ২৩ঃ১।

১১· বুখারীঃ কিতাবুল মানাকিব- বাববু, খাতামুন্ নাবিয়্যীন।

১২· মির্জা গোলাম আহাম্মদ রচিতঃ জরুরাতুল ইমাম পুস্তিকা-৪০ পৃষ্ঠা এবং বাহাই আইনঃ ৮ নং ধারা।

১৩· মির্জা গোলাম আহাম্মদ রচিতঃ নজুলুল্ মসীহঃ ৯৯ পৃষ্ঠা। তাবলীগে রিসালাতঃ ৯ ঃ ৬৭ পৃষ্ঠা এবং বাহাউল্লার উক্তি।

www.pathagar.com

খতমে নবুয়্যতের দর্শন

এক আল্লাহর সত্তা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। বাকী সবই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। যার শুরু আছে তার শেষও আছে। তাই যাবতীয় সৃষ্টি একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাকে বলা হয় কিয়ামত ও মহাপ্রলয়। পৃথিবীর অবস্থাও তাই। পৃথিবী একটি আবাস। মানুষ ও অন্যান্য জীবকুল এখানে বাস করে। মানুষই সৃষ্টির সেরা। অবশিষ্ট সবই তার সেবা ও প্রতিপালনের উপায় মাত্র। মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ

لاتقوم السّاعة حتّى يقول احد الله الله

অর্থাৎ "যতক্ষণ একজনও 'আল্লাহ-আল্লাহ' উচ্চারণকারী থাকবে কিয়ামত কায়েম হবে না"।[১] এর অর্থ দাঁড়ায় একদিন 'আল্লাহ'র নাম উচ্চারণকারী কেউ থাকবে না। আর মহাপ্রলয়ও ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাই কিয়ামত আসাটা অনিবার্য।

বস্তুতঃ আল্লাহর নাম টিকে আছে নবী রাসূলদের আগমনে ও তাদের শিক্ষার ফলে। নবী রাসূলের শিক্ষা বিলুপ্ত হলে এ ধরাধামে আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী কেউ থাকবে না। পৃথিবীর মানুষ হায়েনায় পরিণত হবে। শিষ্টাচার ও মানবতাবোধ[২] বিদায় নেবে। আর এরূপ পরিস্থিতির তখনই উদ্ভব হবে যখন ভুলে যাওয়া মানুষগুলোকে আল্লাহর পথ দেখানোর জন্য নবী-রাসূলগণের আগমন হবে না। ঐশীবাণী অবতরণের পরম্পরা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। এরূপ পরিস্থিতিকে নবী রাসূল আগমনের সিলসিলা শেষ বা সমাপ্ত হওয়া বলে। যাকে খতমে নবুয়্যতও বলা হয়।

কাজেই খতমে নবুয়্যতের আকীদায় যারা বিশ্বাস রাখে না তারা আসলে কিয়ামত কায়েম হওয়ার ব্যাপারেও বিশ্বাসী নয়। আর কিয়ামত কায়েমে অবিশ্বাসীরা মুমিন হতে পারে না। যারা বলেঃ "প্রকাশগুলোর পরপর আগমন অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অবস্থা। এবং পৃথিবী যতদিন থাকিবে তাঁহাদের আগমনও ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। মূসা ও যীশুর উত্তরাধিকারী রূপে আল্লাহ তাঁহার বার্তাবাহকদের পাঠাইয়াছেন। আর ক্রমাগত পাঠাইতে থাকিবেন-শেষ পর্যন্ত যাহার কোন শেষ নাই....[৩] (বাহাউল্লাহ্র ঘোষণা)

এরূপ আকীদা কাদিয়ানীরাও পোষণ করে। তারাও নবী আসার পরম্পরা বন্ধ হয়নি বলে বিশ্বাস করে।[৪] আর এ বিশ্বাসের চোরাপথে মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী বলে দাবী করে। একটুও ভেবে দেখল না যে, অনন্তকাল পর্যন্ত নবী রাসূল আসতে থাকলে কিয়ামত হবে কখন? কাজেই নবী রাসূলের আগমন

www.pathagar.com

পরম্পরা খতম হওয়ার আকীদা পোষণ না করলে কেউ মুমিন হতে পারবে না। কিয়ামত কায়েম হওয়ার বিশ্বাসে বিশ্বাসী–মুমিন বলে গণ্য হবে না।

জীবের দৈহিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। মানুষ শৈশব, যৌবন ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করে। প্রতিস্তরে তাকে মানানসই আহার দিতে হয়। এটা জৈবিক প্রয়োজন। অনুরূপ সভ্যতারও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। মানব সভ্যতার উৎকর্ষের সাথে মানবের প্রতি নাযিলকৃত খোদায়ী বিধানেরও পূর্ণতা এসেছে। যিনি এরূপ পরিপূর্ণ বিধান নিয়ে এসেছেন যার পর আর কোন আসমানী বিধান অবতরণের আবশ্যক নেই, তাঁর দ্বারাই বিধান নাযিলের পরম্পরাকে শেষ করা হয়েছে আর তিনিই শেষ নবী। যার পর আর কোন নবী আসার প্রয়োজন নেই। কারণ, বিধানদানের প্রয়োজনই ফুরিয়ে গেছে। রইল মানুষের মাঝে আখেরী বিধান–আল্ কুরআন ও সুন্নাকে সজীব করে রাখার জন্য কালে কালে পরিচর্যার আবশ্যকতা। এ জন্যে নবী–রাসূলের আগমনের প্রয়োজন করে না। নবীর স্থলাভিষিক্ত ইমাম, খলীফা, ওলামা ও মুজাদ্দিদগণের আগমন দ্বারা এ কাজ সমাধা হওয়ার কথা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন।[৫] পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত, আলিম–ওলামা, ইজতিহাদকারী ইমাম ও আধ্যাত্মিক মহাপুরুষগণ মূল সংবিধান কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনায় কালোপযোগী আইন রচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন। এজন্য নবুয়্যতের ভন্ড দাবীদার আবিষ্কার করার প্রয়োজন কোথায়?

নবী দাবীকারীদের অবস্থান

নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইহলোক ত্যাগ করার পর অনেকেই নবী হওয়ার এবং ঐশীবাণী পাওয়ার অলীক দাবী জানিয়েছে। এমনকি উচ্চাকাংখী মহিলাও নবী হওয়ার দাবী করে বসেছে। তাদের কল্পিত অহী ও ঐশীবাণীতে জগতবাসীর জন্য কোন কল্যাণ বাণী খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে রাজনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, বৈষয়িক ও পারলৌকিক জীবনের শাশ্বত আদর্শরূপে গ্রহণযোগ্য স্বতন্ত্র কোন শিক্ষা রয়েছে কি? এদের কাউকে কি আদর্শ মানবরূপে জ্ঞান করার উপায় আছে? কুরআনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ রাসূল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] যারা তাঁর পর মিথ্যা ঐশীবাণী লাভের আস্ফালন করেছে, গোত্রীয় প্রাধান্য বিস্তার ও ক্ষমতা লাভের অপ্রতিহত লোভে পড়ে[৭] বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করে মুকাবিলায় নেমেছে, অপপ্রচার চালিয়েছে তাদের মাঝে কোন গ্রহণযোগ্য আদর্শ চরিত খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের অনেকে তো লম্পট ও চরিত্রহীন ব্যক্তি ছিল। মিথ্যা নবীদের ইতিহাসে মুসায়লিমা কাজ্জাব ও সাজাহ মহিলা নবীর কথা রয়েছে। এরা যে চরম লাম্পট্যের পরিচয় দিয়ে গেছে তা লিখে কলম নাপাক করতে চাইনে।

www.pathagar.com

আল্লামা তাবারীর–তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক গ্রন্থে উক্ত নবী ও মহিলা নবীর বিবরণ পড়লেই তা জানা যাবে।[৮]

এদের পরে এলো গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী আর বাহাউল্লাহ ইরানী। বাহাউল্লাহ তার লিখিত "কিতাব–ই–একীন" এবং "কিতাব–ই–আক্‌দাস"কে তার প্রতি নাযিলকৃত বলে দাবী করেছে। এ দুটি তার ধারণাপ্রসূত ঐশী গ্রন্থ। এ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করলেও এমন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না যা আদর্শরূপে গ্রহণ করা যায়। এ গ্রন্থদ্বয়ে কিছু উপদেশমূলক ভাল কথা আছে যা বাহাউল্লাহ ইরানে প্রচলিত ইসলামী আচার ও সাহিত্য হতে নিয়েছে। আর নিজের ঐশী বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছে। আর মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানীর লিখিত বইপুস্তকে কুরআন হাদীসের কথাগুলো বাদে বাকী সবই বাতুল উক্তি, পাগলের প্রলাপ।[৯] আমরা পরে তা আলোচনায় আনব।

কাজেই নিঃসংকোচে বলা যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর যারা বেবুনিয়াদ নবুয়্যতের দাবী করেছে তাদের শিক্ষায় কোনদিক দিয়েই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। আর এদের অনুসারী বিশ্বে এমন কিছু করে দেখাতে সক্ষম হয়নি যা প্রশংসা কুড়াতে পারে। কাজেই এরূপ নবুয়্যতের দাবী যে অর্থহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নবী হওয়া দূরের কথা। উক্ত মিথ্যা নবীরা উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত মুজতাহিদ ইমামগণের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারীও ছিল না। হাদীস, ফিকাহ, তাফসীর রিজাল, ইতিহাস এবং ধর্মীয় বিদ্যার অপরাপর শাখায় আলিম ওলামা ও ইমামগণ যে অবদান রেখে গেছেন তার সাথে তুলনা করে বাহাউল্লাহ ইরানী এবং গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানীর বই–পুস্তক দেখলে হিমালয় পর্বতের সামনে মাছি মশার অবস্থানও মনে হবে না। আর বিষয়বস্তুর বিচারে নেহায়েত বাজে বলে ধারণা হবে। পাঠক মহোদয়ের উপর এর বিচার রেখে আগে অগ্রসর হতে চাই। আধ্যাত্মিক জগতে ইমাম গাজ্জালী, ইমাম মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী এমনকি মুজাদ্দিদ–ই–আলফেসানীর সাথেও এদের তুলনা করা বাতুল।

www.pathagar.com

প্রমাণ সূত্র

১· রিয়াযুস্‌সালিহীনঃ পৃষ্ঠা ৬৫৫, মুসলিমের বরাতে।

২· 'বাহাউল্লাহ্' পুস্তিকা পৃষ্ঠা ২৮, প্রথম বাংলাদেশী সংস্করণ ১৯৯২, প্রকাশকঃবাংলাদেশের জাতীয় বাহাই আধ্যাত্মিক পরিষদ, জাতীয় বাহাই কেন্দ্র।

৩· তাতিম্মা-ই-হাকীকাতুল ওয়াহীঃ মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানীঃ পৃষ্ঠা ৬৭, মুবাহাসা-ই-রাওয়ালপিন্ডি, পৃঃ ১৩৫।

৪· বুখারী শরীফ, কিতাবুল মানাকিব, বনি ইসরাইল অধ্যায়।

৫· আল কুরআন ৩৩ঃ২১ আয়াত।

৬· তারীখ-ই-রিদ্দাতঃ খুরশীদ আহমাদ ফরিক পৃষ্ঠা ৫৭।

৭· তারীখ-ই-তাবারীঃ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ২৩৯।

৮· ইসলামী কোরবানীঃ কাযী ইয়ার মোহাম্মদ কাদিয়ানী, পৃষ্ঠা ১২;

৯· তাতিম্মা-ই হাকীকাতুল ওয়াহীঃ পৃষ্ঠা ১৪৩; কিতাবুল বারিয়্যা পৃঃ '৮৫, '৮৭, আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম পৃষ্ঠা ৫৬৪, ৭৬৪; বারাহীনে আহমদীয়া পৃষ্ঠা ৯৭। এসব স্থানে মির্জা কাদিয়ানী নিজেকে খোদা বলে দাবী করে। আবার মানুষের লজ্জার ও ঘৃণার স্থান বলেও উল্লেখ করে। নিজেকে ঈসা নবী এবং একই সাথে মেরী বলে দাবী করে।

www.pathagar.com

নবুয়্যতের ধারাবাহিকতা ও ইসলামী দৃষ্টিভংগি

মুসলিম বিশ্বে বিশেষতঃ বাংলাদেশে কাদিয়ানী ও বাহাইরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচন্ডভাবে হামলা চালাচ্ছে। পাশাপাশি খৃষ্টবাদের সহায়ক শক্তি বিদেশী এন,জি,ও গুলো এদেশের মুসলমানদেরকে অভাব-অভিযোগ নিরসনের নিশান উড়িয়ে বিভ্রান্ত করছে। ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার পর বাহাইরা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। আর কাদিয়ানীরা পাকিস্তানে অমুসলিম ঘোষিত হওয়ার পর বাংলাদেশে জোর তৎপরতা চালিয়ে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে চাচ্ছে।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের অন্য কোথাও তারা কোন সুযোগ পাচ্ছে না যা বাংলাদেশে পাচ্ছে। ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত কাদিয়ান গ্রামটি কাদিয়ানী ধর্মের কেন্দ্র ছিল। দেশ বিভাগের ফলে তারা তাদের প্রথম কেন্দ্র ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। আর পাকিস্তানের বারওয়া নামক স্থানে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করে। তারা পাকিস্তানে আইনতঃ অমুসলিম সম্প্রদায় ঘোষিত হয়ে এখন বিকল্প স্থানের তালাশে রয়েছে। বস্তুতঃ কাদিয়ানী এবং বাহাই সম্প্রদায় দুটির জন্মই হলো মুসলমানদের খতমে নবুয়্যতের বিশ্বাস উৎপাটিত করে 'হাজার হাজার নবীর' আগমনের পথ খোলাসা করার জন্য। আর এরূপে কুরআন ও সুন্নার শাশ্বত পয়গামের চেতনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্য এবং মুসলমানদের মাঝে মিশে থাকার উদ্দেশ্যে এদের এতো আকুতি।

বর্তমানে কাদিয়ানীরা লন্ডনভিত্তিক প্রচারাভিযান চালাচ্ছে। আর সহযাত্রী অপর দল বাহাইরা ইসরাইলের 'হায়ফা' নগরীতে মূল কেন্দ্র স্থাপন করে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এ উভয় দলের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের গরীব জনগণের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সুযোগ নিয়ে তারা এখানে বাসা বাঁধতে চায়। তারা জানে না, ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা ঘরবাড়ী পর্যন্ত ত্যাগ করে ঈমানের হিফাযত করেছে। আর পাকিস্তানকে কুক্ষিগত করে নেয়ার কাদিয়ানী ষড়যন্ত্র মুসলমানেরা বুকের রক্ত শাহাদাতের ময়দানে অকাতরে ঢেলে দিয়ে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দেয়ার জোর দাবী উঠেছে। এটা একটি গণদাবী। ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার দুর্বার সংগ্রাম। প্রয়োজনে আবারও খতমে নবুয়্যতের প্রশ্নে মুসলিম জনতা পথে নেমে আসবে। আর বুকের রক্ত দিয়ে শাহাদত বরণ করবে। কাদিয়ানী ও বাহাইদের হামলা ঠেকিয়ে বাংলাদেশকে রাহুমুক্ত করে ইসলামের হিফাযত করবে।

ইরানে ইসলামী আইন জারি হয়েছে। সেখানে আইনতঃ বাহাই ও কাদিয়ানী ধর্ম

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ। ইসলামী বিধানে মুরতাদদের যে সাজা নির্ধারিত ইরানে তা বলবৎ করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারীভাবে ইসলামী আইন ও বিধান জারি করা হয়নি। এ সুযোগে কাদিয়ানী ও বাহাই ধর্মাবলম্বীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। আর অন্যান্য ধর্মদ্রোহী নাস্তিকরা কলরব করে পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলছে। এসব ধর্মদ্রোহীদের অপতৎপরতা রোধে অবশ্যই বাংলাদেশের মুসলিম জনতা রুখে দাঁড়াবেন।

কাদিয়ানী ও বাহাই ধর্মাবলম্বীদের মতবাদ আলোচনার পূর্বে আমরা ইসলামে খতমে নবুয়্যত সম্পর্কে কি ধারণা রয়েছে তা আলোচনা করে দেখব। এ মৌলিক প্রশ্নের সুরাহা হয়ে গেলে কাদিয়ানী ও বাহাই ধর্ম সম্পর্কে ধারণা গ্রহণে বাধা থাকবে না।

ইসলামী বিধানের চারটি মূল উৎস রয়েছে। কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা, কিয়াস। কুরআনের স্থান সর্বপ্রথম। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে রয়েছে সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। আমরা এখানে উক্ত মূল উৎস চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে খতমে নবুয়্যতের ব্যাপারে আলোকপাত করব।

কুরআনের আলোকে খতমে নবুয়্যত

খতমে নবুয়্যতের প্রশ্নটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। ধর্মের ব্যাপারে এর গভীর প্রভাব বিস্তৃত। ইসলামে খতমে নবুয়্যতের আকীদা সপ্রমাণিত। তাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর ওহী প্রাপ্তির দাবী করার অধিকার রাখে না। এরূপ দাবী করা হলে তা অগ্রাহ্য ও অলীক দাবী বলে গণ্য হবে। কোন মুসলমান বিভ্রান্ত হয়ে এরূপ দাবী করলে ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাবে। আর তার জন্য মুরতাদের হুকুম জারি হবে।

খতমে নবুয়্যতের ঘোষণা দিতে গিয়ে কুরআনে ভূমিকাস্বরূপ একজন বিশ্বাসী নর ও নারীর অধিকার আলোচনা করা হয়। আল্লাহ বলেনঃ

(এক) "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে সে নিশ্চিত পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে"। (সূরা আহজাব ঃ ৩৬)

১। এ আয়াতে বলা হয়েছে, ইসলামী বিধানে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চূড়ান্ত সনদ। আর আল্লাহর ফায়সালার সমতুল্য আইনানুগ অধিকার সংরক্ষণ করেন তাঁর রাসূল (সাঃ)। কাজেই রাসূলের সুন্নাত আইনের উৎস।

২। কোন ব্যাপারে আল্লাহর বা তাঁর রাসূলের তরফ হতে ফায়সালা এসে গেলে সে বিষয়ে কারো ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার থাকে না। ভিন্নমত পোষণকারী মুমিন থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

৩। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য এরূপ চূড়ান্ত সনদ মানবকুলে একমাত্র সর্বশেষ নবীই হতে পারেন। পরিষ্কার কথা আল্লাহর পর যেমন আর কোন দ্বিতীয় চূড়ান্ত সত্তা নেই, অনুরূপ মানবকুলে চূড়ান্ত সনদ শেষ নবীর পর আর নবীর আগমন হবে না। তাহলে তিনি চূড়ান্ত সনদের বিশেষণ হারাবেন। এমতাবস্থায় তিনি চূড়ান্ত সনদ থাকবেন না। চূড়ান্তের মানেই যারপর আর অবকাশ থাকে না।

কুরআনে চূড়ান্ত সনদের এ ভূমিকা দেয়ার পর একটি ঘটনার প্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণা করা হয়। হযরত যায়েদ ইবনে উসামা (রাঃ) এর সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো বোন হযরত যায়নবকে বিয়ে দেয়া হয়। ইসলামে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যেই মহানবী (সাঃ) হযরত যায়নবকে মহানবী (সাঃ) এর মুক্ত করা দাস হযরত যায়েদ ইবনে উসামার সাথে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের মাঝে মিল হলো না। হযরত যায়নব একটু রুক্ষ মেজাজের মহিলা ছিলেন।[১] এরূপে আল্লাহতাআলা কুলীন অকুলীনের অযৌক্তিক সামাজিক বৈষম্য উৎপাটিত করার প্রয়াস পান। এখানে পাশাপাশি আরও একটি জঘন্য সমাজাচার প্রচলিত ছিল। সমাজে পালক পুত্রকে ঔরসজাত পুত্রের মর্যাদা দেয়া হতো। তাকে আপন পুত্রের ন্যায় সম্পত্তির অংশীদার করা হতো। ঘরে ও অন্দর মহলে অবাধে বিচরণ করার অধিকার প্রদান করা হতো। অথচ ইসলামে পরপুরুষের এরূপ অনুপ্রবেশের অনুমতি নেই। সমাজে পালক ছেলেকে আপন ছেলে জ্ঞান করার ফলে পালক পুত্রের বধূকে আপন পুত্রবধূ মনে করা হতো। অথচ এ সবই ছিল ভিত্তিহীন সামাজিক প্রথা। এতে করে ইসলামের অনেক বিধান লংঘিত হতো। ইসলামে পালক পুত্র সম্পত্তির ভাগী হয় না। বেপর্দা অন্তঃপুরে ঢোকার ছাড়পত্র পায় না। অবাধে পালক পুত্র গৃহস্বামীর বিবি ও মেয়েদের সাথে মা-বোন জ্ঞানে মেলামেশা করার অধিকার রাখে না। যখন হযরত যায়েদ ও হযরত যায়নবের মাঝে বিয়ে ভঙ্গের পরিস্থিতির উদ্ভব হলো তখন নবী করীম (সাঃ) তাঁদের দু'জনের মাঝে মিলমিশ করে দেয়ার প্রয়াস চালান। এতেও ফল হলো না। হযরত যায়েদ (রাঃ) অতিষ্ঠ হয়ে হযরত যায়নবকে তালাক দেয়ার প্রস্তাব করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এতে হযরত যায়েদকে বারণ করেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্ন ছিল। তিনি হযরত যায়নবকে তালাকপ্রাপ্তির পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সংগে বিয়ে দিয়ে চিরতরে পালক সন্তান প্রতিপালনের ইসলাম বিরোধী সমাজের প্রথা ও রেওয়াজকে অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আর ওহীর মাধ্যমে তালাকপ্রাপ্তা যায়নবকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে পড়িয়ে দেয়ার সংবাদ দেন। আল্লাহ বলেনঃ

(দুই) "অতঃপর যায়েদ যখন যায়নবের সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন

www.pathagar.com

আমি তাকে তোমার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সে সব রমণীদের বিয়ে করায় মুমিনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়ে থাকে। (সূরা আহজাবঃ ৩৭)।

এখানে বুঝা গেল হযরত যায়নবকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল এরূপ বহুকাল যাবত আরবের সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত পালক প্রথার সংশোধন করা। নবী করীম স্বয়ং পালক ছেলে কর্তৃক পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিয়ে বন্ধনে নিয়েছেন। কাজেই এ বিষয়ে কারো মনে বৈধতার প্রশ্নে সংশয় সৃষ্টি করতে পারবে না। তৃণমূল থেকে এ প্রথার বিলুপ্তি সাধিত হবে।

আল্লাহর হুকুমই শেষ সনদ

ইসলামের হুকুম-আহকাম আহরণের মূল উৎস হচ্ছে চারটি। অনুরূপ চূড়ান্ত সনদদ্বয় আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলের ফায়সালা মানার ক্ষেত্রেও ওই একই কথা। অর্থাৎ যেখানে সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ নাযিল হয়ে যায় সেখানে মাথা পেতে নবীকেও তা মেনে নিতে হয়। কাজেই এ অর্থে আল্লাহর হুকুমই শেষ সনদ বলে ইসলামে সাব্যস্ত হয়েছে। আর এটাই ন্যায়ানুগ। আল্লাহর হুকুম অমান্য করার অধিকার কারো নেই। তেমনি এ অধিকার নবীরও থাকে না। তাই আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(তিন) "আল্লাহ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন, তা করতে তার জন্য কোন বাধা নাই। পূর্বে যে সব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লার বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।" (সূরা আহজাবঃ ৩৮)

সমালোচনার মুখে মহানবী (সাঃ)

সামাজিক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় সমাজাচারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ প্রকাশ পেলে। অবশেষে তাই হলো। মুনাফিকরা আকাশ মাথায় তুলে নিয়ে অপপ্রচারে নেমে গেল। বলতে লাগল-দেখো মুহাম্মাদ ছেলের স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। কেমন বেমানান কাজ, যায়নব তাঁর পুত্রবধু ছিল। আজ সে তাঁর স্ত্রীতে পরিণত। এ সমালোচনার জবাবে আল্লাহ বলেনঃ মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যকার বয়স্ক কোন পুরুষের পিতা নয়। কাজেই তার পুত্রবধূ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তবে তিনি আখেরী নবী। আর আল্লাহর রাসূল। কাজেই তাঁর মাধ্যমে যাবতীয় কু প্রথার বিলুপ্তি সাধন কাম্য।

যিনি শেষ নবী তাঁর দ্বারাইতো যাবতীয় বিধানের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন অপরিহার্য। শেষ নবী চলে গেলে আর কার দ্বারা শরীয়ত প্রবর্তিত হবে? যারা আল্লাহর রাসূল হন তারা নির্দ্বিধায় রিসালতের দায়িত্ব পালন করে যান।

www.pathagar.com

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوا مِن قَبلُ ط وَكَانَ اَمرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقدُورًا - الَّذِيْنَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللّٰهِ وَيَخشَونَه وَلَايَخشَونَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيبًا -

(চার) "পূর্বে যে সব নবী অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত। তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করতো এবং তাকে ভয় করতো, আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করতো না, হিসাব গ্রহণে আল্লাহ যথেষ্ট।"[৫] (সূরা আহজাব ঃ ৩৮-৩৯)

নবীগণ আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে ও তা যথাযথ পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে কর্তব্যে অবহেলা করেন না। এ ক্ষেত্রে কারো ভয় করেন না। ভয়ের কারণ হলেও ভয়কে আমল দেননা। পোষ্য পুত্রের বউ বিয়ে করলে সমালোচনার নির্ঘাত ভয় ছিল। তবু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রিসালতের দায়িত্ব পালনের কারণে তা করতে হয়। সমালোচনা সইতে হয়। শেষনবীর দায়িত্ব পালনের তাগিদে তা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। অন্যের বেলায় এরূপ ঘটার দৃষ্টান্তও তখন ছিল না। আর অন্যের দ্বারা পালক পুত্রের বধু বিয়ে করা হলেও মুসলিম সমাজে তার নজির তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারত না-যা স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। এ কুপ্রথার ভিত্তিমূলে আঘাত করার জন্য খোদ নবী কর্তৃক মুখ-ডাকা পুত্রবধূর পানি গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সময়োপযোগী এক পদক্ষেপ ছিল। আর তা সমাজ জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

ভুল প্রথার মূলোৎপাটন ও তাঁর শেষ নবী হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُم وَلٰكِن رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمًا -

(পাঁচ) "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয় বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহর সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[৬] (সূরা আহজাব ঃ ৪০)

এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বারা কেন একটি সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করা হলো তার যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর তার বুনিয়াদী ধারার উল্লেখ করে মহানবী (সাঃ) শেষ নবী হওয়ার এবং কারো পিতা না হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই মুখ-ডাকা ছেলের সূত্রে নবীকে কারো বাপ বলা যে অবান্তর তা বুঝে আসে। এরূপে কোন ব্যক্তি পরের ঘরে লালিত পালিত হলে পালনকারীর সন্তানে পরিণত হয় না। এ ধারণা একটি সামাজিক ব্যাধি যা অপসারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই পালক সন্তানাদিকে তাদের জন্মদাতা পিতার নামে সম্বোধন

www.pathagar.com

করে ডাকার জন্য হুকুম নাজিল হয়। তখন থেকে হযরত যায়েদকে আর কখনো যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলে কেউ ডাকেনি। তাকে যায়েদ ইবনে হারেসা বলে ডাকা শুরু হয়। ডাকা পোষ্য পুত্র বা সন্তানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এরূপ উল্লেখিত হয়েছেঃ

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُم اَبْنَائَكُم ط ذٰلِكُم قَولُكُم بِاَفوَاهِكُم ط وَاللّٰهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهدِى السَّبِيلَ - اُدعُوهُم لاٰبَائِهِم هُوَ اَقسطُ عِندَ اللّٰهِ

(ছয়) "তোমাদের পোষ্য পুত্র, যাদেরকে তোমরা পুত্র বলো, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের পুত্র বলেন না। এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। তোমরা তাদেরকে ডাকো তাদের পিতৃ পরিচয়ে আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা সঠিক ন্যায়সংগত।"[৭]

এ দীর্ঘ আলোচনায় আমরা খতমে নবুয়্যতের দর্শন, তাৎপর্য এবং প্রয়োজন কি তা আলোচনা করেছি। সূরা আহযাবে আলোচ্য উক্ত ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় খোদ নবী করীম (সাঃ) কি বলেন তা এখন আলোচনা করা যাক। যাঁর প্রতি কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছে, যিনি নিজে আল্লাহর প্রতিনিধি তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন এর যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ন্যায়ত তাই হবে শেষ কথা ও চূড়ান্ত ফয়সালা। দীনের রূপরেখা খোদ নবী করিম (সাঃ)ই দিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

وَ مَاانزَلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ اِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اختلفوا فِيهِ (سوره نحل: ٦٤)

"আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবার জন্য এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া স্বরূপ।"[৮]

প্রমাণ সূত্র

১· আহজাব ঃ ৩৬ অয়াত
২·
৩· আহজাব ঃ ৩৭ আয়াত
৪· আহজাব ঃ ৩৮ আয়াত
৫· আহজাব ঃ ৩৯ আয়াত
৬· আহজাব ঃ ৪০ আয়াত
৭· আহজাব ঃ ৪৫ আয়াত
৮- নহল ঃ ৬৪ আয়াত

www.pathagar.com

মহানবী (সাঃ) কর্তৃক খাতামুন্নাবিয়্যীনের ব্যাখ্যা

শিয়া–সুন্নী নির্বিশেষে সকল মাজহাবের পণ্ডিতগণ খাতামুন নাবিয়্যীনের অর্থ করেন নবীদের শেষ। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কেউ নবী হয়ে আসবেন না। আমরা উভয় মাজহারের গ্রন্থাদি হতে তাঁদের মতামত পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবো। এর পূর্বে দেখতে চেষ্টা করবো যে, স্বয়ং মহানবী (সাঃ) এ আয়াতাংশের কি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

যে কোন বুনিয়াদী প্রশ্নে পরিষ্কার মন্তব্য থাকাই বাঞ্ছনীয়। তা না হলে ধর্মের বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। তাই দেখা যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খতমে নবুয়্যতের প্রশ্নে পরিষ্কার ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিষয়টিকে উপমা প্রদানের দ্বারা সন্দেহাতীত করে রেখে গেছেন ঃ

قال النبى صلى الله عليه وسلم ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل النّاس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبّيّن–

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ "আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা হল, যেমন এক ব্যক্তি একটি দালান নির্মাণ করলো এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে তৈরি করলো। কিন্তু এক কোণে একটি ইট বসানোর স্থান শূন্য রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন তা ঘুরে দেখতে লাগলো। আর তা দেখে অবাক হলো। তারা বলাবলি করতে লাগলঃ ইটটি কেন স্থাপন করা হলো না? বস্তুতঃ আমিই হলাম সেই ইট। আর আমিই খাতামুন্নাবিয়্যীন'–'শেষ নবী'।" [১]

এ হাদীসে, কুরআনে বর্ণিত শব্দরাজি খাতামুন্নাবিয়্যীন–এর হুবহু উল্লেখ রয়েছে। আর এ হাদীসে বর্ণিত উপমায় নবুয়্যত–প্রাসাদের সর্বশেষ ইট মহানবী (সাঃ) নিজেই, একথা তিনিই বলে গেছেন। "আনা খাতামুন্নাবিয়্যীন" বাক্যটির যথার্থ অর্থ, উপমা এবং "আনা খাতামুন্নাবিয়্যীন" বাক্যের সমন্বয় একমাত্র তখনই হবে যখন বাক্যটির অর্থ "আমি শেষ নবী" গৃহীত হয়। আর নির্মিত দালানের দেয়ালে পরিমাপমত ইটের স্থান থাকে। আধলা, ভাঙ্গা ইট, সুরকী ও অন্যান্য যাবতীয় উপকরণ যথাস্থানে লেগে যায়। এমন একটি পূর্ণাঙ্গ নির্মাণ কার্যে কোথাও মাত্র একটি ইটের স্থান অপূর্ণ থেকে গেলে তা সকলেরই চোখে পড়ে। সে স্থানও যদি পূরণ করে ফেলা হয়–তথা ওখানে যদি একটি ইট স্থাপিত হয়ে যায় তাহলে আর কোন ইট ঐ দালানের দেয়ালে বসানো যাবে

www.pathagar.com

না। কাজেই নবুয়্যত প্রাসাদে নবী করীম (সাঃ)–এর সর্বশেষ পর্যায়ে স্থান গ্রহণ করার পর আর কোন ইটের স্থান অবশিষ্ট থাকেনি। জিল্লী, বুরুজী, শরীয়ত বহনকারী শরীয়তবিহীন ইত্যাদি কোন জিনিসই তামীর কার্য পূর্ণ হওয়ার পর নবুয়্যত প্রাসাদের দেয়ালে জোরপূর্বক ঢোকানোর অবকাশ নেই। নবুয়্যতের প্রাচীর ছিদ্র করেই এরূপ সংযোজন ঘটানো যাবে–যা কাদিয়ানী ও বাহাই সম্প্রদায়দ্বয় করছে।

মহানবী (সাঃ)–এর উক্ত হাদীস আরও বিস্তারিতভাবে অন্যান্য হাদীস সূত্রে এসেছে। ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ হযরত জাবিরের সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بنى داراً فاكملها واحسنها الاموضع لبنة فكان من دخلها فنظر اليها قال : ماحسنها الاموضع هذه اللبنة فانا موضع اللبنة خُتِمَ بى الانبياء عليهم الصلوة والسّلام-

"রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমি এবং নবীদের উপমা হলো এমন ব্যক্তির ন্যায়–যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলো। প্রাসাদটিকে সে পরিপূর্ণভাবে সুন্দর করে বানালো ; কিন্তু একটি ইটের স্থান রয়ে গেলো। অতঃপর যে ব্যক্তিই প্রাসাদে প্রবেশ করে আর তা দেখে–বলে ঃ কি সুন্দরই না প্রাসাদটি! কিন্তু এ ইটের স্থান রয়ে গেলো। অতঃপর, আমি হলাম সেই ইটের স্থানে। নবীদের আগমনের সমাপ্তি করা হলো আমাকে দিয়ে। তাঁদের প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক।" [২]

এ হাদীসে "খুতিমা বিয়াল আম্বিয়া" শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় নবীদের আগমন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে মহানবী (সাঃ)–এর আগমনের মাধ্যমে।

তিরমিযী শরীফে হযরত উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ)–এর বর্ণনায় রয়েছে ঃ

قال مثلى فى الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاحسنها واكملها وترك فيها موضع لبنة يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لوتم موضع هذة اللبنة؟ فانا فى النبيين موضع تلك اللبنة -رواه الترمذى-

–মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ "নবীগণের সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ইটের ঘর নির্মাণ করলো। তা অতি সুন্দররূপে পরিপূর্ণ করে তৈয়ার করলো। আর তাতে একটি ইটের স্থানে ইট বসাল না। অতঃপর লোকেরা

www.pathagar.com

নির্মাণ কাজটি ঘুরে দেখতে লাগলো। আর তা দেখে চমৎকৃত হতে লাগল। বলাবলি করতে শুরু করলো এ ইটের স্থানটি যদি পূরণ করা হতো। অতএব, আমি নবীগণের মাঝে ওই ইটের স্থানে রয়েছি।"[৩]

হাদীসটি চমৎকারভাবে নবুয়্যত সমাপ্ত হওয়ার বক্তব্য তুলে ধরেছে। এখানে 'খাতাম' ও 'খতম' শব্দ না এনে উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নবীগণের আগমনের পর মহানবী (সাঃ) তাশরীফ এনে হাদীসের উপমায় বর্ণিত সর্বশেষ ইটের শূন্যস্থান পূরণ করেছেন শেষ নবীরূপে। যাঁর পর অন্য কোন নবী আসার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।

ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে

قال ابو هريرة قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم : مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا فاحسنهاو اجلمها واكملها الاموضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم النبيان فيقولون الاوضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت انا اللبنة -

–হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ "হযরত আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা হলো এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে অনেক ঘর নির্মাণ করলো। ঘরগুলোকে সুন্দর, পরিপাটি ও পরিপূর্ণভাবে নির্মাণ করলো সত্য কিন্তু এক প্রান্তে একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখে দিল। নির্মাণ কাজ শেষে লোকেরা তা ঘুরে দেখতে লাগলো। নির্মাণকৃত সৌধ তাদের ভালো মনে হলো। তারা বললোঃ এখানে কেন একটি ইট রাখনি? যাতে করে তোমার নির্মাণটি পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। এ উপমা বর্ণনা করে মুহাম্মদ (সাঃ) বলেনঃ অতএব, আমি হলাম ওই ইট।"[৪]

মুসলিম শরীফের বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়, নবী (সাঃ)ই হচ্ছেন নবী রাসূল আগমন পরম্পরায় সর্বশেষ নবী। তারপর আর কোন নবীর আগমন হবে না। ইমাম বুখারীও অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫] এছাড়া অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ নানা সূত্রে খতমে নবুয়্যতের বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)–এর নাম মোবারকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেও খতমে নবুয়্যতের প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন ঃ

عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لى خمسة اسماء انا محمد واحمد وانا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وانا الحاشر الذى يحشر

www.pathagar.com

على قدمىّ وانا العاقب- (زاد يونس فى روايته : الذى ليس بعده نبى ،وفى رواية الترمذى: الذى ليس بعدى نبى)

-হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমার পাঁচটি (বৈশিষ্ট্যপূর্ণ) নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ ও আহমাদ। আমি 'মাহী' (বিধ্বংসকারী) আমার দ্বারা আল্লাহ্ কুফর নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। আমি 'হাশির' (পরকাল সমবেতকারী)-আমার পদযুগলেই লোকজনকে পরকালে হাজির করা হবে। আর আমি হলাম আল্-আকিব-(সর্বশেষে আগমনকারী)।[৬] বর্ণনাকারী ইউনূস হাদীসটি বর্ণনা করার সময় "যারপর আর নবী নেই" (الذى ليس بعده نبى) বাক্যও উল্লেখ করেন। ইমাম তিরমিজীর বর্ণনায় এসেছে ঃ "আমার পর আর নবী নেই।" অর্থাৎ তাঁদের বর্ণনায় হাদীসটি নিম্নরূপ

(الذى ليس بعدى نبى)

وانا العاقب الذى ليس بعدى نبى ঃ

আর আমি আকিব- সর্বশেষ আগমনকারী- আমার পর আর কোন নবী নেই।"[৭] এ বর্ণনাদ্বয়ে আল আকিব-এর অর্থ পূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর বুখারী শরীফের বর্ণনায় 'আল্মাহী' এবং 'আল্হাশির' শব্দ দু'টির উল্লেখ ব্যাখ্যাসহ রয়েছে। কাজেই অনুমেয় যে, অনুরূপ 'আল্ আকিব' শব্দটিও ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত হয়ে থাকবে-যা তিরমিজী ও ইউনূসের বর্ণনায় বিদ্যমান।

যাই হোক, বুখারী শরীফের আলোচ্য হাদীসে নবী (সাঃ)-এর তাৎপর্যপূর্ণ পাঁচটি নাম রয়েছে। বিগত আসমানী কিতাবসমূহেও উক্ত পঞ্চ নামের উল্লেখ রয়েছে বলে টীকাকারগণ উল্লেখ করেছেন।[৮] এছাড়া নবী (সাঃ)-এর আরও বহু নাম রয়েছে। আহ্মাদ্ ও মুহাম্মদ নাম শেষ নবীর একথা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।[৯] আর নাম দু'টির তাৎপর্য হলো চরমভাবে প্রশংসিত-মুহাম্মদ আর অতিশয় প্রশংসাকারী-আহমাদ তিনিই হবেন যাঁর ন্যায় প্রশংসাকারী আর কেউ হতে পারে না। তাই তিনিই হবেন চরম প্রশংসিত ব্যক্তিত্ব। প্রশংসা করার ক্ষেত্রে তিনিই হলেন খাতামুল্ হামিদীন- প্রশংসাকারীদের সর্বশেষ ব্যক্তি 'আহমাদ' নামে এ অর্থই ব্যক্ত হয়েছে। এটাকেই শেখ সাদী বলেছেনঃ

بعد ازخدا بزرگ توى قصه مختصر

"আল্লাহ্র পর একমাত্র তুমিই মহান-সংক্ষেপে তাই বলা যায়।" এখানেও সর্বশেষ হওয়ার অর্থ পরিলক্ষিত।

www.pathagar.com

অনুরূপ 'আল্ হাশির' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) এ নামে ভূষিত হওয়ার মানে তাঁর আগমনের পরেই হাশর হয়ে যাবে। মধ্যখানে কোন নবীর আগমন হবে না। আমার পদযুগলেই লোকজনকে পরকালে হাযির করা হবে–বাক্যে এ কথাই বলা হয়েছে। আল্ আকিবের ব্যাখ্যায় হাদীসে বলা হয়েছে–যাঁর পর আর নবী নেই তিনিই আকিব–সর্বশেষে আগমনকারী। আর যাঁর দ্বারা কুফর তিরোহিত হবে তিনিই 'আল্‌মাহী' হবেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর নবী আসার অবকাশ থাকলে পরে যিনি আসবেন তিনিই হবেন কুফর বিনাশকারী। এক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আর কুফর বিনাশকারী থাকবেন না। যেমন বিগত নবীগণ ছিলেন। বিগত নবীগণ কুফরের বিরুদ্ধে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন বটে কিন্তু যেহেতু তাঁরা কেউ শেষ নবী ছিলেন না সেহেতু তাঁরা আলমাহী–কুফর বিনাশকারীর উপাধিতে ভূষিত নন। একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ উপাধির অধিকারী। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এ ধরায় মাটির ঘর ও পশমের কোন ঘরই বাদ পড়বে না–সবখানেই ইসলাম পৌঁছে যাবে। আর তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নাম কুফর বিধ্বংসকারী–উপাধির চরম বিকাশঘটবে।

হযরত আবুত্ তুফায়েল (রাঃ) বলেনঃ

قال رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم لا نبوة بعدى الا المبشرات" قيل وما المبشرات يا رسول الله قال : الرؤيا الحسنة او قال او الرؤيا الصالحة -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমার পর আর নবুয়্যত নেই। তবে সুসংবাদসমূহ থাকবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ সুসংবাদসমূহ বলতে কি বুঝায় হে আল্লাহর রাসূল? উত্তরে তিনি বলেনঃ উত্তম স্বপ্ন। অথবা তিনি উত্তরে বলেছিলেন– ভালো স্বপ্ন।"[৯]

এ বর্ণনায় বিষয়টি আরও পরিষ্কার ভাষায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এখানে নবীর প্রকারভেদের অবকাশ না রেখে মূল বিষয় নবুয়্যতেরই সমাপ্তি হয়েছে বলে তিনি বলেন। নবুয়্যতের সমাপ্তি হলে জিল্লী নবী, বুরুযী নবী, উম্মতী নবী, শরীয়তবিশিষ্ট নবী, শরীয়তবিহীন নবী ইত্যাদি শ্রেণীবিন্যাসের অবকাশ থাকে না। অবশ্য তাঁর উপর নবুয়্যতের সমাপ্তি হলেও মুবাশ্‌শারাত তথা সুসংবাদপ্রাপ্তির পথ বন্ধ হয়নি বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়। এরূপ সুসংবাদ প্রাপ্তির অজুহাত দাঁড় করিয়ে কেউ আবার ওহী লাভের দাবী করে বসে এ সম্ভাবনা ছিল। তাই সাহাবাগণ 'মুবাশ্‌শারাত' বলতে কি বুঝায় তা পরিষ্কার করে রাখেন। 'মুবাশ্‌শারাত' হলো ভালো স্বপ্ন। স্বপ্ন কিন্তু নবুয়্যত নয়। স্বপ্ন স্বপ্নই তাতে– অনেক কিছু দেখায়। মঙ্গলময় হলেই তা–সুসংবাদ–মুবাশ্‌শারাত বলে অভিহিত হয়। ভাল

www.pathagar.com

স্বপ্নকে কোন বর্ণনায় নবুয়্যতের যৎসামান্য অংশও বলা হয়েছে।[১০] বলাবাহুল্য ৫ বস্তুর অংশ অণুকে মূলবস্তুরূপে আখ্যায়িত করা যায় না। গায়ের জামার আস্তিনকে জামা বলা যাবে না। দেহের অংশ বিশেষকে গোটা দেহ বলা হয় না। হাত, পা, কর্ণ, নাসিকার আলাদা নাম রয়েছে। তাই বলে ওসব মানুষ নয়, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এটা হলো বস্তুর সত্তাগত বিভক্তি। বস্তুতঃ গুণগত দিক দিয়ে সুসংবাদকে নবুয়্যতের অংশ বলা হয়েছে। নবুয়্যত সূত্রে অজানা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়াদি অবগত হওয়া যায়। অনুরূপ স্বপ্ন দ্বারা কি হচ্ছে বা হবে এরূপ অজানা বিষয়ের ইঙ্গিত মিলে। মাত্র এরূপ সাদৃশ্য বজায় থাকার দরুন স্বপ্নকে নবুয়্যতের অংশ বলা হয়েছে। এটা রূপক প্রয়োগ। স্বপ্ন মূলতঃ নবুয়্যতের অংশ নয়। অতএব, হাদীসে বর্ণিত ইল্লাল্ মুবাশ্শারাত-বাক্যে ব্যাকরণ-দৃষ্টে ইস্তিস্না মুত্তাসিল নয়; এখানে 'ইস্তিস্না-ই-মুন্কাতি' প্রয়োগ করা হয়েছে। কাজেই 'ইল্লা' অব্যয় এর পরবর্তী বিষয় তার পূর্ববর্তী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ মুবাশ্শারাত নবুয়্যতের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। আর 'মুবাশ্শারাত' হলো সত্তাগত বিষয়, নবুয়্যত হল গুণগত ব্যাপার। গুণ ও সত্তার ব্যবধান বোধগম্য।

খতমে নবুয়্যতের আকীদাকে সন্দেহমুক্ত করে বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরও স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। ইমাম মুসলিমের বরাতে আল্লামা ইবনে কাসীর এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا وأرسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون - رواه ترمذى و ابن ماجه من حديث اسماعيل ابن جعفر -

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "ছটি বিষয়ে আমাকে সকল নবীর উপর মর্যাদাদান করা হয়েছেঃ (১) আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী দান করা হয়েছে। (২) সন্ত্রম দানে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) গণীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (৪) আর পৃথিবীর মাটিকে আমার জন্য মসজিদ করে দেয়া হয়েছে এবং তায়াম্মাম করে পবিত্র হওয়ার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। (৫) আমাকে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। (৬) আর আমার দ্বারা নবীগণের আগমন খতম করে দেয়া হয়েছে।"[১১]

বর্ণিত হাদীসে ছটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সকল নবী রাসূলের মাঝে উক্ত ছয় বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে বলে বলা হয়েছে। গণিমত তথা যুদ্ধে বিজয়লব্ধ মালামাল পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য হালাল ছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের তোফায়েলে একমাত্র তাঁর প্রতি অনুগ্রহ

www.pathagar.com

প্রদর্শনপূর্বক গণিমতের মাল হালাল করা হয়। পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা নির্দিষ্ট উপাসনালয়ে গিয়ে উপাসনা করতে পারত। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মাদীতে যে কোন পবিত্র স্থানে নামায আদায় করার বৈধতা রয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত একমাত্র পানি দ্বারা পবিত্রতা লাভ করতে পারত। উম্মতে মুহাম্মাদী পবিত্র মাটি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন করে ইবাদত বন্দেগী করতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্ভ্রম দুশমনদের অন্তরে প্রোথিত ছিল। অন্য কোন নবীর ভয়ে বিরুদ্ধবাদীরা এত বিচলিত হত না। এরূপে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহতাআলা গায়বীভাবে সাহায্য করেছেন। আর তিনি ছিলেন নিরক্ষর। তবু তার মুখনিঃসৃত অমীয় বাণী শিক্ষিত মহলকে চমৎকৃত করে। অল্প বাক্যে বিশদ ভাব সম্প্রসারিত হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মুখের ভাষায়। তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতি রসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। অন্যান্য নবী রাসূলগণ গোত্রবিশেষে বা অঞ্চলভিত্তিক নবী রাসূল ছিলেন। তারা ব্যাপকভাবে সকলের জন্য নবী রাসূল হয়ে আসেননি। রিসালতের ব্যাপকতা একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তিনি সকলের নবী। জিন-ইনসান নির্বিশেষে তিনি সকলের নবী। এ অর্থে তিনি শেষ নবীও বটে। তাঁর পর নবী আসার অবকাশ থাকলে তিনি সকলের নবী হতে পারেন না। এ অর্থকে সন্দেহাতীত করে হাদীসটির সর্বশেষ বাক্যে বলা হয়-ওয়া খুতিমাবিয়ান নাবিয়্যুন। অর্থাৎ "আর আমার দ্বারা নবীগণের আগমন খতম করে দেয়া হয়েছে।" কাজেই "খাতামান্ নাবিয়্যীন" এর অর্থ দাঁড়ায়-ওয়া খুতিমাবিয়ান্ নাবিয়্যুন বা আমার দ্বারা নবী আগমনের পথ শেষ হয়ে গেছে। হাদীসটির বর্ণনা বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর আর কোন ব্যক্তি নবী হয়ে আসবেন না। যদি তা মেনে নেয়া না হয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোনরূপ বৈশিষ্ট্য থাকে না। অথচ হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যরূপে তাঁর উপর নবুয়্যত খতম হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) নবী করীম (সাঃ) এর পর কোন নবীর প্রয়োজন নেই বলে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটিতে বলা হয় নবী করীম (সাঃ) এর পর খলীফাগণ আসবেন। তারাই উম্মতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। কোন নবীর আগমন হবে না।

قال النبى صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء

নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ "নবীগণ বনি ইসরাইলদের দেখাশুনা করতেন। যখনই কোন নবীর ওফাত হতো অন্য নবী তাঁর স্থান পূরণ করতেন। আর সন্দেহ নেই

www.pathagar.com

যে, আমার পর আর কোন নবী হবে না। অবশ্য খলিফাগণের আগমন হবে।"[১২]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হাদীসের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নিকট কোন দুর্বল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতো না। তিনি নবুয়্যত ও রিসালতের সমাপ্তি ঘটেছে বলে এক বর্ণনার উল্লেখ করেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "নিশ্চয় রিসালাত ও নবুয়্যত এর সমাপ্তি ঘটেছে। অতএব, আমার পর কোন রাসূলের আগমন হবে না, কোন নবীরও আগমন হবে না।"[১৩]

এ বর্ণনায় কোনরূপ হেঁয়ালিপনার স্থান নেই। স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) এর পর নবুয়্যত ও রিসালতের অবসান ঘটেছে। নবুয়্যত সমাপ্ত। তাই আর কোন নবীর আগমন হবে না। অনুরূপ রিসালতেরও সমাপ্তি ঘটেছে। তাই কোন রাসূলেরও আগমন হবে না।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাবুক যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আলী (রাঃ) প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করেছেন যে, তাবুক যুদ্ধে খোদ নবী (সাঃ) সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এদিকে মদীনা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যেতে পারছিলেন না। মদীনার অভ্যন্তরে মুনাফিক ও বাইরের বস্তিসমূহে ইয়াহুদীরা সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। একমাত্র খয়বর বিজেতা হযরত আলী (রাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ মদীনা রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বলে নবী করীম (সাঃ) তখন খুঁজে পাননি। তাই তিনি হযরত আলী (রাঃ)কে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মুনাফিকরা নবীশূন্য মদীনায় কিছু একটা ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করার জন্য নানা অজুহাত দেখিয়ে তাবুকের যুদ্ধে যায়নি। কিন্তু হযরত আলী শেরে খোদার উপস্থিতি তাদের পথের বাধা ছিল। তাই তারা হযরত আলীকে তাবুক সমরে গমনে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে প্রচারণা চালায়। তারা বলে বেড়ায় ঃ নবী করীম (সাঃ) আলীর প্রতি বিরূপ। তাই তিনি আলীকে সাথে নেননি। মহিলাদের দেখাশোনার জন্য পেছনে রেখে গেলেন। এসব অপপ্রচারে মহাবীর হযরত আলী সমরোপকরণ নিয়ে সফররত নবী করীম (সাঃ) এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। আর মুনাফিকদের প্রচারণার উল্লেখ করে তাবুক সমরে যোগদানের ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, মদীনার হেফাজতের গুরুত্ব অধিক। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি তাঁকে পেছনে রেখে যাচ্ছেন। হযরত মুসা আলায়হিস সালাম তূর পর্বতে গমনকালে বনি ইসরাইলগণকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়ে যান। তিনিও তাঁকে অনুরূপ দায়িত্ব পালনে স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছেন। হযরত আলী (রাঃ)কে লক্ষ্য করে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ

www.pathagar.com

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبى بعدى -

তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে হযরত মূসার স্থলে হারুণের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছ। ব্যতিক্রম হলো আমার পর কোনরূপ নবী নেই।[১৪]

হযরত মুসা (আঃ) যখন তূর পাহাড়ে গমন করেন তখন তিনি হয়ত হারুণকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। হযরত হারুণ ছিলেন তাঁর সহকারী। হযরত হারুণ (আঃ) এর সাথে তুলনা করার ফলে হযরত আলীকে কেউ হয়ত হারুণ আলায়হিস সালামের ন্যায় নবী বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারত। এরূপ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে নবী করীম (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, "ব্যতিক্রম হলো আমার পর আর কোন নবী নেই।" হাদীসটির সর্বশেষ বাক্যঃ 'ইল্লা আন্নাহু লা নাবীয়্যা বাআদী'–ভ্রান্তি নিরসনের জন্য যুক্ত করেন খোদ নবী করীম (সঃ)। এরূপে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে খতমে নবুয়্যতের বিষয়টি পরিষ্কার করে বর্ণনা করে গেছেন। কাজেই নবী করীম (সাঃ) এর পর কোনরূপ নবীর অলীক ধারণা পোষণ হাদীস কুরআনসম্মত নয়। আর এরূপ ব্যাখ্যা স্বয়ং করীম (সাঃ) এর উপরে উল্লেখিত ব্যাখ্যার সাথে সংঘর্ষিক ও বিরোধপূর্ণ হবে যা কোনক্রমে গ্রহণ করা যায় না।

প্রমাণ সূত্র

১· বুখারী শরীফঃ কিতাবুল মানাকিব, খাতামুন্ নাবিয়্যীন অধ্যায়।
২· তাফ্সীর ইবনে কাসীরঃ ৩য় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা।
৩· তাফ্সীর ইবনে কাসীরঃ ৩য় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা।
৪· মুসলিম শরীফঃ ২য় খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা, খাতামুন্ নাবিয়্যীন অধ্যায়।
৫· বুখারী শরীফঃ ১ম খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা, খতমে নবুয়্যত অধ্যায়।
৬· বুখারী শরীফঃ ১ম খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা,
৭· বুখারী শরীফঃ ১ম খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা,
৮· বুখারী শরীফঃ ১ম খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা,
৯· তাফসীর ইবনে কাসীরঃ তৃতীয় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা।
১০· তাফসীর ইবনে কাসীরঃ তৃতীয় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা।
১১· তাফসীর ইবনে কাসীরঃ তৃতীয় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা।
১২· বুখারী শরীফঃ কিতাবুল্ মানাকিব, বনি ইসরাইল প্রসঙ্গ।
১৩· মুসনাদ–ই–আহমাদঃ হযরত আনাস ইবন মালিকের বর্ণনাসমূহ। তিরমিজী শরীফঃ আর্‌রুইয়া অধ্যায়, নবুয়্যত সমাপ্তির বিবরণ প্রসঙ্গ।
১৪· বুখারী–মুসলিমঃ ফাজায়েলে সাহাবা অধ্যায়।

www.pathagar.com

ইসলামের ইতিহাসে শিয়া ও সুন্নী সমাজ

ইসলামের প্রথম যুগে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের পর খেলাফতের প্রশ্নে সাহাবাগণ (রাঃ) শুরুতে দু'মতের অনুগামী ছিলেন। আনসারগণ তাদের মধ্য হতে খলিফা নিযুক্ত করার পক্ষপাতি ছিলেন। সাকীফায়ে বনুসায়াদায় তাঁরা এ উদ্দেশ্যে জমায়েত হন। তাঁদের একজন বলেনঃ মিন্না আমীরুন ওয়া মিনকুম আমীরুন-অর্থাৎ তোমাদের (মুহাজিরদের) পক্ষ হতে একজন এবং আমাদের (আনসারদের) পক্ষ হতে একজন আমীর নিযুক্ত করা হোক। এ প্রস্তাব কেউ সমর্থন করেনি। অবশেষে আলোচনার পর হযরত আবুবকরের হাতে বায়আত অনুষ্ঠিত হয়। এ বায়আতকে অকস্মাৎ বায়আত বা ফাল্‌তাতান বায়আত বলা হয়েছে হাদীসে।[১] পরে অবশ্য সাধারণ বায়আত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদে নববীতে। এ বায়আতে আম্মাতেও কিছুসংখ্যক সাহাবী অংশ নেননি। হযরত আলী (রাঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি হযরত আবুবকরের (রাঃ) হাতে বায়আত করেন। তাঁর পক্ষের লোকেরাও তাঁকে অনুসরণ করে। তখন থেকেই আলী সমর্থক তথা শিয়ানে আলীর উৎপত্তি।[২]

পরে ইতিহাসের ক্রমধারায় আলী সমর্থকগণ তাদের অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ইসলামের প্রথম যুগে আলী সমর্থকদেরকে 'রাজনৈতিক উপদল' হিসেবে দেখা হত। জমালের যুদ্ধে তাঁরা তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেন। অনন্তর কারবালা প্রান্তরে মজলুম অবস্থায় সপরিবারে হযরত ইমাম হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করলে স্বতন্ত্রভাবে শিয়া সম্প্রদায় নিজ ধ্যান ধারণায় আত্মপ্রকাশ করে। কিছু কিছু বিষয়ে শিয়া-সুন্নী মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু খতমে নবুয়্যতের প্রশ্নে উভয় দলের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। আমরা খতমে নবুয়্যত প্রশ্নে সুন্নী আলেম ওলামা ও তাফসীরকারদের বক্তব্য পেশ করব। আর শিয়া আলেমগণের অভিমতও ব্যক্ত করব। এতে প্রমাণিত হবে যে, ইসলামের কোন ফের্কাই খতমে নবুয়্যতের ব্যাপারে দ্বিমত রাখে না। যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর নতুনভাবে নবী আসার আকীদা পোষণ করে তারা সর্বসম্মত মতে ইসলাম হতে খারিজ।

শিয়া-সুন্নী তাফসীরকার ও আলেমগণের মতামত

সূরা আহযাবের "খাতামুন নাবিয়্যান"[৩] আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সুন্নী তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) নবুয়্যত সমাপ্তিকে আল্লাহর খাস রহমত

www.pathagar.com

বলে উল্লেখ করে বলেনঃ

..... والاحاديث فى هذا كثيرة - فمن رحمة الله تعالى بالعباد ارسال محمد صلى الله عليه وسلم اليهم ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له- وقد اخبر الله تبارك وتعالى فى كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم فى السنة المتواترة عنه انه لانبى بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهوكذاب افك ضال مضل دلو تحرق وشعبذ واتى بانواع السحرو والطلاسم والنير نجيات فكلها محال وضلال عند اولى الالباب كما اجرى الله سبحانه وتعالى على يد الاسود العنسى باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة الاحوال الفاسدة والاقوال الباردة ما علم كل ذى الب و فهم وجحى انهما كاذ بان ضالان لعنهما الله وكذالك كل مدع كذلك الى يوم القيامة حتى يختتموا بالمسيح الدجال، فكل واحد من هو لاء الكذابين يخلق الله تعالى من الامورما يشهد العلماء واالمؤمنون بكذب من جاء بها- وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه فانهم بضرورة الواقع لايأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر الا على سبيل الاتفاق ادلما لهم فيه من المقاصد الى غيره ويكون فى غاية الافك والفجور فى اقوالهم وافعالهم كما قال تعالى : هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم الاية -

وهذا بخلاف الانبياء عليهم الصلوة السلام فانهم فى غاية البر والصدق والرشد والاستقامت والعدل فيما يقولونه ويأمرون به

www.pathagar.com

وينهون عنه مع مايؤيدون به من الخوارق للعادات والادلة الواضحات والبراهين الباهرات فصلوات الله وسلام عليهم دائمًا مستمرا ما دامت الأرض والسموات (ابن كثير ج٣ ص٤٩٤)

"নবুয়্যত সমাপ্তির বিষয়ে বহু হাদীস রয়েছে। অতএব, বান্দার প্রতি আল্লাহতায়ালার করুণা হলো তাদের নিকট মুহাম্মদ (সাঃ)কে রাসূল করে পাঠানো। অতঃপর তাদেরই স্বার্থে তিনি রাসূলকে মর্যাদাবান করেছেন, তাঁর আগমনের দ্বারা সকল নবী-রাসূলের আগমনকে সমাপ্ত করে দিয়েছেন। আর সরল ধর্ম (দীন-ই হানীফ)কে তাঁর দ্বারা পূর্ণতা দান করেন। আর নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তাঁর গ্রন্থে এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) তাঁর তরফ হতে মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত সুন্নার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরপর আর কেউ নবী হবে না। যেন লোকেরা অবগত হয় যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরে যেই এ স্থান (নবুয়্যত) লাভের দাবী করবে সে হবে মিথ্যুক, চরম কপটাচারী, ভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত পথের পথিক। যদিও আগুনে প্রবেশ করে দেখায়, ভেলকিবাজী দেখায় আর নানারূপ যাদুপ্রয়োগ ও অবাক করে দেয়ার মতো তিলিসমাতি এবং হাতের ছাফাই প্রদর্শন করে। এ সবই জ্ঞানীদের নিকট মিথ্যা, ভ্রষ্টতা। ইয়ামেনে আসওয়াদ আনাসী এবং ইয়ামামা অঞ্চলে মুসায়লিমা কাজ্জাব দ্বারা আল্লাহতায়ালা অনুরূপ বিভ্রান্তিকর আচরণ ও অন্তসারশূন্য বাক্যাবলীর প্রকাশ করিয়েছেন। তারা উভয়ই যে মিথ্যাবাদী এবং গুমরাহ ছিল সকল জ্ঞানী-গুণী সমঝদার তা অবগত ছিলেন। আল্লাহ ঐ মিথ্যাচারীদের উপর লানত বর্ষিত করুন। অনুরূপ মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত হবে তারা সবাই যারা অনুরূপ পদবীর (নবুয়্যতের) দাবীদার হবে। শেষাবধি মিথ্যা দাবীদারদের সর্বশেষে জাহান্নাম হবে মসীহ দজ্জালের। এ সকল মিথ্যাবাদীর হাতে আল্লাহতায়ালা নানারূপ ব্যাপার প্রকাশিত করবেন। আলেম-ওলামা ও ঈমানদারগণ সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা যা প্রদর্শন করবে তা সবই অলীক। তাদের কার্যকলাপ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা বলে গণ্য হবে। তাই বাস্তবতা হলো এরূপ মিথ্যাবাদীরা কোন কল্যাণ কাজে আদেশ দান এবং গর্হিত কর্মে নিষেধ করবে না। তবে, মুখ রক্ষার্থে অথবা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্ত কদাচ তা করে থাকবে। এরা কথায় ও আচরণে চরম মিথ্যাবাদী ও নাফরমান চরিত্রের হবে। আল্লাহতায়ালা এদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

هَل أُنَبِّئُكُم علىَ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ؟ تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أفَّاكٍ أثِيم - الآية -

"তোমাদের সচেতন করে দেয়ার জন্য কি জানাব যে, শয়তানগণ কার প্রতি আকৃষ্ট হয়? তারা চরম কপটাচারী পাপীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।"

www.pathagar.com

এ চরিত্র আম্বিয়াদের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা ছিলেন তাদের কথায়, নির্দেশদানে, নিষেধ করার ক্ষেত্রে, সৎকর্ম সম্পাদনে, সত্যে, সুবুদ্ধিমত্তায় এবং অবিচলতা ও ন্যায়পরায়ণতার চরম শিখরে উন্নীত। তদুপরি তাদের হাতকে মজবুত করা হয়েছিল অলৌকিক ঘটনাদি, স্পষ্ট প্রমাণ ও সন্দেহাতীত অকাট্য সাক্ষ্য এবং নির্দেশনাদির দ্বারা। অনন্তর তাদের প্রতি সর্বদা হতে থাকুক আল্লাহর রহমত ও করুণা যতদিন অসমানও এ পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকে।"[৪]

বিশ্লেষণ ঃ আমরা এখানে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ)-এর বক্তব্যের বিশ্লেষণ করতে চাই। তাঁর উল্লেখিত বক্তব্য অতীব গুরুত্ব রাখে বলে তা করা আবশ্যক।

আল্লামা ইবনে কাসীর ইসমাইল দামেস্কী তাফসীর ও হাদীসের বরেণ্য ইমাম ছিলেন। তিনি "খাতামুন নাবিয়্যান" আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। তাঁর মন্তব্যে সত্য ও মিথ্যা নবীর পরিচয় মিলে। আর নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে সর্বশেষ নবী তা প্রতিপন্ন হয়। কুরআন দ্বারা এবং অকাট্য মজবুত সূত্রে খোদ নবী করীম (সাঃ) এর হাদীস দ্বারাও এ কথা সাব্যস্ত হয়। সূরা আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতে এ বক্তব্য সুস্পষ্ট। এছাড়া কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও নবী করীম (সাঃ) এর সর্বশেষ নবী হওয়ার প্রমাণ মিলে। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

وَمَا اَرسَلنَكَ اِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِن اَكثَرَ النَّاسِ لاَيعلَمُونَ - (سوره سبا : ٢٨)

"আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"।[৫] (সূরা সাবাঃ ২৮)

قُل يَاَيُّهَاالنَّاسُ اِنِّى رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيكُم جَمِيعًا نِ الَّذِى لَه مُلكُ السَّمٰوات وَالارض ج لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ يُحِى وَيُمِيتُ ص فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَاتَّبِعُوه لَعَلَّكُم تَهتَدُون (سورة الاعراف : ١٥٨)

"বল হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসূল যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ ও তার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও"।[৬] (সূরা আরাফঃ ১৫৮)

প্রথমোক্ত আয়াতে সকল মানুষের প্রতি নবী করীম (সাঃ) আল্লাহর রাসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছেন বলে খোদ আল্লাহতায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতে এ

www.pathagar.com

কথাই নবী (সাঃ) এর দ্বারা ঘোষণা করিয়েছেন। প্রথমোক্ত আয়াতে 'কাফ্ফাতান্' এবং দ্বিতীয় আয়াতে 'জামীআন' শব্দ এসেছে। উভয়ের অর্থ একই অর্থাৎ সকল। যিনি সকলের রাসূলরূপে এসেছেন তিনি সকলেরই নবী ও রাসূল হবেন এ সরল কথাটি বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুতঃ কেউ শেষ নবী–রাসূল না হলে সকলের নবী–রাসূল হতে পারেন না। কারণ পরবর্তী কে নবী মানা হলে তার অনুকরণ করতে হবে। অথচ দ্বিতীয় আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে। আর একমাত্র নবী (সাঃ) কে অনুরসণ করা তখনই সম্ভব যখন তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না। বস্তুতঃ নবী–রাসূলের আগমন তাদেরকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে ঘটে থাকে। আল্লাহতায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

وَمَا أَرسَلنَا مِن رَّسُولٍ اِلاَّ لِيُطَاعَ بِاذنِ اللهِ - سورة النساء ٦٤)

"সকল রাসূলকেই আল্লাহর হুকুম মেনে অনুসরণ করবার জন্য পাঠিয়েছি।"[৭]

(সূরা নিসা ঃ ৬৪)

কাজেই সকল মানুষের জন্য যিনি নবী রাসূল হয়ে এসেছেন একমাত্র তাকে অনুসরণ করতে হবে। এটাই আল্লাহর হুকুম। আর এ মর্যাদা একমাত্র বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। তাই তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে। আর তিনি আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী– শেষ নবী।

পূর্বোক্ত আয়াতে বলা হয়ঃ যে আল্লাহর রয়েছে আসমান ও জমিনের মালিকানা তার পক্ষ হতে নবী করীম (সাঃ) সকল মানুষের জন্য রাসূল হয়ে এসেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহতায়ালার মালিকানার পরিধি যত প্রশস্ত নবী করীম (সাঃ)–এর নবুয়্যতের ব্যাপ্তিও অনুরূপ। কাজেই আল্লাহতায়ালার কর্তৃত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লামের নবুয়্যতও স্থাপিত। কাজেই এরূপ ব্যাপক পরিধিও বিস্তৃতির অধিকারী নবী যিনি তিনিই হলেন শেষ নবী। যার পর অন্য কারো নবুয়্যত বিস্তারের অবকাশ নেই।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) উপরে বর্ণিত মন্তব্যে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত সনদে খতমে নবুয়্যতের প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছি। হাদীস গ্রন্থসমূহে আরও বহু বর্ণনা দ্বারা খতমে নবুয়্যতের প্রমাণ মিলে। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা তা উল্লেখ থেকে বিরত হলাম। যথাস্থানে সম্মানিত পাঠক তা দেখে নিতে পারেন। আলেমগণ স্বতন্ত্রভাবে খতমে নবুয়্যতের হাদীস সংকলিত করেছেন। খতমে নবুয়্যত প্রসঙ্গের হাদীসগুলো সামগ্রিক অর্থেও মুতাওয়াতির। বর্ণনাসূত্র ও প্রণালী অধিক হলে একপর্যায়ে হাদীসগুলো সন্দেহাতীত হয়ে যায়। এরূপ বর্ণনাসমূহকে মুতাওয়াতির বা অধিক সূত্রে বর্ণিত বর্ণনা বলা হয়। কেউ এরূপ বর্ণনা অস্বীকার করলে বা তা দ্বারা যা সাব্যস্ত হয় তা না মানলে

www.pathagar.com

ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যায়।[৮] খতমে নবুওয়্যতের ব্যাপারটি অনুরূপ। তাই যারা খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী নয় তারা ইসলামের গণ্ডির ভিতরে অবস্থান করে না।

সত্য ও মিথ্যা নবীর পার্থক্য

আল্লামা ইবনে কাসীর সত্য ও মিথ্যা নবীর পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মিথ্যা নবীরা ভ্রান্তপথের দিশারী হয়। তাদের দ্বারা মহৎ কাজ কদাচ সম্পাদিত হয়। ন্যায় আদেশ অন্যায়ে নিষেধ তাদের দ্বারা হয় না। তারা কপট চরিত্রের থাকে। তাদের বাক্যাদি অন্তঃসারশূন্য হয়। তাদের মাঝে চারিত্রিক দুর্বলতা থাকে। সাজাহ নাম্নী এক মহিলা মিছামিছি নবুয়্যতের দাবী করে বসে। তখন ইতিহাস বিখ্যাত মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীদার মুসায়লিমার যুগ। তারা একবার একত্রিত হয়। মিলন পর্বে তারা যে কাণ্ড করে আল্লামা তাবারী তা বর্ণনা করেছেন।[৯] আমরা এখানে তাদের অশ্লীল কার্যকলাপ উল্লেখ করলাম না। তবে মুসায়লিমা কাজ্জাবের প্রতিকৃতকল্পিত অহীর নমুনা পেশ করলাম। তার উপর নাকি বেঙ সম্পর্কে অহী নাযিল হয়। উক্ত অহীতে বলা হয়ঃ

ياضفدع بنت ضفد عين لحسن تنقنعين لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين، امكثى فى الارض حتّى يآتيك الخفاش بالخبر اليقين

–

"হে দু বেঙের মেয়ে! তুই যে, কুলুকুলু শব্দ তুলে থাকিস কতই না সুন্দর। তুই পানি পানকারীকে বাধা দিস না। পানি ঘোলা করিস না। মাটির তলে চুপ করে অবস্থান কর। তোর নিকট অবশেষে চামচিকা সঠিক খবর পৌঁছে দেবে।"[১০]

লক্ষ্য করুন এহেন ঐশীবাণীর কি মূল্য আছে? বেঙর নবী সেজে এ মিথ্যাবাদী বেঙের সমস্যার সমাধান দিচ্ছে। অর্থাৎ মাটির তলায় মৃত্যুবরণ করার পথ দেখাচ্ছে। এরূপ কথাকেই আল্লামা ইবনে কাসীর অন্তঃসারশূন্য বাক্যাবলী বলে উল্লেখ করেছেন।

তার আর একটি অহী লক্ষ্য করুন।

لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم لا يعدلون ·

"আরবের মাটির অর্ধেক আমাদের। আর অর্ধেক কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশগণ ন্যায় বিচার করল না।"[১১] পাঠক মহোদয় লক্ষ্য করুন। এ তথাকথিত ঐশী বাণীতে (?) আরবের দুটি গোত্রের মাঝে আরব ভূমিকে ভাগাভাগি করে নেয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত

www.pathagar.com

হয়েছে। যেন দেশজয়ের লড়াইর সন্ধিপত্র হল মুসায়লিমার অহী(?)। মানবতার কল্যাণচিন্তা না করে গোত্রীয় ভাগ-বাটোয়ারার চিন্তায় অস্থির মিথ্যা নবীর ঐশীবাণী। বলাবাহুল্য মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানীর অহীও অনুরূপ অন্তঃসারশূন্য।[১২] আর তার চারিত্রিক জীবনও কালিমাচ্ছন্ন ছিল। মুহাম্মদী বেগমের কেলেংকারী তার জীবনে এরূপ স্বাক্ষর রেখেছে।[১৩]

যাদু টোনা ও ফেরেববাজীর ইন্দ্রিয়জালে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে অনেক কিছু করা যায়। নবীর মুজিযা ও যাদুকরের কর্মকাণ্ডের মাঝে তফাত করা অনেক সময় সাধারণ মানুষের জ্ঞানে ধরে না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবন্ত মুজিজারূপে কুরআন উপস্থাপিত করেছে।[১৪] আখেরী যামানায় দজ্জালের আগমন ঘটবে। দাজ্জাল অলৌকিক কাণ্ড দেখাবে। তাই বলে তাকে সত্য বলে গণ্য করা যাবে না। মুর্দা জিন্দা করে দেখাবে। মদীনার জনৈক ব্যক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। পুনরায় তাকে জীবিত করবে। আর বলবে দেখ এখন কি মনে হয়? আমি কি খোদা নই? লোকটি বলবে তুই যে দাজ্জাল এখন আমার মনে সে সম্পর্কে আরও অধিক প্রত্যয় জন্মেছে। এরূপ শক্তির কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।[১৫] এতে বুঝা যায় কোন ব্যক্তি শরীয়তের বিরুদ্ধে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেও তা বিশ্বাস করা যাবে না। কুরআন ও সুন্নার বক্তব্য বিশ্বাস করতে হবে। মুসায়লিমা কাজ্জাব ও আসওয়াদ আনাসীরা কম করেনি। নানা উপায়ে লোকজনকে বিভ্রান্ত করেছে। অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছে। তবু সাহাবাগণ এ সবে বিশ্বাস করেননি। তাদেরকে হত্যা করেছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (রহঃ) তাই বলেছেন যে, আগুনে প্রবেশ করে দেখালেও নবুয়্যতের দাবিদারের কথা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ শরীয়তের স্পষ্ট বক্তব্য যে, নবী করীম (সাঃ) এর পর আর কোন নবী নেই। এমতাবস্থায় নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীদার অলৌকিক কর্ম করে দেখালেও তা যাদুমন্ত্র ও নজর বন্দীর কারসাজি বলে গণ্য হবে। যেমন মহা প্রবঞ্চক দাজ্জাল এসে মৃতকে জীবিত করেও দেখাবে।

তাফসীর মাজমাউল বায়ান

শিয়া মাজহাবের অনুসারী শায়খ আবু আলী ফজল ইবনে হাসান তাবরাসী তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআনে "খাতামান্নাবিয়্যীন" আয়াতাংশের তাফসীরে বলেন ঃ

.....(وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) اى وآخر النبيين ختمت النبوة به فشر يعته باقية الى يوم الدين وهذا فضيلة له صلوات اللّٰه عليه و اله اختص بها من بين سائر المرسلين.

www.pathagar.com

– আর "খাতামান্‌নাবিয়্যীন" অর্থ হলো সর্বশেষ নবী। মুহাম্মদ (সাঃ)–এর মাধ্যমে নবুয়্যত খতম করে দেয়া হয়েছে। তাই তাঁর শরীয়ত প্রতিদান দিবস (কেয়ামত) পর্যন্ত বাকি থাকবে। রাসূলগণের মধ্যে তিনিই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।"[১৬]

তাফসীরকার এখানে খতমে নবুয়্যতের অর্থ করেছেন–সর্বশেষ নবী বা আখেরী নবী। আর আখেরী নবীর অর্থ করেছেন–নবী করীম (সাঃ)–এর দ্বারা নবুয়্যত খতম করে দেয়া হয়েছে। কাজেই তাঁর আনীত শরীয়তই হচ্ছে সর্বশেষ খোদায়ী বিধান যা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। এর অর্থ দাঁড়ায় তাঁরপর অন্য নবীর প্রয়োজন নেই। শরীয়তে মুহাম্মাদীর পর আর কোন শরীয়ত নেই। খতমে নবুয়্যতের অর্থ আরও পরিষ্কার করে দেয়ার জন্য উক্ত তাফসীরকার এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন ঃ

وصح الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: انما مثلى فى الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاكملها وحسنها الاموضع لبنة فكان من دخل فيها نظر اليها قال: ما احسنها الاموضع هذه اللبنة قال صلى الله عليه وسلم فانا موضع اللبنة ختم بى الانبياء واوردها البخارى و مسلم فى صحيحهما)

– জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি নবী করীম (সাঃ)এর নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নবীগণের মাঝে আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ঘর নির্মাণ করলো। ঘরটিকে পরিপূর্ণভাবে নির্মাণ করলো এবং অতিসুন্দরভাবে সাজাল। কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখে দিল। যেই ঐ ঘরে প্রবেশ করে ঘরটিকে দেখে আর বলে কতই না সুন্দর করে বানিয়েছে ; কিন্তু এ ইটের স্থান পূরণ করেনি। অতএব, আমি ঐ ইটের স্থান। আমার দ্বারা নবীদের আগমন খতম করে দেয়া হলো। বর্ণনাটি বুখারী ও মুসলিম তাঁদের হাদীসগ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করেছেন। [১৭]

লক্ষণীয় যে, এখানে শিয়া মতাবলম্বী তাফসীরকার বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থের বরাত দিয়ে খতমে নবুয়্যতের ব্যাখ্যা করেছেন। শিয়াগণ খতমে নবুওয়্যতের ব্যাপারে সুন্নীদের সাথে মতপার্থক্য রাখে না বলেই তাঁদের তাফসীর গ্রন্থে সুন্নীদের কিতাবের হওয়ালা দিয়ে কথা বলেছেন। আর শিয়া তাফসীরকার আলোচ্য হাদীসকে বিশুদ্ধ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

তাফসীর–ই–শুব্বার

শিয়া তাফসীরকার আল্লামা সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ শুব্বার তাঁর রচিত 'তাফসীরুল কুরআনিল কারীম' গ্রন্থে বলেন ঃ

(وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) ومنه انه لانبى بعده

'খাতামাননাবিয়্যীন' প্রসঙ্গে খোদ নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাঁরপর আর কোন নবী নেই।[১৮]

আত্তিবইয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন

আল্লামা তূসী হলেন শিয়া আলেমদের মাঝে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর লকব হলো শায়খুত তায়িফা বা শিয়া সম্প্রদায়ের শিরোমণি তিনি তাঁর উক্ত তাফসীরে 'খাতামান্নাবিয়্যীন'–এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

(وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) اى آخر هم، لانه لا نبى بعده الى يوم القيامة ..... وقيل انما ذكر (وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) ههنا لان المعنى ان من لا يصلح بهذا النبى الذى هو آخر الانبياء فهو مأيوس من صلاح من حيث انه ليس بعده نبى يصلح به الخلق –

– "খাতামান্নাবিয়্যীনের" অর্থ হলো নবীদের সর্বশেষ ব্যক্তি। কারণ তাঁরপর আর কোন নবী নেই কিয়ামত পর্যন্ত ..... বলা হয় যে, এখানে (পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রশ্নে) "খাতামান্নাবিয়্যীন" উল্লেখ করার তাৎপর্য হলো, যে ব্যক্তি এ নবীর দ্বারা শোধরালো না অথচ তিনি হলেন শেষ নবী, তার শোধরানোর আশা করা যায় না। কেননা, তাঁর পর আর কোন নবীর আগমন হবে না – যাঁর দ্বারা সৃষ্টিকুলের সংশোধন হতে – পারে।[১৯]

আল্লামা তূসী এখানে খাতামুন্নাবিয়্যীনের অর্থ করেছেন– নবীদের সর্বশেষ ব্যক্তি। যাঁরপর কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী আসবেন না। তিনি এখানে একটি প্রশ্নের জবাব দান করেছেন। প্রশ্নটি উহ্য। এখানে আলোচনা চলছে পোষ্য পুত্রকে আসল পুত্রের মর্যাদা দান করার বিষয়ে। এখানে শেষ নবী বা 'খাতামুন্নাবিয়্যীন'–এর আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এর জবাব হলো যে, কোন সামাজিক প্রথা উচ্ছেদ করতে হলে নবী কর্তৃক তা করানো হয়। শেষ নবীর আগমনে এরূপ প্রথা উচ্ছেদ করা না গেলে তা উচ্ছেদ করার বিকল্প আর কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ শেষ নবীর পর কোন নবীর আগমন হবে না যিনি এরূপ প্রথা বা সমাজাচারের সংশোধন করতে পারেন। কাজেই

www.pathagar.com

খাতামান্‌নাবিয়্যীন বা শেষ নবী হওয়ার কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। শেষ নবীর পর যেহেতু আর নবী আসবেন না তাই তাঁকে দিয়ে পোষ্যপুত্রের স্ত্রী বিয়ে করার বৈধতা প্রমাণ করা হলো। আর পোষ্যপুত্রের সামাজিক প্রথা রহিত করে ইসলামী জীবনধারায় পূর্ণতা আনা হলো। আল্লামা তূসী বলেন ঃ فان تحريم زوجة الابن معلق بثبوت النسب فمن لانسب له لاحرمة لامرأته "ছেলের বউ বিয়ে করা হারাম হওয়াটা নির্ভর করে জন্ম-সূত্র (নছব) সাব্যস্ত হওয়ার উপর। যার নছব সাব্যস্ত নয় তার বউ অবৈধ বা হারাম হওয়ার কোন কারণ নেই।"[২০]

বিহারুল আনওয়ার

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ বাকির মাজলেসী শিয়া মুহাদ্দিসগণের মাঝে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। আল্লামা মাজলেসী বলে তিনি খ্যাত। ১১১১ হিঃ সনে তাঁর ওফাত হয়। হাদীস সংগ্রহে তাঁর সাথে শিয়া আলেমদের কতিপয় বিশেষজ্ঞ গবেষণার কাজে সাহায্য করেছেন। এরূপ লোকজন দ্বারা ঘটিত সংস্থাকে 'মজলিস' বলা হতো। বস্তুতঃ তা ছিল 'মাজলিসুল ওলামা' বা বিদ্বানগণের দ্বারা গঠিত জ্ঞান-সভা। বিহারুল আনওয়ার নামক হাদীস সংগ্রহটি উক্ত রূপ মাজলিসের গবেষণার ফসল। এ হাদীস সংগ্রহের ২১ নম্বর হাদীসে উল্লেখ করা হয় ঃ

عن ابى عبد الله عليه السّلام قال: ان بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه واله باى شيئ سبقت الانبياء وفضلت عليهم وانت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال : انى كنت اول من اقر بربى جل جلاله واول من اجاب، حيث اخذ الله ميثاق النبيين واشهدهم على انفسهم الست بر بكم قالوا : بلى فكنت اول نبى قال «بلى» فسبقتهم الى الاقرار بالله عزوجل

– আবি আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর সাদেক) (আঃ) বলেছেন ঃ জনৈক কোরাইশ গোত্রীর ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করে যে কি কারণে আপনি নবীগণের চেয়ে অগ্রগামী হতে পেরেছেন এবং তাঁদের উপর বিশেষ মর্যাদা পেয়েছেন অথচ আপনি প্রেরিত হয়েছেন সকল নবীর শেষে, তাদের পরিসমাপ্তি হয়েছে আপনার মাধ্যমে। উত্তরে তিনি বলেন ঃ আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহকে

www.pathagar.com

স্বীকার করেছে। আর যখন আল্লাহতায়ালা নবীদের প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন আর তাঁদেরকে সাক্ষী রেখে বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদের রব নই? তাঁরা বলেছিল ঃ হ্যাঁ, – তাই আমি হলাম প্রথম নবী যে হ্যাঁ বলেছে। তাই তো আমি আল্লাহকে স্বীকার করে নেয়ার ব্যাপারে সকল নবীর চেয়ে অগ্রগামী।[২১]

এ বর্ণনায় জানা যায় যে, নবী করীম (সাঃ) যে শেষ নবী ছিলেন এ তথ্য সকলেরই জানা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নবুয়্যত শেষ করে দেয়ার মর্যাদা লাভের কারণ কি তা প্রশ্নকারী জানতে চেয়েছিল। আর শেষ নবী হওয়ার গৌরব অর্জনের কারণস্বরূপ বলা হয় – তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহকে আলমে মীসাকে স্বীকার করেন। এ বিষয়ে তিনি অগ্রগামী ছিলেন। তাই তাঁকে শেষ নবী হওয়ার মর্যাদা দান করা হয়। তিনি হলেন আখেরুল আম্বিয়া, খাতামুন্নাবীয়্যিন।

প্রমাণ সূত্র

১· বুখারী শরীফ ঃ ১,০০৯ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ড।
২· তোহ্ফা–ই–ইস্না আশারিয়া ঃ শাহ্ আবদুল আযীয (রহঃ)।
৩· সূরা আহযাব ঃ ৪০ আয়াত।
৪· তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ৩য় খণ্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা।
৫· সাবা ঃ ২৮ আয়াত।
৬· আরাফ ঃ ১৫৮ আয়াত।
৭· নিসা ঃ ৬৪ আয়াত।
৮· তারীখে তাবারী ঃ ২৩৯ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড।
৯· তারীখুর রিদ্দাত ঃ ১১৮ পৃষ্ঠা।
১১· " " "
১২· " " "
১৩· সূরা বাকারা ঃ ২৩
১৪· আলামাতে কিয়ামত ঃ শাহ্ রফীউদ্দিন।
১৫· রিয়াযুস্সালিহীন ঃ প্রণীত আল্লামা ইয়াহ্য়া ইবনে শরফ নববী, কিতাবুল মানসূরাত ওয়াল মুলাহি ঃ ৬৫৩ পৃষ্ঠা, মুসলিম শরীফের বরাতে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস।
১৬· তাফসীর মাজমাউল বায়ান ঃ আয়াত খাতামান্নাবিয়্যীন, পৃষ্ঠা ৩৬২।
১৭· ঐ ঐ
১৮· তাফসীরুল কুরআনিল হাকীম ঃ রচিত আব্দুল্লাহ শুব্বার, আহযাব ঃ আয়াত ৪০।
১৯· আত্তিবয়ান ফী তাফ্সীরিল কুরআন ঃ ৩৪৯ পৃঃ
২০· ঐ – ৩৬১ পৃষ্ঠা।
২১· বিহারুল আনওয়ার ঃ ১৫তম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

খতমে নুবুয়্যত প্রসঙ্গে ইমাম মাতুরিদীর মতামত

সুন্নী জামাতের আকীদাগত ব্যাপারে দু'টি ধারা বিদ্যমান। ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদী এ দু'টি ধারার পথিকৃত। এ উভয় ধারা মতে নবী করীম (সাঃ) হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কোন নবীর আগমন হবে না। ইমাম আবুল মনুসর মাতুরিদী খতমে নবুয়্যতের উপর আলোকপাত করে বলেন ঃ

يقول الماتريدى استدلالاً على ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين: انه حيثما يقع التغير والتبديل فى دين الله وشريعته حتى يكاد يمحى آثاره وتدرس تعاليمه يمن الله على الناس فيبعث رسولا يحيى ذالك الدين ويظهره للناس على حقيقته -وعلى هذا بعث الله محمدا رسولا للعالم لاحياء الدين الحنيف و جعل القرآن اصلاً متيناله ثم وعد بحفظه الى يوم القيامة دون تحريف ولاتبديل- فلو طرى اى تغير فى هذه الشريعة بمرور الزمان لامكن معرفته و اصلاحه بالرجوع الى هذا الاصل القويم فلا داعى الى ارسال نبى بعده و يبقى هذاالدين بدون نسخ او تبديل الى فناء العالم-

"নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যে সর্বশেষ নবী তা প্রমাণিত করতে গিয়ে ইমাম মাতুরিদী বলেন ঃ যখন আল্লাহ্‌র দীনে এবং তাঁর শরীয়তে বিকৃতি এসে যায়, তা পরিবর্তন করে ফেলা হয়, ফলে দীনের নিদর্শনাদি বিলুপ্তির মুখোমুখি হয়, তার শিক্ষাসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষের প্রতি সদয় হন। আর রাসূল পাঠান। রাসূল এসে আল্লাহ্‌র দীনকে জীবিত করেন। আর মানুষের সামনে দীনের সঠিক রূপ তুলে ধরেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'য়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত জগতের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন। তিনি এসে নিখুঁত দীনকে জীবিত করেছেন। আর আল্লাহ্‌তা'য়ালা কুরআন শরীফকে দীনের বলিষ্ঠ বুনিয়াদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতঃপর তিনি পরিবর্তন ও বদলিয়ে দেয়ার হাত হতে কিয়ামত

www.pathagar.com

তক কুরআনকে রক্ষার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই কালান্তে যদি কখনো এই শরীয়তের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সূচিত হয় তবে তা চিনে নেয়ার এবং সংশোধন করার জন্য উপায় হলো–ঐ বুনিয়াদের শরণাপন্ন হওয়া। তাই নবী করীম (সাঃ)–এর পর আর কোন নবী পাঠানোর আবশ্যকতা নেই। আর এ দীন জগত ফানা হওয়া পর্যন্ত পরিবর্তনও বাতিল না হয়ে অক্ষত থাকবে।[১]

ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদী (রহঃ) বলছেন যে, পূর্ববর্তী শরীয়তে বিকৃতি সাধিত হলে তা সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা নবীগণকে পাঠাতেন। শরীয়তে মুহাম্মদীতে বিকৃতি আসলে তা সংশোধনের জন্য কোন নবী আসার প্রয়োজন হবে না। কারণ শরীয়তে মুহাম্মদীকে বিশুদ্ধ করার উপায় রয়েছে। তা হল কুরআন মজীদের প্রতি রুজু করা। কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত রাখা হবে বলে আল্লাহ্ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কাজেই কুরআন অবলম্বনে যে কোন পরিবর্তন ও বিকৃতির হাত হতে শরীয়তে মুহাম্মদীকে রক্ষা করার উপায় হবে। এ জন্য কোন নবী আসার প্রয়োজন হবে না। কুরআন অক্ষুণ্ন রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

اِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَاالذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

"নিশ্চয় নসীহত গ্রন্থ আমি নাযিল করেছি। নিশ্চয় আমি তার হিফাযত করব।"[২]

এ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে। এতে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। কুরআন অবিকৃত রাখার দায়িত্ব খোদ আল্লাহ্তায়ালা নিয়েছেন।

খতমে নবুয়্যতের অপরিহার্যতা বর্ণনা করে ইমাম আবুল মনসূর মাতুরিদী আরও বলেন ঃ

মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)–এর নবী হয়ে আসার পূর্বে প্রত্যেক উম্মতের জন্য পৃথকভাবে নবী রাসূল পাঠানোই ছিল আল্লাহ্ তায়ালার প্রজ্ঞা ও করুণার চাহিদা। তখন জাতিতে জাতিতে যোগাযোগ মুশকিল ছিল বিধায় পৃথক নবী পাঠানো হত। জাতিসমূহ যখন উন্নতির শিখরে ক্রমান্বয়ে আরোহণ করল আর তাদের মাঝে যোগাযোগের বহুবিধ পন্থা বেড়ে গেল এবং জাতিতে জাতিতে মেলামেশা সহজ হয়ে গেল তখন আল্লাহ্ তায়ালা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র জগতের জন্য রাসূল করে পাঠালেন। আর তাঁর প্রতি কুরআন কারীম নাযিল করলেন। কুরআন, আকীদা বিশ্বাস, শরীয়তের হুকুম আহকাম, আদব–কায়দা ও ফযীলতের যাবতীয় মৌলিক বিষয় সম্বলিত গ্রন্থ। মানুষ তাদের নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য যা দরকারী মনে করে তা সবই কুরআনে রয়েছে। আর এরূপ মূলনীতি অবলম্বন করে উম্মতে মুহাম্মদীর মুজতাহিদগণ/শাখা মাসআলা বের করার বিস্তর ক্ষেত্র পেয়ে গেলেন। প্রয়োজনে তাকে বুনিয়াদ বানিয়ে মাসআলা অনুসন্ধানের সুযোগ পেয়ে গেলেন। আর এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন নবী পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দেয়নি। আর

www.pathagar.com

এ জন্যই কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষনা করেছেন যে, তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা দীনকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। প্রসঙ্গতঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَااَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ و خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا-

"মুহাম্মদ তোমাদের কোন প্রাপ্ত বয়স্কের পিতা নয়। বস্তুতঃ তিনি হলেন আল্লাহ্র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ্ হলেন সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।"[৩]

আরও আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا-

"আজকে তোমাদের জীবন বিধান পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সমাপ্ত করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম।"[৪৫]

ইমাম মাতুরিদী (রহঃ)-এর বক্তব্য হল ঃ কুরআন মজীদ আল্লাহ্ তায়ালা অবিকৃত অবস্থায় রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তার প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন। কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। কুরআনই হলো ইসলামের মূল কিতাব যাকে অবলম্বন করে শরীয়তে মুহাম্মদী প্রতিষ্ঠিত। কালান্তে শরীয়তে মুহাম্মাদীতে বিচ্যুতি দেখা দিলে তা সংশোধন করার উপায় হিসাবে কুরআন শরীফকে সামনে রেখে উপায় বের করা যাবে। যেখানে কুরআন অক্ষতাবস্থায় রয়েছে সেখানে উম্মতের এসলাহের জন্য নবী পাঠানোর প্রয়োজন করে না। বরং কুরআনের বর্তমানে শরীয়তের বিশুদ্ধকরণের জন্য নবী পাঠানো অনর্থক কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে জ্ঞানতঃ গণ্য হবে। বস্তুতঃ বিগত জামানায় নবী-রাসূলের আগমন হত পূর্ববর্তী শরীয়তের বিকৃতি শোধরানোর জন্য। এ কাজ অর্থাৎ শরীয়তের বিকৃতি দূরীকরণ ও সংস্কার সাধন খোদ কুরআন অবলম্বনে করা যায়। তাই কুরআনের পর নবী আসার প্রয়োজন করে না। রইল সময়ের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাদির সমাধান বের করার প্রয়োজনের কথা। এ কাজ মুজতাহিদগণ কুরআন অবলম্বনে সমাধা করতে সক্ষম। তারা তা করে যাচ্ছেন বটে। তাই এখন নবী আসার কোন প্রয়োজন নেই। এটাই যুক্তিযুক্ত কথা।

ইমাম আবুল মনসুর মাতুরিদী (রহঃ)-এর কথার সমর্থন রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসেও। তিনি বলেছেন ঃ ওলামাউ উম্মাতী কাআম্বিয়াই

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

"আয়ূব ইবনে হারব বলেন, তিনি আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম জাফর সাদেক) (আঃ)কে বলতে শুনেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের নবীর দ্বারা সকল নবীদেরকে খতম করেছেন। অতএব, তাঁর পর আর কোন দিন কোন নবী আসবে না। আর তোমাদরে কিতাব আল কুরআন দ্বারা যাবতীয় কিতাবের সমাপ্তি ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব, অতঃপর আর কোন কিতাব আসবে না।"

বর্ণনাটি অব্যর্থ। আবু আব্দুল্লাহ বলেছেন ঃ তোমাদের নবীই শেষ নবী যাঁকে দিয়ে সকল নবীর আগমন খতম করা হয়েছে। আর তোমাদের কিতাবই সর্বশেষ কিতাব। যা দ্বারা যাবতীয় কিতাব আসা শেষ হয়ে গেছে। কাজেই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন নবী আসার আকীদা পোষণ করা নেহায়েত ভ্রষ্টতা।

'মুহাম্মাদ খাতামে পয়গম্বরাণ গ্রন্থের বক্তব্য

শিয়া সম্প্রদায়ের তরফ হতে ইদানীং একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। একটি লেখক পরিষদ গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন। এর নাম হলো-মুহাম্মাদ (সাঃ) খাতামে পয়াগম্বরাণ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত পয়গম্বরের শেষ ব্যক্তি। খতমে নবুয়্যতের উপর বইটিতে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় এরূপ বই নেই। উক্ত বইএর 'খতমে নবুয়্যত' অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়ঃ

ظهور دين اسلام، بااعلام جاودانگی آن وپایان یافتن دفترنبوت توآم بوده است-

مسلمانان همواره ختم نبوت را امر واقع شده تلقی کرده اند، هیچگاه برای آنها این مسئله مطرح نبوده که پس از حضرت محمد(ص) پیغمبر دیگری خواهد آمد یانه؟ چه ، قرآن کریم باصراحت ، پایان یافتن نبوت را اعلام وپیغمبر بارهاآن را تکرار کرده است- در میان مسلمین اندیشه ظهور پیغمبر دیگر، مانند انکار یگانگی خدا یا انکار قیامت ،باایمان به اسلام همواره ناسازگار شناخته شده است-

www.pathagar.com

"দীন ইসলাম চিরদিন টিকে থাকবে বলে ঘোষণা এবং নবুয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘোষণা যুগপৎভাবে ঘটেছে। মুসলমানগণ সর্বদা খতমে নবুয়্যতের ব্যাপারটিকে একটি বাস্তব বিষয় রূপে পরম্পরাগতভাবে গ্রহণ করেছেন। কখনো তাঁদের সামনে এ প্রশ্নটি এমনভাবে আলোচনায় আসেনি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর পর অন্য নবীর আগমন হবে কিনা? এরূপ প্রশ্নের অবতারণা কেন হবে যেখানে কুরআন স্পষ্টরূপে নবুয়্যত খতম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। আর পয়গম্বর আলাইহিস সালাম বার বার একথা বলেছেন। মুসলমানদের মাঝে অন্য কোন পয়গম্বরের আগমনের চিন্তা করাটা আল্লাহ্‌র একত্ববাদে অবিশ্বাসী হওয়া বা কিয়ামত অস্বীকার করার মত হবে। এরূপ ধারণা ইসলামে ঈমান রাখার সাথে বিরোধপূর্ণ বলে গণ্য।[১০]

এখানে খতমে নবুয়্যতের আকীদাকে তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন ও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখার সমান্তরালে রাখা হয়েছে। কিয়ামতের আগমনে অবিশ্বাসী হওয়া এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদের আকীদার প্রতি অবিশ্বাস আনা ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। অনুরূপ খতমে নবুয়্যতের আকীদা না রাখাও ইসলাম ও ঈমান হতে বের হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে পড়ে। তাই কাদিয়ানী ও বাহাই সম্প্রদায় ইসলাম হতে খারিজ হয়ে গেছে। তারা উভয় সম্প্রদায়ই খতমে নবুয়্যতের ইসলামী আকীদা রাখে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানীকে এবং বাহাউল্লাহকে নবী মানে। অথচ এরূপ আকীদা পোষণ করা কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী। শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল মুসলমান খতমে নবুয়্যতের আকীদায় ঈমান রাখে। যারা এ আকীদা রাখে না তারা মুসলমান নয়।

উম্মতে মুহাম্মাদীর এটাই হলো সর্বসম্মত ধর্ম বিশ্বাস। সকল মুসলিম দল এতে অটল বিশ্বাস রাখে। যারা খতমে নবুয়্যতের এরূপ আকীদা রাখে না তারা এরূপ আকীদা পোষণকারী জামাত ভুক্ত থাকতে পারে না। এটা নেহায়েত যুক্তিসঙ্গত কথা। ইসলামের পরিভাষায় এরূপ আকীদার বিপরীত ধর্মমত পোষণকারীকে কাফির ও মুর্দাত বলে। কাজেই বাহাই ও কাদিয়ানীরা কাফির ও মুর্তাদ। তাদেরকে জোর করে মুসলিম জামাতে ধরে রাখার প্রয়াস অযৌক্তিক ও অন্যায়। বিপরীত ধর্মমত পোষণ করে মুসলমান বলে পরিচেয় দেয়া তাদের জন্যও উচিত নয়। কাজেই কাদিয়ানী ও বাহাইদেরকে ধর্মচ্যুত ঘোষণা দিতে বাধা নেই। তাহলেই বাস্তবকে মেনে নেয়া হবে। হ্যাঁ, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীকে সংশোধন হওয়ার জন্য তাওবা করার সময় দেয়া দরকার। তাদের ভ্রান্তি দূর করার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। ইসলামী বিধানে মুর্তাদদের ভুল ভাঙ্গানোর জন্য ব্যবস্থা নেয়ার বিধি রয়েছে।[১১]

আমরা এ পর্যন্ত আলোচনায় খতমে নবুয়্যতের আকীদার বিস্তারিত বিবরণ হাজির করার চেষ্টা করেছি। এর আলোকে নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা করা যায়। তা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান করা জ্ঞানীদের কর্তব্য।

www.pathagar.com

প্রমাণ সূচী

১· আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমামুল মাতুরিদী ঃ ডঃ আবুল খায়ের মুহাম্মাদ আয়্যুব আলী। পৃষ্ঠা ৪৩৯, খতমে নবুয়্যত প্রসঙ্গ।

২· সূরা হিজ্‌র ঃ ১৫।

৩· আহযাব ঃ ৪০ আয়াত

৪· সাবা ঃ ২৮ আয়াত

৫· আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমামুল মাতুরিদী ঃ ৪৩৯–৪৪০ পৃষ্ঠা।

৬· আল মীযান ঃ ১৬তম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা।

৭· আকাইদে ইমামিয়্যা ঃ আকীদা নং ২২।

৮· তুহফাতুল আওয়াম পৃঃ ৩৪।

৯· আল্ কাফী ঃ হাদীস নং ৩, আল হুজ্জাহ অধ্যায়।

১০· মুহাম্মদ খাতামে পয়গম্বরান ঃ ১ পৃষ্ঠা।

১১· চার মাজহাবের ফিক্‌হা ঃ মুর্তাদ প্রসঙ্গ।

www.pathagar.com

কাদিয়ানী ও বাহাইদের ধর্ম বিশ্বাস

মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী পরিকল্পিতভাবে নবুয়্যতের দাবী করেছে। সে হুট করে এরূপ দাবী করে বসেনি। নবুয়্যতের দাবী করার পূর্বে সে মুসলমানদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। খৃষ্টান পাদ্রীদের ধর্ম প্রচারের বিরোধিতা করে। তাদের বাতিল মতবাদ যুক্তি দেখিয়ে খন্ডন করে। হিন্দু ধর্মের অবতারবাদ ও অলীক ধারণাসমূহ তুলে ধরে। এতে মুসলমানদের একাংশ তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে থাকে। সে তখন ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসে বিশ্বাসী বলে প্রকাশ করে। এরূপে তার যাত্রা শুরু। পরে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তার ভ্রান্ত মতামত ক্রমাগতভাবে জাহির করে। তার দাবীর বহর নেহায়েত কম নয়। সে প্রথম দিকে খতমে নবুওয়্যতের মুসলিম আকীদায় বিশ্বাসী বলে প্রচার করে। ধীরে ধীরে এ সর্বসম্মত আকিদা হতে সরে দাঁড়ায়। আর খতমে নবুয়্যতের মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থিত করে। পরক্ষণেই সে নিজের জন্য সর্বশেষ নবী হওয়ার দাবী করে বসে। প্রথমে সে নিজেকে ছায়া নবী (জেল্লুনবী) বিকশিত নবী (বরুজী নবী) শরীয়তহীন সহকারী নবী (নবী গয়ের তাশরীযী) প্রচারধর্মী নবী (তাবলীগী নবী) ইত্যাদি লঘু দাবী পেশ করে। পরে গুরুতর দাবী করে বসে। এমনকি (নাউজুবিল্লাহ) খোদায়ী দাবীও করে বসে। কাদিয়ানী মতবাদ কি তা কাদিয়ানী সূত্রে বর্ণনা করাই ন্যায়ানুগ। আর বাহাই ধর্মবিশ্বাস বা মতবাদ বাহাইদের পুস্তক হতেই পেশ করা উচিত। তাই আমরা এখানে সংক্ষেপে উক্ত উভয় ধর্মাবলম্বীদের ধ্যান ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসের আলোচনা করব। আর দেখাতে চেষ্টা করবো যে, এসব আকীদা ইসলামের সনাতন ধ্যান ধারণা ও আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী।

খতমে নবুয়্যত ও মির্জা গোলাম আহাম্মদ

মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী প্রথম দিকে নবী করীম (সাঃ) কে খাতামুল আম্বিয়া, শ্রেষ্ঠ রাসুল ও সকলের শেষে নবীরূপে পয়দা হয়েছেন বলে বিশ্বাস পোষণ করতো। মির্জা গোলাম আহাম্মদ বলেছেঃ

"আল্লাহ এমন সত্তা যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। যিনি রাহমান ও রাহীম। যিনি জমিন ও আসমান ছ'দিনের মাঝে সৃষ্টি করেছেন, আদমকে পয়দা করেছেন, আর পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন ও গ্রন্থাদি দিয়েছেন। আর সকলের শেষে মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) কে পয়দা করেছেন যিনি হলেন নবীদের মাঝে শেষ নবী বা 'খাতামুল আম্বিয়া' এবং শ্রেষ্ঠ রাসুল।"[১]

www.pathagar.com

এখানে মির্জা কাদিয়ানী মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ করেছেন।

اور سب کے آخرمیں محمد مصطفےصلی اللہ علیہ وسلم کوپیدا کیا جوخاتم الا نبیاء اور خیر الرسل ہے-

অর্থাৎ তাঁকে (সাঃ) সর্বশেষ নবী খাতামুল আম্বিয়া এবং শ্রেষ্ঠ রাসুল বলেছে। বলা বাহুল্য শ্রেষ্ঠ জনের আগমনের পর তদপেক্ষা নগণ্য ব্যক্তির নবী হয়ে আসার প্রয়োজন থাকে না।

মির্জা গোলাম আহাম্মদ অন্যত্র বলেছে ঃ

....ہمارا ایمان ہےکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیأ ہیں اور قرآن ربانی کتابوں کا خاتم ہے-

(اربعین ج٤ ص٧)

"আমাদের বিশ্বাস হযরত (সাঃ) সর্বশেষ নবী খাতুমল আম্বিয়া। আর কুরআন হলো রাব্বুল আলামীনের কিতাব সমূহের সর্বশেষ কিতাব।[২]

এখানে গোলাম আহাম্মদ পবিত্র কুরআনকে রাব্বানী গ্রন্থাদির মাঝে সর্বশেষ আসমানী কিতাব বলেছে। অনুরূপ নবী করীম (সাঃ) কে খাতামূল আম্বিয়া বা সর্বশেষ নবী বলে উল্লেখ করেছে। কিন্তু পরক্ষণেই এ ধারণা খন্ডন করে বলেছেঃ

تاہم خدانےاپنی نفس پر یہ حرام نہیں کیاکہ تجدید کے طورپرکسی اور مامور کے ذریعہ سےیہ احکام صادر کرےکہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواھی نہ دو، زنا نہ کرو،خون نہ کرو- اور ظاھرہےکہ ایسابیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح موعودکا بھی کام ہے- (کتاب مذکور)

"এতদসত্ত্বে খোদা তায়ালা কোন ব্যক্তিকে সংস্কার সাধনের জন্য দায়িত্বশীল পাঠানোকে নিজের উপর হারাম করে ফেলেননি। মামূর তথা নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ দান করতে পারে যে, মিথ্যা বলবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, যেনা করবে না, রক্তপাত করবে না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এরূপ বর্ণনা দান করাকে শরীয়তের বর্ণনাদান বলা হবে–যা প্রতিশ্রুত মসীহরও কাজ।[৩]

প্রকাশ থাকে যে, মির্জা গোলাম আহাম্মদ নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবী

www.pathagar.com

করেছিল। মুসলমানদের বিশ্বাস যে হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী বলতে চায় তিনি আর ফিরে আসবেন না। প্রতিশ্রুত মসীহ সে নিজেই। ধর্ম কর্মের বিকৃতিকে সংস্কার করার জন্য প্রাতিশ্রুত মসীহ তথা সে এসেছে। এতে করে নবুয়্যত শেষ হয়ে যাওয়ার আকীদায় বিঘ্নের সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ সে নিজেকে ঐশী বাণী প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রূপে তুলে ধরল। আর প্রতিশ্রুত মসীহর আসন দখল করে ইসলামের সংস্কার কার্য সম্পাদনের অধিকার লাভ করার পথ ধরল। এখন সে মসীহে মা'উদ বা প্রতিশ্রুত ঈসা নবী। যার পুনরায় আগমনের কথা খোদ নবী করীম (সাঃ) ও বলে গেছেন।[৪]

অথচ ইসলাম ধর্ম সংস্কারের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহর আগমন হবে না। তিনি আসবেন বিখ্যাত প্রতারক দাজ্জালকে প্রতিহত করতে। আর খৃষ্টান জাতিকে ইসলামের আওতাভুক্ত করতে।[৫] তখন মুসলমানদের ইমাম থাকবেন ইমাম মাহদী (আঃ)। ঈসানবী শরীয়তে মুহাম্মাদীর অনুসারী রূপে অবস্থান করবেন।[৬] এ ছাড়া সংস্কার সাধনের জন্য সংস্কার তথা মুজাদ্দিদগনের আগমনই যথেষ্ট। প্রতি শতাব্দীতে তাদের আগমন হবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।[৭] আর উদ্বৃতি নম্বর ৩৪, দ্বারা জানা যায় যে, কুরআন মাজীদকে অবলম্বন করেই যে কোন বিকৃতি সংশোধনের উপায় করা যায়। এ জন্যে নবী-রাসূল প্রেরণের প্রয়োজন করে না। আর ইসলামের মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়ার জন্য আলেম-ওলামার তাবলীগী মেহনতই যথেষ্ট। এ জন্যে মাসীহ মাউদকে ডেকে পাঠানোর আবশ্যক নেই। মসীহ মাউদ আসবেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে। দাজ্জালকে হত্যা করতে। দাজ্জালকে হত্যা করে মুসলমানদের বিজয়কে নিশ্চিত করতে[৮]। মিথ্যা কথা বলবে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেনা, যেনা ও খুন খারাবী করবে না এরূপ সহজ তালীমের জন্যে প্রতিশ্রুত মসীহর প্রয়োজন করবে না। গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানীর এটা ভুল ধারণা।

স্বতন্ত্র নবী হওয়ার দাবী

মির্জা গোলাম আহাম্মদ নবী দাবী করেছিল কিনা তার স্ববিরোধী বক্তব্য দ্বারা প্রথমদিকে প্রশ্নটি পরিষ্কার হয়নি। সে কোন কোন বক্তব্যে নবী নয় বলেছে। এ জন্যে তার অনুসারীদের মাঝে নানামত দেখা দেয়। এখানেই লাহোরী কাদিয়ানী উপদলের আত্ম প্রকাশ। তারা তাকে মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক বলে মানে। নবী-রাসূলের শাব্দিক প্রয়োগকে তারা পরিভাষাগত নবী রাসূলের অর্থে নেয় না। রূপক অর্থে গ্রহণ করে। আর গোলাম আহাম্মদের প্রতি কথিত নাজিলকৃত অহীকে তারা ইসলামের অর্থে নেয়, যা দ্বারা নবুয়্যত সাবস্ত্য হয় না। কিন্তু খোদ গোলাম আহাম্মদ তার কথিত অহীকে

www.pathagar.com

ঐশী নির্দেশ বলে দাবী করে। তাই লাহোরী উপদলের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর কোন মিথ্যুক ও ভন্ড ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক মনে করার হেতু নেই। নবুয়্যতের দাবী করে যে ইসলাম হতে বের হয়ে গেল তাকে মুজ্জাদিদ মনে করার অর্থ দাঁড়ায় মূর্তাদকে দীনের সংস্কারক রূপে বিশ্বাস রাখা–যা গ্রাহ্য করার মত কথা নয়। যারা কাফির ব্যক্তিকে মুজাদ্দিদ মনে করবে তারা নিজেরাই কাফির হয়ে যাবে। কারণ কাফিরকে কাফির মনে না করাই কুফরী। মির্জা নিজে এ কথা বলেছে[৯] ।

যা হোক, একদা মির্জা গোলাম আহাম্মদের এক ভক্তকে মির্জা নবী কিনা প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে সে বলে যে মির্জা সাহেব নবী নন। এ সংবাদ মির্জা গোলাম আহাম্মদের নিকট পৌছায়। মির্জা এ ধারণার বিরোধিতা করে। আর নিজেকে নবী রাসূল, মুরসাল, তথা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তি বলে ঘোষনা দেয়। আর তার প্রতি অহী নাযিল হয় বলে দাবী করে। অহী যোগে তাকে শত শত বার নবী, রাসূল, মুরসাল, বলা হয়েছে বলে প্রচার করে। এক পর্যায়ে 'স্বতন্ত্র নবী' বলে দাবী করে। সে নবী রাসূল মুরসাল হওয়ার উল্লেখ করে বলেঃ

حق یہ ھے کہ خدا تعالے کی وہ پاك وحی جومیرے پرنازل ھوتی ھے اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجودھیں ، نہ ایك دفعہ بلکہ صدھا دفعہ پھرکیونکر یہ جواب (یعنی نبی رسول ھونے کا انکارکے الفاظ سے جواب دینا) صحیح ھوسکتاھے کہ ایسے الفاظ موجودنھین ھیں - بلکہ اس وقت تو پھلے زمانہ کی نسبت بھت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجودھیں ، اور براھین احمدیہ میں بھی جس کو طبع ھوئے بائیس برس ھوئے ، یہ الفاظ کچھ تھوڑے نھیں ھیں- (یك غلطی کا ازالہ ص ۲۰۱)

"হক কথা হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আমার প্রতি যে পবিত্র অহী নাযিল হয় তাতে এমন শব্দাবলী তথা রাসূল, মুরসাল এবং নবীর সমাবেশ রয়েছে। একবার নয় বরং শত শত বার এরূপ শব্দ এসেছে। তাহলে কিরূপে এ উত্তর (অর্থাৎ নবী রাসূল নয় বলে জবাব দেয়া) বিশুদ্ধ হতে পারে যে, ঐরূপ শব্দ প্রয়োগের অস্তিত্ব নেই। বরং এখনতো পূর্বের তুলনায় অনেক স্পষ্টভাবে এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ এসব শব্দ রয়েছে। আর 'বারাহীনে আহমাদিয়া' গ্রন্থেও যা বাইশ বছর পূর্বে মুদ্রিত হয়েছে এরূপ শব্দ কম নয় মোটেই"।[১০]

www.pathagar.com

এখানে গোলাম আহাম্মদ দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজেকে নবী–রাসূল, মুরসাল, বলে দাবী করেছে। গোলাম আহাম্মদ দাবী করে যে কুরআনেও তাকে রাসূল এবং মুহাম্মদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে(নাউজুবিল্লাহ)। সে বলেঃ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

এই আয়াতে তাঁকে মুহাম্মদ এবং রাসূল বলা হয়েছে। কাজেই সেই মুহাম্মদ এবং সেই রাসূল। আয়াতটির অর্থ হলো ঃ মুহম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সাথী তাঁরা কাফিরদের প্রতি বজ্র কঠিন এবং পরস্পরে করুণাশীল।" পুকুর চুরি আর কাকে বলে! উক্ত আয়াতে 'মুহাম্মাদ' নামের উল্লেখ রয়েছে। আর তিনি 'রাসূলুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এ উপাধি চুরি করার নিমিত্ত গোটা মুহাম্মাদ নামটিকেই ছিনতাই করা হলো। আর দাবী করা হলো মির্জার নামই নাকি মুহাম্মদ, অথচ তার নাম হলো গোলাম আহাম্মাদ, গোলাম মুহাম্মদও না। এ যেন সে গল্পের দাবীদারের প্রলাপ! কথিত আছে একব্যক্তি রাজপথে চলছিল। পাশে একটি সুন্দর ভবন দেখতে পেল, ভবনটি তার বলে দাবী তুলে বসল। দল বল নিয়ে দখলও করে ফেলল। বাড়ীর মালিক এহেন জবর দখলের বিরুদ্ধে প্রমাণ করল যে, বাড়ীটি তারই। জবর দখলকারী বলল, দলীলে তার নিজের নাম রয়েছে। ওই নামও তার অপর নাম। কাজেই বাড়ীটি তার নিজের। এরূপ দাবীকারীকে বদ্ধ পাগল বা চরম ধাপ্পাবাজ ছাড়া আর কি বলা চলে। আদালতের বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাগারে পাঠানো হলো।

অত্র আয়াতে শুধু 'মুহাম্মদ' এবং 'রাসূলুল্লাহ' উপাধি উল্লেখ করেই ইতি টানা হয়নি। আয়াতে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর সাথী সাহাবীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তাঁরা কাফিরদের প্রতি বজ্রকঠিন হবেন। আর গোলাম আহাম্মাদের কাদিয়ানী উম্মত (?) কাফিরদরে প্রতি সদা কোমল রয়েছে। কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে কঠোরতা দেখাতে তারা অপারগ। কারণ তাদের নবী (?) কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে বাতিল করেদিয়েছে।[১১]

মসীহর অবতরণ সংক্রান্ত আকীদার অস্বীকার

গোলাম আহাম্মদ পূর্বে বলে এসেছে যে, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন আখেরী নবী–খাতমুল আম্বিয়া যিনি সর্বশেষে আগমন করেছেন। এরূপ উক্তি করার পর পুনরায় নবী রাসূল বা মুরসাল হওয়ার জোর দাবী উত্থাপন করা স্ববিরোধী ক্রিয়া কলাপ বলে প্রশ্ন উদয় হতে পারে। তাই সে এ প্রশ্নের আগাম উত্তর দানের জন্য বলে ঃ

سواگر یہ کہا جائے کہ آنحضرت (ص) توخاتم النبیین ہیں–
پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آسکتاھے ؟ اس کا جواب یھی

www.pathagar.com

ہے کہ بیشك اس طرح سے توکوئی نبی نیاھو یا پرانا نہیں آسکتا- جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسی علیہ السّلام کو آخری زمانہ مین اتارتےھیں اور اس حالت میں آنکو نبی بھی مانتے ھیں بلکہ چالیس برس تك سلسلہ وحی نبوت کا جاری رھنا اور زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سےبھی بڑہ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ھے- بیشك ایسا عقیدہ تو معصیت ھے- اور ایت- وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ اور حدیث لانبی بعدی اس عقیدہ کے کذب صریح ہو نے پرکامل شہادت ھے - لیکن ھم اس قسم کے عقائد کےسخت مخالف ھیں - اور ھم اس آیت پرسچا اور کامل ایمان رکھتے ھین جوفرمایاکہ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ- (ایك غلطی کا ازالہ ص ٦)

"অতএব যদি বলা হয় হযরত (সাঃ) শেষ নবী। তাহলে তাঁর পরে অন্য নবী কি করে আসতে পারে? এর উত্তর এটাই যে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরূপে নতুন পুরান কোন নবীই আসতে পারে না। যেরূপে আপনারা (মুসলমানরা) আখেরী যামানায় ঈসা নবীকে নামিয়ে আনেন। আর এমতাবস্থায় তাকে আপনারা নবী বলে মান্য করেন। বরং চল্লিশ বছর তাঁর নবুয়্যত ও ওহীর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকা যা হযরতের যামানা হতেও বেড়ে যায় – সে ব্যাপারেও আপনারা আকীদা রাখেন। সন্দেহ নেই এরূপ বিশ্বাস পোষণ পাপ। আর এরূপ ধারণা 'কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী' আয়াত এবং "আমার পর নবী–নেই–লা নাবিয়্যা বাদী" হাদীস স্পষ্ট মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার বলিষ্ঠ সাক্ষী। তবে আমরা (কাদিয়ানীরা) এমনতর আকীদার চরম বিরোধী। আর আমরা এ আয়াতের প্রতি সত্য ও পরিপূর্ণ ঈমান রাখি যে আল্লাহ বলেছেনঃ 'কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী।'[১২]

মির্জা গোলাম আহাম্মদ এখানে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)কে শেষ নবী বলে তুলে ধরেছে। আর এ আকীদায় বিঘ্ন ঘটে বলে ঈসা নবীর পুনরাগমনের আকীদা প্রত্যাখ্যান করেছে। ঈসা নবীর পুনরাগমনের হাদীসগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ে পড়ে।[১৩] কাজেই এরূপ হাদীসসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত আকীদাকে পাপ বলে অভিহিত করা অত্যন্ত

www.pathagar.com

ধৃষ্টতা। এরূপ করা হলে মহানবী (সাঃ) এর বিশাল হাদীস ভান্ডার বাদ পড়ে যাবে। বস্তুতঃ বিশুদ্ধ হাদীস অনুসারে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিশ্বাসকে পাপাচার বলে উল্লেখ করাই মহাপাপ–যা এখানে গোলাম আহাম্মদ কদিয়ানী করেছে। ঈসা নবীর আগমনে খতমে নবুওয়্যতের ধর্ম বিশ্বাস ক্ষুন্ন হওয়ার কল্পিত ধারণার উত্তর হলো এতে কোন সমস্যার উদয় হয় না। তিনি পূর্বে নবুয়্যত প্রাপ্ত নবী। তাঁর নবুয়্যত এবং অন্যান্য সম্মানিত আম্বিয়ার নবুয়্যত খাতামুন নাবিয়্যীনের শেষ নবী হওয়ার ব্যাঘাত ঘটায়না। কারো একাধিক সন্তান থাকলে তারা কোথাও একত্রিত হলে বা সর্ব কনিষ্ঠ ছেলের তিরোধানের পর পূর্ববর্তী সন্তানদের উপস্থিতির দরুণ কনিষ্ঠ ছেলের গুনগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় না। মে'রাজ সফরে বহু নবীদের সাথে নবী করীম (সাঃ) এর দেখা হয়। তাই বলে নবী মুহাম্মদ (সাঃ)–এর শেষ নবী হওয়ার বিশেষণ ফুরিয়ে যায়নি। উপরন্তু হযরত ঈসা নবীর আগমন হবে। তিনি শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণ করে চলবেন। নামায ও জিহাদ মুহাম্মদী তরীকায় আদায় করবেন।[১৪] এ অর্থে তাঁকে উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত বলা চলে। এরূপ আরও অনুগামী নবীর পরিচয় দিয়ে 'মুহাম্মাদ খাতমে পয়গম্বরান গ্রন্থে বলা হয় ঃ

گذ شته از انبیاء که صاحب کتاب و شریعت وقانون نبوده تابع یك پیغمبر صاحب کتاب و شریعت بوده اند، مانند همه پیامبران بعداز ابراهیم تازمان موسی وهمه پیامبران بعد از موسی تاعیسی- پیامبران صاحب قانون وشریعت نیز بیشتر مقررات پیامبر پیشین را تایید میکرده اند-

(محمد خاتم پیامبران - قسمت ختم نبوت ص ۵۲۱)

"বিগত যেসব নবী গ্রন্থ, শরীয়ত ও আইন নিয়ে আসেননি তাঁরা কিতাব, শরীয়ত ও আইন নিয়ে আসা কোন না কোন নবীর অনুসারী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পর মূসা (আঃ) এর যামানা পর্যন্ত এবং মূসা (আঃ) এর পর ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যে সমস্ত নবীর আগমন হয় তাঁরা সকলেই পূর্ববর্তীশরীয়ত ও আইন প্রবর্তনকারী নবীগণের অনুসারী ছিলেন। আর শরীয়ত ও আইন প্রবর্তনকারী পয়গাম্বরগণ ও পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের দ্বারা প্রবর্তিত আইন কানুনের সমর্থন দিয়েছেন।[১৫]

এ প্রসঙ্গে নবীদের নিকট হতে গৃহীত আলমে মীসাক–বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জগতের বিবরণ কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ ، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ، قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ، قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا- قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ-

"..... আর স্মরণ করো যখন আল্লাহ নবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার আদায় করেন এ মর্মে যে যখনই তোমাদেরকে কোন কিতাব ও নবুয়্যত দান করি অতপরঃ তোমাদের নিকট যে বাণী থাকবে তা সমর্থনকারী কোন রাসুল আসবেন তখন অবশ্যই তোমরা তাঁকে মদদ করবে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। তিনি বলেনঃ তোমরা কি আমার এ অঙ্গীকার গ্রহণ করলে? স্বীকার করে নিসে? তাঁরা সকলেই বললেনঃ আমরা স্বীকার করে নিলাম। আল্লাহ বললেনঃ আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী।"[১৬]

তাফসীরে খাযিনে বলা হয়, এখানে নবীদের দ্বারা পরস্পরের সমর্থন এবং পূর্ববর্তী নবীর নিকট যা প্রত্যাদেশ হয়েছিল তা সত্যায়নের কথা বলা হযেছে। আর মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং তাঁকে সাহায্য করার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। কাজেই সাহেবে কিতাব ও সাহেবে শরীয়ত নবীগনও পরস্পরে প্রত্যাদেশ মেনে নিয়েছেন। এতে তাঁদের নবুয়্যত ক্ষুন্ন হয়নি। তাঁরা নিজ নিজ নবুয়্যতের গুণগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেননি। নবী করীম (সাঃ) এর যুগে হযরত ঈসা নবীর আগমন হলে তাঁর নিজের নবুয়্যত অক্ষুন্ন থাকার প্রশ্ন উঠার কথা আসতে পারত। কারণ তিনি এখন শরীয়তে মুহাম্মাদীর তাবেদার হয়ে জীবন যাপন করবেন। খোদ মহানবী (সাঃ) এর নবুয়্যত ও শরীয়ত ক্ষুন্ন হওয়ার এখানে প্রশ্নই উঠে না। তাই কাদিয়ানী ভন্ড নবীকে বলব, "উলটো সমঝিলারে রাম।" আমরা যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের কথা আলোচনা করব তখন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমন প্রসঙ্গ

হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন মেনে নেয়া হলে তথাকথিত হযরত মসীহ মাউদ (?) মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানীর প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার বাসনা পুরণ হয় না। তাই হযরত ঈসার পুনরাগমনের আকীদাকে মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী বাতিল করে দিয়েছে। সেখানে সে নিজের পথ খোলাসা করার নিমিত্ত এরূপ করেছে। অজুহাত খাঁড়া করে সে বলেছে যে এতে খাতামুন নাবিয়্যীনের আকীদা বাতিল

www.pathagar.com

হয়ে যায়। পরক্ষণেই দাবী করে বসেছে যে, মির্জা নিজেই প্রতিশ্রুত মসীহ বা ঈসা নবী (নাউজুবিল্লাহ)। মজার ব্যাপার হলো মির্জা নিজে মসীহ হয়ে আসলে খতমে নবুয়্যতের আকীদা ক্ষুন্ন হয় না–কিন্তু ঈসা নবীর পুনরাগমনে তা ক্ষুন্ন হয়। অথচ উভয়ই সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পর মসীহ মাউদ হচ্ছে। নকল ঈসা বা নকল মসীহ মাউদ এর আগমনে বিশ্বাস স্থাপন করলে খতমে নবুয়্যতে আকীদা অধিক ব্যবহৃত হওয়ার কথা। এ সাদামাটা কথা মির্জা গোলাম আহাম্মদ বুঝতে পারেনি।

মির্জা গোলাম আহাম্মদ বলেছে – মুসলমানরা নাকি ঈসা নবীর পুনরাগমনের পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর নবুয়্যতের আকিদা পোষন করে মহানবী (সাঃ) এর শানের অবমাননা করেছে। কারণ এতে ঈসা নবীর নবুয়্যতের মেয়াদকাল বেড়ে যায়। মহানবী মুহম্মাদ (সাঃ) এর নবুয়্যতের মেয়াদ হলো ২৩ বছর। ৪০ বছর বয়সে তিনি নিজেকে নবী বলে প্রকাশ করেন। তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। কাজেই মুসলমানদের ঈসা নবীর পুনরাগমনের আকীদার দরুণ নবুয়্যতে মুহাম্মদীর মেয়াদকাল খর্ব হয়ে যায়। নবুয়্যতের মেয়াদকাল বেশ ভাল কথা। এর উত্তর হলো কোন নবীর নবুয়্যতের মর্যাদাগত মূল্যায়ণ মেয়াদ কাল দিয়ে হয় না। তাঁর বিশুদ্ধ আকিদা ও আনীত শরীয়ত এবং একনিষ্ঠ অনুসারীদের কর্ম দ্বারা হয়ে থাকে। হযরত নূহ (আঃ) সাড়েন'শ বছর নবী হিসাবে জীবনযাপন করেছেন। অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا

(عنكبوت-١٤)

".....আর নূহকে তাঁর জতির হিদায়াতের জন্য পাঠাই। নূহ তাদের মাঝে সাড়েন'শ বছর অবস্থান করে।" ১৭

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

.....وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلَّا قَلِيْلٌ - (هود ٤٠)

–"আর তাঁর প্রতি মাত্র গুটি কজন লোক ঈমান আনল।" ১৮

অতএব, মির্জা গোলাম আহাম্মদ নবুয়্যতের মেয়াদকাল দ্বারা নবুয়্যতের মূল্যায়ণ করে ভুল করেছে। আমরা মির্জা গেলাম আহাম্মদ কে প্রশ্ন করতে চাই যে, মুসলমানগণ ঈসা নবীর আগমনের চল্লিশ বছর নবুয়্যত করবেন বলে বিশ্বাসী এ তথ্য কোথায় পেলে? হযরত ঈসা (আঃ) সর্বমোট চল্লিশ বছর বয়স পাবেন বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে খোদার নিকট উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে তিনি পৃথিবীতে ৩৩ বছর অবস্থান করেন। পুনরায় পৃথিবীতে এসে মাত্র ৭ বছর অবস্থান

www.pathagar.com

করবেন। পরে ওফাত পাবেন। একথা নির্ভরযুক্ত সূত্রে বলা হয়েছে।[১৯] ইবনেআসাকির কোন এক সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, ঈসা (আঃ) কে দেড়শ বছর বয়সে উঠিয়ে নেয়া হয়। এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। বর্ণণাটি অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ বর্ণনা সমূহের বিপরীত যাকে হাদীসের পরিভাষায় 'গরীব' বলা হয।[২০] কাদিয়ানের নকলনবী সাবধানে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিল না। কুরআন, হাদীস ও ইতিহাস জ্ঞানে ছিল শূন্য পাত্র। আর কুরআনের যে তাফসীর এবং যে কোন হাদীস তার অলীক দাবীর পরিপন্থী বলে সে ধারনা করতো বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে ওসবকে দূরে নিক্ষেপ করত। তার তথাকথিত ঐশী বানীই সত্যাসত্যের মানদন্ড সে নিলর্জ্জ ভাবে বলে গেছে। সে বলেছেঃ

میرے اس دعوی کی (دعوہ مسیح موعود ہونے کی) حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میر ے پرنازل ہوئی - ہاں تائیدی طورپر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینك دیتے ہیں -

(اعجاز احمدی ص ۳۰)

"আমার এ দাবীর ভিত্তি হাদীস নয়। কুরআন এবং আমার প্রতি নাযিলকৃত ওহী হল এর বুনিয়াদ। অবশ্য সমর্থনের জন্য এমন হাদীস সমূহ পেশ করে থাকি যা কুরআন এর মোতাবেক হয় এবং আমার ওহীর বিপরীত না হয়। এছাড়া অন্যান্য হাদীস সমূহকে আমি রদ্দি বস্তুরূপে ফেলে দেই।"[২১]

হাদীস গ্রহণে কাদিয়ানী নীতি

হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের কি সনাতনী নীতিমালা! যা মির্জা মহোদয়ের মনোপুত এবং তার প্রতি নাযিলকৃত কল্পিত ওহীর অনুকূল হবে আর একমাত্র এরূপ হাদীস গুলোই গ্রহণযোগ্য হবে। তার মতে হাদীসগুলো শুধু কুরআনের সাথে খাপ খেলে চলবেনা। তা অবশ্যই মির্জার কল্পিত ওহীরও অনুকূল হতে হবে। এখানে বসে মির্জা কুরআনকেও চূড়ান্ত সনদের মর্যাদা দিতে পারেনি। তার প্রতি নাযিলকৃত কল্পিত ওহীকে গ্রহণ বর্জনের চূড়ান্ত মানদন্ড ঘোষণা করেছে। এমতাবস্থায় তাকে আর ঠেকায়কে? এতে যা ইচ্ছা তাই দাবী করার পথ অবারিত হয়ে গেল। অথচ হাদীস গ্রহণও বর্জনের মানদন্ড হল বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ। নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়। আর নির্ভরযোগ্য নয় এমন রাবীদের বর্ণনা বাতিল করে দেয়া হয়। হাদীস

www.pathagar.com

বিশারদগণ কর্তৃক নির্ধারিত এরূপ নিরপেক্ষ মানদণ্ড মেনে নিলে তো মির্জার অলীক দাবী অচল হয়ে যাবে।

আমরা মসীহর অবতরনের আকিদা প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম। মির্জা গোলাম আহাম্মদ এর বিপরীত মত পোষণ করে। তার মতের বিরুদ্ধে হাদীস বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে হাদীস গ্রহণও বর্জনের মনগড়া প্রনালী আষ্কার করে ফেলে। আর ঈসা (আঃ)–এর অবতরণ সংক্রান্ত মুতাওয়াতির বর্ণনা সমূহ নাকচ করে দেয়। এরূপে সে নিজের অলীক দাবীর পথের বাধা সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে। সে হযরত ঈসা (আঃ) এর পুনারগমনের পথ বন্ধ করে দিয়ে নিজের জন্য মসীহ মাউদ' হওয়ার চোরাই পথ বানিয়ে নেয়। আর প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবী করে । খতমে নবুয়্যতের পরিপন্থী বলে নুযূলে মসীহর আকীদাকে বাতিল করে। কিন্তু মির্জার মসীহ হয়ে আগমন করাটাও যে একই অর্থে খতমে নবুয়্যতের পরিপন্থী তা বেমালুন ভুলে যায়। মিথ্যাবদীর স্মরণ শক্তি দুর্বল হয়। মির্জার বেলায় কথাটি যথাযথ প্রযোজ্য। মির্জা এরূপ মনগড়া হাদীস গ্রহণের প্রনালী বের করেও শেষ রক্ষা পেলনা। সে সাথে সাথে রাসূল, মুরসাল ও নবী হওয়ার দাবীও করে থাকে। তার এরূপ দাবী খতমে নবুয়্যতের আকিদার পরিপন্থী। কাজেই হযরত ঈসা (আঃ)কে সরিয়ে দিয়েও খতমে নবুয়্যত এবং স্বীয় দাবী দাওয়ার সমন্বয় সম্ভব নয় দেখে মির্জা নিজেকে যিল্লী ও বুরুযী নবীর ছদ্মবেশে নিজেকে উপস্থি করে। এতেও পার না পেয়ে নিজেকে 'মুহাম্মাদ' বলে দাবী করে বসে। কুরআনের সূরা–ই ফাত্হ এর আয়াত নং ২৯ এ তাকেই 'মুহাম্মদ' এবং রাসূল বলা হয়েছে বলে আত্মতুষ্টি লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করে।

যিল্লি ও বরুযী নবীর ধারনা

যিল্লু মানে ছায়া। যিল্লুনবী মানে ছায়া নবী। ছায়া মূল বস্তু হয়না। মূল বস্তুর সত্তাগত স্বতন্ত্র অবস্থান থাকে। যা ছায়ার ব্যাপারে কল্পনাও করা যায়না। কাজেই ছায়াকেমূল বস্তুর বাস্তব বিকাশ বলা চলে না। ছায়া ছায়াই, বস্তু নয়। তাই মির্জা গোলাম আহাম্মাদ নিজেকে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর যিল্লুন বা ছায়া বানিয়ে তাঁর মহান সত্তায় রূপান্তরিত হতে পারে না। আর মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সব বিশেষণের অধিকারী তা ছায়ারূপী মির্জার মাঝে প্রতিফলিত হতে পারেনা। সত্তার চেতনা থাকে। ছায়ার তা থাকেনা। সত্তা দেখে ও শোনে। ছায়া দেখেও না শোনেওনা। সত্তা স্বেচ্ছায় যথাইচ্ছা যেতে পারে। ছায়া যথা ইচ্ছা তথা যেতে পারেনা। কাজেই নবীর ছায়া হওযার কাল্পনিক দাবী করে তাঁর গুণাগুনের মালিক হওযার জন্য ফন্দি ফিকির করা মির্জার অপপ্রয়াস মাত্র।

তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়। মির্জা একজন ব্যক্তি। তার বস্তুগত দেহছিল। দেহ

www.pathagar.com

কোন ক্রমেই দেহ বিশেষের ছায়া হতে পারেনা। বস্তুতঃ দেহের ছায়া পড়ে। ওই ছায়া বস্তু হয়না। ছায়া যদি বস্তু হত তাহলে ছায়ার মাঝে বস্তুর লক্ষণ পরিদৃষ্ট হত। বস্তু খন্ডিত হয়, ব্যথা পায়, খায় দায়,বস্তুর দেহ হতে রক্ত ও নির্গত পদার্থ বের হয়। ছায়ার তেমন কিছু হয়না। কাজেই ব্যক্তি মির্জা ব্যক্তিই। কারো ছায়া নয়। এটা অলীক দাবী, কল্পনা প্রসূত মূল্যহীন দর্শন। অনুরূপ বুরুযী নবী হওয়ারও কোন অর্থ হয়না। বারাযার (بَرَزَ بُروزاً) অর্থ সশরীরে প্রকাশিত হওয়া। দেহনিয়ে কারো সামনে উপস্থিত হওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَرضُ غَيْرَالْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَ بَرَزُوا لِلّٰه الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (ابراهيم-٤٨)

"যেদিন পৃথিবীকে ভিন্ন পৃথিবীতে বদলে দেয়া হবে আর আসমান সমূহকে এবং সকলেই উপস্থিত একক সত্তাধিকারী পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে।"[২২]

(ইবরাহীম-৪৮)

وَلَمَّابَرَزُوا لِجَالُوْتَ و جُنُوْدِه (بقره :٢٥)

"তারা যখন জালূত এবং তার সেনাদের সামনে উপস্থিত হলো।"[২৩]

এ উভয় স্থানে যুরুয মানে স্বশরীরে প্রকাশিত হওয়া, উপস্থিত হওয়া কারো সমনে যাওয়া ইত্যাদি। কাজেই বুরুযী নবী হওয়ার কোন অর্থ হয়না। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দেহাবয়বে মির্জার অপবিত্রদেহ অথবা মির্জার দেহে নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক দেহ কখনো বিলীন হয়নি। অথবা উভয়ের পরস্পর দেখা সাক্ষাত হয়নি। আর বস্তু বস্তু সত্তায় বিলীন হয়ে প্রকাশ পাওয়ার মতবাদ ইসলাম সমর্থন করেনা পূণর্জন্ম, অবতারবাদ মুশরিকদের ধারনা প্রসূত দর্শন। ইসলাম সম্মত মতবাদ নয়। কাজেই বুরুযী নবীর ধারনা কোন মুসলমান পোষণ করতে পারেনা। আর নবীতে বিলীন হয়ে নবী হয়ে বসার চিন্তাধারা আপন সত্তাকে নবী সত্তার উপর প্রাধান্য দেয়ার শামিল যা নবীর শানে বে আদবী। যে বিলীন হয়ে গেল তার সত্তা আর রইল কোথায়? তার সত্তানুভূতি থাকলে বিলীন হয় কি করে? তাই মির্জা গোলাম আহম্মাদের এরূপ দাবী অবাস্তব ও অবাস্তর। মির্জা এরূপ প্রয়াস চালিয়ে তথা যিল্লী ও বরুযী নবীর দর্শনের আশ্রয় নিয়ে বস্তুতঃ আপন সত্তাকেই ধরেছে। আর আপনার জন্য প্রকারান্তে নবী হওয়ার পায়তারা করছে। আখেরী নবীর যাবতীয় বিশেষণে বিভূষিত হওয়ার দুসাহস করছে। মির্জা বলছেঃ

www.pathagar.com

نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے- یعنی فنا فی الرسول کی پس جوشخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ظلی طور پر وہی نبوت کی چادر پھنائی جاتی ہے جونبوت محمدی کی چادرہے-

"--নবুয়্যতের যাবতীয় বাতায়ন বন্ধ করা হয়েছে। তবে সিদ্দীক-চরিত্রের একটি জানালা খোলা আছে। অর্থাৎ, রাসূলে বিলীন হওয়ার বাতায়ন খোলা আছে। অতএব, যে ব্যক্তি সেই জানালা দিয়ে ঢুকে আল্লাহর নিকট আসে তার উপর ছায়া স্বরুপ নবুয়্যতের সে চাদর পরিয়ে দেয়া হয় – যা হচ্ছে নবুয়্যতে মুহাম্মদীর চাদর।"[২৪]

নবুয়্যতের চোরাই পথ

কাদিয়ানী নবী দাবীকারীর কি সুন্দর ব্যবস্থা। সিদ্দীক চরিত্রের জানালা পথে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হলে নবুয়্যতে মুহাম্মাদীর চাদর পরিয়ে দেয়া হয়। তখন এরূপ অনুপ্রবেশ কারীর নবী বনে যাওয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তির দৃষ্টিতে হয়না। সে নবীর সাথে একাত্মতার দরুণ নবী হয়ে যায়। তখন তাকে নবী রাসূল, মুরসাল নামে অভিহিত করা যায়। এযেন নবী রাসূলের খেতাব চুরি করার অবারিত খিড়কি পথ। এ পথে ঢুকলেই নবী রসুল হওয়া যায়।

মির্জা গোলাম আহাম্মদ এরূপ খিড়কি পথকে (سیرت صریقی کی کھڑ کی), সিদ্দিক চরিত্রের খিড়কি বলেছে। যার নামে এ খিড়কি পথের নামকরণ করা হয়েছে তিনি কি এ পথে ঢুকে নবী রাসূলের খেতাবে বিভূষিত হয়ে ছিলেন? তাকে কি নবী অথবা রাসূল বা মুরসাল বলা হতো? তাঁকে 'খালিফাতুর রাসূল'তথা রাসূলের খলিফা বলা হয়েছে। নবী, রাসূল, মুরসাল বলে অভিহিত করা হয়নি। তাহলে এ পথের দোহাই দিয়ে মির্জা গোলাম আহাম্মদ কি করে নবী-রাসূলের খিতাব পেল? এমনকি বর্ণচোরা গোলাম আহাম্মদ খাতামুন নাবিয়্যীনের পদবীও দখল করে নিল। মির্জা গোলাম আহম্মদের জানা ছিল না যে, নবীর অন্তর্ধান হওয়া সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু ছালায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবুবকর সিদ্দিকের উদ্দেশ্যই বলেননি যে, (لوکان بعدی نبی لکان ابوبکر) আমার পর কোন নবী আসলে আবুবকর নবী হত। বরং তিনি এ কথা

www.pathagar.com

ফারুকে আযমের উদ্দেশ্যেও বলেছেন ঃ لوكان من بعدى نبى لكان عمر আমার পর কেউ নবী হলো উমর নবী হতো।[২৫]

কাজেই সিদ্দিক চরিত্রের চোরাই পথে ঢুকে নবীর বৈশিষ্ট্য চুরি করার যুক্তি ধোপে টেকে না। তাহলে তার বাক্যাবলী অসামঞ্জস্যশীল হত না। সে বলেছেঃ নবুয়্যতের যাবতীয় যাতায়াত বন্ধ করা হয়েছে।" নবুয়্যতের সমস্ত খিড়কি বন্ধ করা হয়ে থাকলে নবী রাসূল হওয়ার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। সিদ্দিক চরিত্রের খিড়কি পথ খোলা থাকাতে বিষয়গত কোন প্রভাব পড়বে না। কারণ, নবুয়্যত ও সিদ্দিকীয়্যত দুটি স্বতন্ত্র রুহানী মোকামের ইঙ্গিত বহন করে। সিদ্দিকী চরিত্রের পথে 'সিদ্দিক' হওয়া যাবে, নবী হওয়া যাবে না। নবী হওয়ার কোন উপায় নেই। মির্জা গোলাম আহম্মদের কথায়ই নবুয়্যতের যাবতীয় বাতায়ন বন্ধ হয়ে যায়। মির্জা গোলাম আহাম্মদ তার অসংলগ্ন কথা দ্বারা নিজের অন্তসার শূন্যতার পরিচয় দিয়েছে।

কবি–কল্পনা নবুয়্যতের ভিত্তি হতে পারে না

হ্যাঁ, কিছু কবি কল্পনা রয়েছে। যেমন প্রেমিক যুগল সম্পর্কে কবিরা বলে থাকে–

من تو شدم تو من شدى　　من تن شدم توجان شدى

تاكس نگويد بعد از ين　　من ديگرم تو ديگرى

"আমি তুমিতে পরিণত হলাম। তুমি আমি হলে। আমি দেহ তুমি দেহের প্রাণ। তাই এর পর কেউ বলবে না যে, আমি ভিন্ন আর তুমি ভিন্ন।"

এ হল প্রেম উম্মাদনার প্রলাপউক্তি। কাব্যে প্রেমিক যুগল এক সত্তায় পরিণত হয়ে যায় না। পরে দেখা যায় প্রেমিক যুগলের মুখ চাওয়া–চাওয়িও বন্ধ হয়ে যায়। আর তারা যে, বাস্তব জগতে স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে থাকে তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন পরে না। প্রেমিকা নর কখনো প্রেমিক নারীতে পরিণত হয় না।

বস্তুতঃ কবি কল্পনার উপর নবুয়্যতের ভিত্তি স্থাপিত হয় না। নবুয়্যত কল্পনা প্রসূত নয়–বাস্তব বিষয়। কাব্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَمَاعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِىْ لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ

"তাঁকে কবিতা শিখাইনি। তার জন্য কবিতা শোভনীয় নয়। এটা তো উপদেশ এবং স্পষ্ট কুরআন।"[২৬]

কবিতা যে নবীদের শানের খেলাপ আয়াতটি তাই প্রমাণ করে। অথচ মির্জা

www.pathagar.com

গোলাম আহাম্মদ উল্লিখিত ফার্সী কবিতা তার ফিল্লি বুরুযী নবী হওয়ার প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছে।[২৭]

আর কবি এবং নবীদের চরিত্রের ফারাক বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُوْنَ-وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالَايَفْعَلُوْنَ (سور شعرا -٢٢٦-٢٢٤)

"এবং যারা পথভ্রষ্ট তারা কবিদের অনুসারী হয়। তুমিকি দেখ না যে তারা উপত্যকা সমূহে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর যা করে না তাই বলে থাকে।"[২৮]

(সূরা শূয়ারা ঃ ২২৪-২২৬)

এখানে আল্লাহতায়ালা কবিদের এবং তাদের অনুসারীদের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। অনুসারীরা কোন চরিত্রের লোক তা দিয়ে তারা যাকে অনুসরণ করে তার মুল্যায়ন করেছেন আল্লাহতায়ালা। সাধারণতঃ বিভ্রান্ত লোকেরা কবিদের অনুসারী হয়। যাকে তারা অনুসরণ করে সে যদি ভাল লোক হয় তাহলে তার অনুসারীরা পথভ্রষ্ট ও নষ্ট লোকে পরিণত হত না। এতে বুঝা যায় কবিরা নিজেরাই ভ্রান্ত পথের দিশারী। আর কবিরা অতিরঞ্জিত কথা কয়, যা কয় তা করে না। তাদের কবিতায় উপদেশ থাকতে পারে। তারা কিন্তু ব্যতিক্রম চলে। কথায় ও কাজে গড়মিল কবিদের চরিত্রের বিশেষ দিক। পক্ষান্তরে নবীর চরিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। নবীগণ যা বলেন তাই করেন। তারা চরিত্রের অধিকারী হন। তাই তাদের অনুসারীরাও চরিত্রবান ও সৎ লোকে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

প্রমাণ সূত্র

১। হকিরাতুল ওহী ঃ ১৪১ পৃষ্ঠা।

২। আরবাঈন ঃ গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী– চতুর্থ খণ্ড, ৭ম পৃষ্ঠা।

৩। আরবাঈন ঃ গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী– চতুর্থ খণ্ড, ৭ম পৃষ্ঠা।

৪। তাফসীর ইবনে ফাসীর ঃ ১ম খণ্ড, ৫৭৯–৫৮২।

৫। তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ম খণ্ড, ৫৭৯–৫৮২।

৬। তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ম খণ্ড ৫৭৯৯৯–৫৮২।

৭। তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ম খণ্ড ৫৭৯৯৯–৫৮২।

৮। তাফসীর ইবনে কাসীব ঃ ১ম খণ্ড ৫৭৯৯৯–৫৮২।

৯। হাকীকাতুল অহী ঃ মির্জা গোলাম আহাম্মদ ১৬৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। এক গালতাকা ইযালা ঃ ১–২ পৃষ্ঠা।

১১। খুতবায়ে ইলহামিয়া মির্জা গোলাম আহাম্মদ পৃষ্ঠা ১৭। যামীমা–ই তোহফাই গুলড়াবিয়া ঃ ৪১ পৃষ্ঠা।

১২। এক গালতীকা ইযালা ঃ মির্জা গোলাম আহাম্মদ পৃষ্ঠা– ৬।

১৩। তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ম খণ্ড, ৫৭৮ পৃষ্ঠা এবং ৫৮৬ পৃষ্ঠা।

১৪। তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ম খণ্ড ৫৭৯ পৃষ্ঠা।

১৫। মুহম্মাদ খাতামে পয়গাম্বরা ঃ খতমে নবুওয়্যত প্রসঙ্গ, ৫২১ পৃষ্ঠা।

১৬। আলে ইমরান ৮১ আয়াত।

১৭। আন্‌কাবূত ঃ ১৪ আয়াত।

১৮। হুদঃ ঃআয়াত।

১৯। তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ঃ৫৮৩ পৃষ্ঠা।

২০। তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ঃ৫৮৩–৪ পৃষ্ঠা।

২১। এজাযে আহমাদী ঃ ৩০ পৃষ্ঠা।

২২। সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮ আয়াত।

২৩। বাকারাহ ঃ ২৫ আয়াত।

২৪। এক গালতীকা ইযালা ঃ ৬ পৃষ্ঠা।

২৫।

২৬। য়াসীনঃ ৬৯ আয়াত।

২৭। এক গালতীকা ইযালাহ ঃ ৬ পৃষ্ঠা।

২৮। শো আরা ঃ ২২৪, ২২৫, ২২৬ আয়াত।

www.pathagar.com

হাদীসের আলোকে হযরত ঈসা (আঃ)–এর অবতরণ প্রসঙ্গ

হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে এ দুনিয়ায় আখেরী যামানায় ফিরে আসবেন। আর কিয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্বে তিনি শিরকমুক্ত এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিবেন। তিনি তাঁর ঈসায়ী উম্মতের ভুল ভাঙ্গিয়ে তাদেরকে ইসলামে দাখিল করবেন। তখন এ পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই থাকবে। অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না। তাঁর আগমনের পূর্বে দাজ্জালের তৎপরতা আরম্ভ হয়ে যাবে। দাজ্জাল খোদায়ী দাবী পর্যন্ত করে বসবে। হযরত ঈসা (আঃ) এসে বানোয়াট খোদা–দাজ্জালকে কতল করবেন। এরূপে চিরতরে দুনিয়া হতে মিথ্যা খোদায়ী দাবী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর যাবতীয় ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে একমাত্র ইসলাম টিকে থাকবে। তখন

وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِلَّهِ–

আর যাবতীয় ধর্ম–মত আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে–[১] এই পরিবেশ সৃষ্টি হবে। হযরত ঈসা (আঃ)–এর আগমন সংক্রান্ত হাদীসগুলো বিস্তারিতভাবে পৃথিবীতে তার পুনরায় আসার বিবরণ পেশ করে। হাদীসে যেখানে দাজ্জাল প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে প্রায়ই ঈসা নবীর (আঃ) আগমনের কথাও এসেছে। কারণ একমাত্র ঈসা (আঃ) সেই দাজ্জালকে প্রতিহত করতে পারবেন। কাজেই দাজ্জালের ক্রিয়াকর্ম এবং হযরত মসীহ (আঃ)–এর প্রতিরোধের বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে পরিলক্ষিত হয়। এ দু'জনের বর্ণনা যুগপৎভাবে হাদীসগুলোতে এসেছে। দাজ্জালের এবং হযরত মসীহ (আঃ)–এর আগমনের আকীদা অকাট্য–মুতাওয়াতির বর্ণনাসূত্রে প্রমাণিত। এ আকীদা অস্বীকার করা যায় না। কুরআন মজীদ যে সূত্রে বর্ণিত দাজ্জাল ও ঈসা নবীর আগমনের কথাও ঐ একই সূত্রে বর্ণিত। উভয়ের সূত্র মুতাওয়াতির, যা অকাট্য। হ্যাঁ, এরূপ বর্ণনায় কর্মতৎপরতার খুঁটিনাটি বিষয়াদিও আলোচিত হয়েছে–যা অবশ্য অকাট্য নয়। মূল কথা প্রতিশ্রুত ঈসা (আঃ)–এর আগমন এবং দাজ্জালের আগমন সমসাময়িক বলা যায়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) "হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)–এর অবতরণ"এই শিরোনামে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)–এর নিকট থেকে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماعدلا فيكسر الصليب و يقتل

www.pathagar.com

الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتّى لا يقبله احد و حتّى تكون السجدة خيرا له من الدنيا و مافيها-

- "হযরত আবু হুরায়রা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যার হাতে আমার জীবন আমি তার কসম করে বলছি, অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণ মধ্যস্থতাকারীরূপে মরিয়ম তনয় অবতীর্ণ হবেন। তিনি এসে ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন। আর শূকর বধ করবেন। ফলে কেউ সম্পদ গ্রহণ করতে আসবে না। আর এরূপ অবস্থা দাঁড়াবে যে, মাত্র একটি সিজদা সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার বিষয়াদির চেয়ে উত্তম বলে মনে হবে।"[২]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর অপর বর্ণনায় يقتل الرجّال অর্থ তিনি এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন-বাক্য রয়েছে।[৩]

ক্রুশ হলো বর্তমান খৃষ্ট-ধর্মের প্রতীক। হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ করেছেন এ ভিত্তিহীন ধর্ম বিশ্বাসের ধারণা দেয় খৃষ্টানদের ক্রুশ। আর কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন ঃ

وَمَاقَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْافِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ. مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّااتِّبَاعَ الظَّنِّ . وَمَاقَتَلُوْهُ يَقِيْنًا. بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ. وكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا. (النساء -١٥٧-١٥٨)

"আর তারা তাঁকে ঈসা (আঃ) হত্যা করেনি, শূলে বিদ্ধ করেনি, বিষয়টি তাদের জন্য গোলমেলে হয়ে যায়। যারা তাঁর ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে নিশ্চয় তারা তাঁকে নিয়ে সংশয়ে পড়েছে। তাঁর সম্পর্কে তাদের ধারণা ও অনুমান পোষণ ছাড়া নিশ্চিত কোন জ্ঞান নেই। আর তারা যে তাঁকে নিহত করেনি এটা সন্দেহাতীত। বরং আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর নিকটে উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ্ হলেন শক্তিমান অজেয়, প্রজ্ঞাবান সত্তা।"[৪] (সূরা নিসাঃ ১৫৭-৫৮)

এতে সাব্যস্ত হয় যে, বর্তমান খৃষ্টানদের মাঝে হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে সবার জন্য ত্রাণকর্তা বনে গেছেন, এরূপ ধারণা অলীক। আর ক্রুশ-কাষ্ঠটি হচ্ছে এরূপ ভিত্তিহীন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতীক। তাই সঙ্গত কারণেই তিনি আগমন করে এ দুষ্ট প্রতীক ভেঙ্গে ফেলে ভুল ধারণার অবসান করবেন।

তিনি আগমন করে শূকর বধ করবেন। আসলে শূকর একটি নিষিদ্ধ জন্তু। শূকরের অনিষ্টকর প্রভাব মানব চরিত্রে প্রতিফলিত হয় তা আহার করলে। মানুষ শূকর খেয়ে

www.pathagar.com

জানোয়ার স্বভাবের হয়ে উঠে। বস্তুর নিজস্ব ক্রিয়া রয়েছে। যা দ্বারা অন্য বস্তু আক্রান্ত বা লাভবান হয়। শূকর দ্বারা মানব চরিত্র আক্রান্তই হয়। বেহায়াপনা ও নিষ্ঠুরতা শূকর চরিত্রের বিশেষ দিক। শূকর খায় বলে হয়তো খৃষ্টানদের মাঝে হায়া-শরমের উপস্থিতি তেমন নেই। মুসলমানরা তাদের দ্বারা বর্তমানে আক্রান্ত হচ্ছে। খৃষ্ট ধর্মে শূকর খাওয়ার বৈধতা ছিল না। কনস্টানটিনোপল নামক খৃষ্টান নরপতি তার যামানায় শূকর খাওয়ার প্রচলন করেন। তিনি খৃষ্ট ধর্মের বহু উপাসনালয় স্থাপিত করে দিয়ে খৃষ্টানদের মাঝে জনপ্রিয় নরপতি হয়ে যান। তিনি স্বীয় প্রভাব খাটিয়ে এ অবৈধ কাজ বৈধ করেন। তিনিই খৃষ্ট ধর্মে শূকর খাওয়ার প্রচলন চালিয়ে দেন।[৫] হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করে শূকর খাওয়ার অবৈধতা ঘোষণা করে খৃষ্টানদেরকে বিদআত মুক্ত করবেন।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একবার কুকুর মারার অভিযান চালিয়ে দেন। কিছুদিন পর কালো চোখের মারাত্মক কুকুর মারার ক্ষেত্রে অভিযানকে সীমাবদ্ধ করেন। প্রথমদিকে কুকুরের খাওয়া পাত্র সাতবার করে ধৌত করতে হবে বলে হুকুম দেন। আর অষ্টমবার মাটি দ্বারা বর্তন রগড়িয়ে ধুয়ে ফেলতে বলেন। পরে কুকুরে খাওয়া পাত্র মাত্র তিনবার ধুয়ে ফেললেই চলবে বলে এই বিধান প্রবর্তিত হয়।[৬] মানুষের মন হতে কুকুরপ্রীতি দূর করার জন্য তিনি প্রথমদিকে কুকুর মারার হুকুম দেন। কুকুরের লালায় মারাত্মক জীবাণু থাকে। মানুষের জন্য তা ক্ষতিকর। তাই তিনি কুকুরের খাওয়া বাসনপত্র ধোওয়ার ব্যাপারেও কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এরূপে তিনি সমাজ হতে কুকুর প্রীতির অবসান ঘটান। হযরত ঈসা (আঃ) এসে দেখবেন যে, তাঁর অনুসারীরা দেদার আনন্দে শূকর মাংস খাচ্ছে। বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। তখন তিনি শূকরপ্রীতি কমিয়ে আনার জন্য শূকর মারার অভিযান চালাবেন। এরূপে খৃষ্টানদের মন হতে তিনি শূকরের আকর্ষণ কমিয়ে আনবেন। নবী করীম (সাঃ) এবং হযরত ঈসা নবীর মাঝে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে কুকুর মারা এবং শূকর মারার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ইসলামে জিযিয়া কর প্রয়োগ করা অবধারিত হুকুম নয়। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনে অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে এ কর নেয়ার বৈধতা আছে। কিন্তু অবশ্যই তাদের নিকট হতে এ কর আদায় করতেই হবে এমন হুকুম ইসলামে নেই। প্রয়োজন না থাকলে কর প্রত্যাহার করা যায়। হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমনের পর মালামালের অভাব থাকবে না। প্রচুর সম্পদ মুসলমানদের হাতে থাকবে। এমনকি দান করলে তা নেয়ার লোক পাওয়া যাবে না। এমতাবস্থায় কর ধার্য করার প্রয়োজন হবে না। এছাড়া হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ঈসা নবীর আগমনে খৃষ্টানরা মুসলমান হয়ে যাবে। পৌত্তলিক বলতে কেউ থাকবে না সকলেই এক দীনের অনুসারী হবে।[৭] এমতাবস্থায় জিযিয়া কর ধার্য করার

www.pathagar.com

মত পরিবেশ থাকবে না। কারণ জিযিয়া কর একমাত্র অমুসলিম নাগরিকদের উপর আরোপ করা যায়। তখন কোন অমুসলিম থাকবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে হযরত ঈসা নবী জিযিয়া কর রহিত করে দেবেন। এর অর্থ এ নয় যে, শরীয়তে মুহাম্মাদীতে জিযিয়া করারোপ করার বিধান ছিল। আর হযরত ঈসা নবী এসে এরূপ বিধান বাতিল করে দেবেন। রহিত করা আর বাতিল করা এক নয়। তখন জিযিয়া করারোপের পরিবেশ থাকবে না বলে তা স্থগিত করা হবে। দাজ্জালকে কতল করা হযরত মসীহ্ (আঃ)–এর বিশেষ কাজ হবে। তাই তিনি তাকে হত্যা করবেন। দাজ্জাল প্রথমে এসে নিজেকে মসীহ্ বলে দাবী করবে আর মসীহ্ (আঃ)–এর অনুসারী খৃষ্টানদের সমর্থন কুড়িয়ে নেয়ার পাঁয়তারা করবে। কিন্তু কামিয়াব হবে না। অবশ্য ইয়াহুদীরা দাজ্জালকে সমর্থন করবে। যেহেতু দাজ্জাল হযরত মসীহর লকব (উপাধি) ধারণ করে অবশেষে খোদায়ী দাবীও করে বসবে, সেহেতু আসল মসীহ্ হযরত ঈসা (আঃ) এসে তাকে হত্যা করবেন। আর প্রমাণ করবেন যে দাজ্জাল দাজ্জালই ছিল, মসীহ্ ছিল না। আর খৃষ্টানরা হযরত ঈসা ইবনু মরিয়মকে খোদা বানিয়েছিল। কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ

لقد كفر الذين قالوا ان الله هوالمسيح ابن مريم–

– "যারা বলে যে মরিয়ম তনয় স্বয়ং আল্লাহ্ তারা সন্দেহাতীতভাবে কাফির হলো।"[৮০] অনন্তর, যাঁকে লোকেরা খোদার আসনে একবার বসিয়েছে তাঁকে দিয়েই নকল খোদাকে কতল করিয়ে দেয়ার মাঝে হিকমত রয়েছে। এতে করে খৃষ্টানদের ভুল ধারণা কেটে যাবে যে কোন মানুষ সে যত উঁচু মর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন খোদা হতে পারে না। হযরত মসীহ (আঃ) একদল খৃষ্টান কর্তৃক খোদা বলে বরণীয় ছিলেন। তিনি নিজেই খোদায়ীর দাবীদার দাজ্জালকে হত্যা করেন এ অপরাধে। কাজেই গায়রুল্লাহকে খোদা মানার প্রশ্ন অবান্তর।

খৃস্টানদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনা

আমাদের আলোচনায় পাঠকগণ বুঝতে পেরেছেন, হযরত মসীহ্র পুনরাগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভ্রান্ত খৃষ্টানদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা। দাজ্জালকে হত্যা করা এ উদ্দেশ্য হাসিলের সহায়ক পদক্ষেপ। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আলোচ্য হাদীস বর্ণনা করে এ হাদীসের বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের আয়াত পেশ করে বলেনঃ

ثم يقول ابوهريرة رض : فاقرأو ان شئتم: وان من اهل الكتاب الاّ ليئمنن به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا

(النساء ١٥٩)

www.pathagar.com

"হাদীস বর্ণনা করে অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ যদি চাও তবে পড় ঃ

"আহলে কিতাবগণের কেউ বাকি থাকবে না যে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন না করবে। আর কিয়ামতে তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।"[৯]

আমরা এখানে দেখতে পাই যে, হযরত মসীহ (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে সকল আহলে কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। অথচ খৃষ্টানদের কথামত হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে লাঞ্ছিত অপমৃত্যু ঘটার সময় আহলে কিতাব ইয়াহুদীরাই তাকে ফাঁসি দেয়। এমনকি হযরত মসীহ্‌র সাথীদের মধ্যেও কিতাবধারীরা ঈসা নবীকে অস্বীকার করে বসে।[১০]

তাহলে দেখা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর এখনো স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। হয়ে থাকলে কোন কিতাবধারী ইয়াহুদী থাকত না। সকলেই স্বেচ্ছায় খৃষ্টান হয়ে যেতো। এমনকি এক অর্থে মুসলমানগণও আহলে কিতাব বা কিতাবে বিশ্বাসী। তাদেরও খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবতা তা বলছে না। তাই বুঝা গেল, কুরআনের আলোচ্য আয়াতে যে মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে তা ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার পর ঘটবে। তখন তিনি ভ্রষ্ট খৃষ্টানগণকে ইসলামের পথ দেখাবেন। আর যে সব আহলে কিতাব ভুলবশতঃ দাজ্জালকে প্রতিশ্রুত মসীহ ভেবে অনুসরণ করেছিল তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দেবেন। বাকিরা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে আর রক্ষা পাবে।

হযরত মসীহ্ (আঃ) কি নামাজে ইমামতি করবেন?

হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহে হযরত মসীহ্ (আঃ) আসমান হতে অবতরণ করার সময় হবে ফজরের নামাযের সময়। ফজরের নামাযের জামাত তখন প্রস্তুতের পথে। এমন সময় হযরত মসীহ্ (আঃ) অবতরণ করবেন। এ প্রসঙ্গে মুফাসসির ইবনে কাসীর একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হাদীসটিতে বলা হয় ঃ

وينزل عيسى ابن مريم عليه السّلام عند صلاة الفجر فيقول له اميرهم ياروح الله تقدم صل- فيقول هذه الامة امراء بعضهم على بعض- فيتقدم اميرهم فيصلى الخ (رواه احمد)

"হযরত ঈসা (আঃ) মরিয়মের পুত্র ফজরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। তিনি অবতরণ করলে পর মুসলমানদের (তৎকালীন) আমীর তাঁকে লক্ষ্য করে

www.pathagar.com

বলবেনঃ হে রুহুল্লাহ্! আগে আসুন, নামায পড়ান। উত্তরে তিনি বলবেন ঃ এ উম্মতের আমীরগণ পরস্পর পরস্পরের আমীর। তখন মুসলমানদের (তৎকালীন) আমীর অগ্রসর হবেন, অতঃপর নামায পড়াবেন।[১১]

অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায়, নবী করীম (সাঃ) বলছেন ঃ

ان اباهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم ؟ اذا نزل فيكم المسيح بن مريم و امامكم منكم -(رواه احمد و تابعه عقيلى واوزاعى)

"যখন তোমাদের মাঝে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হতেই নিযুক্ত হবে তখন তোমাদের অবস্থা কি আকার ধারণ করবে?"[১২]

এসব বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত মসীহ্ অবতরণ করে নামাযে ইমাম হতে যাবেন না। উম্মতে মুহাম্মদীর তৎকালীন ইমামই নামাযে ইমামতী করবেন। আর হযরত মসীহ্ (আঃ) কে নামাযে ইমাম হওয়ার জন্য মুসলমানদের আমীর আহবান জানাবেন। হযরত মসীহ্ বলবেন যে, এ উম্মতের লোকজন পরস্পরের আমীর (পরিচালক)। কাজেই আপনিই ইমামতী করুন। তখন মুসলমানদের আমীর অগ্রসর হয়ে নামায পড়াবেন। আর হযরত মসীহ্ (আঃ) মুক্তাদী হবেন। অবশ্য ব্যতিক্রম বর্ণনাও রয়েছে, যা দ্বারা হযরত মসীহ্ (আঃ) ইমাম হবেন বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এরূপ বর্ণনা বিপরীত বর্ণনাসমূহের তুলনায় কম ও সূত্রগত দিক দিয়ে দুর্বল। এখানে তা নিয়ে দীর্ঘালোচনার অবকাশ নেই। আর বিস্তারিত বর্ণনাসমূহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মুকাবিলায় প্রাধান্য পায়। তাই বলব হযরত মসীহ্ (আঃ) আখেরী যামানায় এসে নবুয়্যত জারি করবেন না। শরীয়তে মুহাম্মদীর অধীন হয়ে থাকবেন। আর শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান মোতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। তাই শরীয়তে মুহাম্মদীই শাশ্বত ও সনাতনী খোদায়ী বিধান। যে বিধান মেনে চলবেন খোদ মসীহ্ (আঃ) পুনরায় এ ধরায় অবতরণ করে। কাজেই নবী (সাঃ)–এর পর কোন নকল মসীহ্র আদেশ নিষেধের মালিক নবী হয়ে আসার ফুরসুত নেই। এতদসত্ত্বেও মির্জা গোলাম আহাম্মদের ধৃষ্টতা যেমন ঃ সে নবী সাহেবে শরীয়ত হওয়ার দাবী তুলে বলছে ঃ

كيونكه ميرى وحى ميں امر بهى هيں نهى بهى-

(اربعين حصه ٤ ص ٦)

"কেননা আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে আদেশ রয়েছে, নিষেধও রয়েছে।[১৩]

বিস্তারিত দেখুন উদ্ধৃতি নং ৯৫।

www.pathagar.com

প্রমাণ সূত্র

১· আনফাল ঃ ৩৯ আয়াত।

২· তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ম খণ্ড, ৫৭৮ পৃষ্ঠা।

বুখারী শরীফ ঃ

মুসলিম শরীফ ঃ

৩· তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ম খণ্ড, ৫৭৮ পৃষ্ঠা।

৪· আন নিসা ঃ ৪ ঃ ১৫-১৫৮ আয়াত।

৫· তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ম খণ্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা।

৬·

৭· তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ

৮· মায়েদাহ ঃ ১৭, আয়াত।

৯· নিসা ঃ ৪ ঃ ১৫৯ তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ম খণ্ড, ৫৭৮ পৃষ্ঠা।

১০· মথী ঃ

১১· তাফসীর ইবনে কাসীর ঃ ১ম খণ্ড, ৫৭৯ পৃষ্ঠা।

১২· " " " ঃ " ৫৭৮ "।

১৩· আর বায়ীন ঃ ৪র্থ খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

মির্জা গোলাম আহাম্মদের দাবীর বহর

শরীয়তধারী নবী হওয়ার দাবী ঃ

ما سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے- جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعہ ہو گیا ہے- پس اس یعریف کے روسےبھی ہمارے مخالف ملزم ہیں- کیو نکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی-

(اربعین حصہ ٤ ص ٦).

"এতদ্ব্যতীত এ বিষয়ও বুঝতে চেষ্টা করো যে শরীয়ত কি বস্তু? যে স্বীয় অহী দ্বারা কিছু নির্দেশ কিছু নিষেধ বর্ণনা করেছে আর নিজের উম্মতের জন্য নীতি, আইন নির্ধারণ করেছে সেই তো হয় শরীয়তধারী। অতএব, শরীয়তের এ সংজ্ঞা অনুসারেও বিরোধিতাকারীরা দোষী। কেননা আমার অহীতে নির্দেশ রয়েছে, নিষেধও রয়েছে।"[১]

এখানে গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী নিজেকে সাহেবে শরীয়ত–শরীয়তধারী বলে দাবী করেছে। অর্থাৎ সে বলতে চায় তার প্রতি অবতীর্ণ অহীতে আদেশ–নিষেধ উভয়ই রয়েছে। আর যার অহীতে আদেশ–নিষেধ থাকে তাকেই শরীয়তধারী বলে। অর্থাৎ সে অন্যান্য স্বতন্ত্র নবীদের ন্যায় শরীয়ত বহনকারী নবী। মির্জা গোলাম আহাম্মদ এখানে স্বীকার করেছে যে, তার প্রতি অহী হয়। এ অহী তার কথায় আদেশ ও নিষেধ বিশিষ্ট। তাই মির্জা নিজেকে অহির মালিক শরীয়তধারী নবী বলে দাবী করল–যা ইসলামী আকীদামতে ইসলাম হতে খারিজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

(২) অহী প্রাপ্তির দাবী ঃ

اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہون

www.pathagar.com

ایساهی بغیر فرق ایك ذرہ کے خداکی اس کھلی وحی پر
ایمان لاتا هوں جو مجھے هوئی- (ایك غلطی کا ازاله ص٦.)

"আর আমি যেরূপভাবে কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখি বিন্দুমাত্র পার্থক্য না করে আল্লাহ্‌র ঐ অহীর প্রতিও ঈমান রাখি যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।"[২]

এখানে মির্জা গোলাম আহাম্মদ তার প্রতি যে অহী হয় তা কুরআনের আয়াতের সমান বলেছে। এরূপ অহীর প্রতি ঈমান এবং কুরআনের আয়াতের প্রতি বিশ্বাসে মির্জা বিন্দুমাত্র পার্থক্য করে না। অথচ কুরআন হল আল্লাহ্‌র গ্রন্থ। যার মুকালিবা করা বা অনুরূপ একটি আয়াতও রচনা করা জ্বিন-ইনসান কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ দাবী কুরআনের কালামে এলাহী হওয়ার দলিল। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন ঃ

اِن کُنتُم فِی رَیبٍ مِّمَّا نَزَّلنَا عَلٰی عَبدِنَا فَأتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثلِه ص
وَادعُوا شُهَدَائَکُم مِن دُونِ اللّٰهِ اِن کُنتُم صَادِقِینَ- (بقره-٢٣)

"আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি তাতে তোমরা সন্দেহ পোষণ করলে অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আন। আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের অন্যান্য সকল সাহায্যকারীকে এ কাজে ডেকে নেও-তোমরা সত্যবাদী হলে।"[৩]

قُل لَئِنِ اجتَمَعَتِ الانسُ وَالجِنُّ عَلٰی اَن یَأتُوا بِمِثلِ هٰذَا القُرانِ
لَایَأتُونَ بِمِثلِه وَلَوکَانَ بَعضُهُم لِبَعضٍ ظَهِیراً -(الاسراء -٨٨)

"বলে দাও, এই কুরআনের ন্যায় রচনা করতে জ্বিন এবং ইনসান সকলে মিলে প্রয়াস চালালেও কুরআনের অনুরূপ উপস্থিত করতে পারবে না। পরস্পর পরস্পরকে মদদ করেও না।"[৪]

এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের ন্যায় অন্য কিছু হতে পারে না। কেউ কুরআনের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারে না। এমতাবস্থায় কুরআনের আয়াতের পর্যায়ে রেখে মির্জা কি করে তার প্রতি অবতীর্ণ কথিত অহীর (?) উপর ঈমান রাখে?

(৩) মির্জার প্রতি ঈমান না আনলে নাজাত হবে না ঃ

(٣) چونکه میری تعلیم میں امر بھی ھے اور نھی بھی اور

www.pathagar.com

شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے، اس لئے خدا تعالے نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میر ے پر ہوتی ہےفلك، کے نام سے موسوم کیاہے-.....

اب دیکھو خدانے میری وحی اور میری تعلیم اور مری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا- اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات ٹھرایا جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے- (حاشیہ اربعین حصہ ، ٤ ص -٦)

"যেহেতু আমার শিক্ষায় আদেশ ও নিষেধ উভয়ই রয়েছে। আর শরীয়তের হুকুম-আহকামের আবশ্যকীয় নবায়নও নতুন সংযোজন রয়েছে। এজন্য আল্লাহ্তায়ালা আমার শিক্ষাকে আর যে অহী আমার প্রতি হয় তাকে 'তরী বলে আখ্যায়িত করেছে।.....

এখন দেখ আল্লাহ্ আমার অহী, আমার শিক্ষা, আমার হাতে দীক্ষা নেয়াকে 'নূহ নবীর কিশ্তী' সাব্যস্ত করেছেন। আর সকল মানুষের জন্য নাজাত লাভের অবলম্বন করে দিয়েছেন। যার চোখ আছে সে যেন দেখে। যার কান আছে সে যেন শোনে।"[৫]

মির্জা গোলাম আহাম্মদ এখানে এসে পরিষ্কার বলে দিল যে, তার প্রতি ঈমান আনা না হলে কেউ নাজাত পাবে না। মির্জার শিক্ষা, অহী এবং তার হাতে বয়আত করাকে নাকি আল্লাহতাআলা নূহ নবীর কিশ্তির সমতুল্যতা দান করেছেন। আর তার হাতে বায়আতের কিশ্তিতে আরোহণ না করলে নাজাত হবে না। যেরূপ নূহ (আঃ) এর জাতির যারা তাঁর কিশ্তীতে সাওয়ার হয়নি তারা ডুবে মরেছে ধ্বংস হয়েছে। এর অর্থ হল-নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান যথেষ্ট নয়। মির্জার অহীর প্রতি ঈমান আনতে হবে। তার গুমরাহীর তরীতে আরোহণ করতে হবে। তাকে ধর্মগুরু বলে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় নরকে যেতে হবে। তার প্রতি ঈমান আনার শর্তারোপ করে মির্জা প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার সকল মুসলমান ও অন্যান্য জাতিসমূহকে জাহান্নামী কাফের সাব্যস্ত করেছে।

(৪) প্রতিশ্রুত মসীহ মির্জা গোলাম আহাম্মাদ হাজার হাজার হাদীসকে বানোয়াট (মাওযূ) বলে ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখে কি? মির্জা বলছেঃ

www.pathagar.com

(٤) اور اس کا (مسیح موعود حکم کا) فیصلہ گو وھزار حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائیگا-

(اعجاز احمدی ص-٢٩)

"আর তার সিদ্ধান্ত যদিও হাজার হাজার হাদীসকে বানোয়াট (মাওযু) বলে সাব্যস্ত করে তাহলে তাই গ্রহণীয় বক্তব্য বলে মেনে নেয়া হবে।"[৬]

(٥) پس حدیثوں کی بحث طریق تصفیہ نہی ہے- خدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحریف معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں - (حاشیہ ضمیمہ تحفہء گولڑیہ ص- ١٠/١٥)

"অতএব হাদীস আলোচনা মীমাংসার পথ নয়। আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, (আলিমগণ) যেসব হাদীস উপস্থিত করেন তা অন্তর্নিহিত দিক দিয়ে বিকৃত বা শব্দের হেরফেরে কলুষিত।"[৭]

লক্ষণীয় যে মির্জা এখানে হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিল। এমন যে কোন হাদীসকে সে বাতিল বলে দিলেই বাতিল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কারণ সে যে প্রতিশ্রুত মসীহ বনে বসেছে। তার সিদ্ধান্তই হবে শেষ কথা(?)। আর ৬৭নং নম্বর উদ্ধৃতি দ্বারা বুঝা যায় হাদীস বাতিল করার এ অসীম ক্ষমতার দাপটে সে হাজার হাজার হাদীসও বাতিল করে দেয়ার অধিকার রাখে। সে বলছে যে, আল্লাহতায়ালা নাকি তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তার দাবী দাওয়ার বিরুদ্ধে আলেমগণ যেসব হাদীস পেশ করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তা সবই নাকি অর্থের দিক দিয়া বিকৃত বা শব্দের হেরফেরে কলুষিত। আসল কথা হল বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা আলেমগণ মির্জার অলীক দাবী দাওয়া খন্ডন করেছিলেন। মির্জা গোলাম আহাম্মদ তখন বক্তব্যে লা-জাওয়াব হয়। আলেমদের যুক্তিতে হেরে গিয়ে দেখতে পায় যে তার পরাজয়ের কারণ হল হাদীসসমূহ। তাই বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ কি করে অগ্রহণযোগ্য করা যায় তার পথ খোঁজে। আর হাদীস বাতিল করার অসীম ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেয়। এরূপেই মির্জা রক্ষা পেতে চায়।

www.pathagar.com

(৫) যারা মির্জাকে মানে না তারা কাফেরঃ

(٦) علاوہ اس کے جو مجھے نہی مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہی مانتا کیونکہ میری نسبت خدااور رسول کی پیشینگوئی موجود ہے- (حقیقة الوحی ١٦٣)

মির্জা গোলাম আহাম্মাদ বলছেঃ

"এছাড়া, যে আমাকে মানবে না, সে আল্লাহ এবং রাসূলকে মানে না। কেননা আমার ব্যাপারে আল্লাহ এবং রাসূলের ভবিষ্যত বাণী রয়েছে।"[৮]

(٧) بلا شبہ وہ شخص جو خدا تعالے کے کلام کی تکذیب کرتاہے کافر ہے- سو جوشخص مجھے نہی مانتا وہ مجھے مفتری قرار دیکر مجھے کافر ٹھیراتاہے- اس لئے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتاہے (حاشیہ حقیقة الوحی ص-١٦٣)

"সন্দেহ নেই। যে আল্লাহর কালাম মিথ্যা মনে করে সে কাফির। তাই যে আমাকে মানে না সে আমাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারী সাব্যস্ত করেই আমাকে কাফির প্রতিপন্ন করে। সে কারণে আমাকে কাফির বলে নিজেই কাফির হয়ে যায়।"[৯]

মুসলমানগণ মির্জা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানীকে প্রতিশ্রুত মসীহ, নবী, রাসূল, মুরসাল মানে না। তাই তাঁরা মির্জা গোলাম আহাম্মদের ফতোয়ায় কাফির। আর তাকে না মানা হলে আল্লাহ এবং রাসূলকে মানা হবে না বলে প্রমাণ করতে চায় যে, মুসলমানগণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকেও মানে না। তাকে না মানলে আল্লাহ এবং রাসূল মানা অর্থহীন। এ কত বড় ধৃষ্টতা!

মির্জার উক্তিমত যে মুসলমানকে কাফির মনে করে সে নিজেই কাফির হয়ে যায়। এ কায়দায় গোলাম আহাম্মদকে যে কাফির মনে করে তার দাবী দাওয়ার প্রতি ঈমান আনেনি সে কাফির। এখানে দেখা যায় মির্জা গোলাম আহাম্মদ দুনিয়ার মুসলমানগণকে তার প্রতি ঈমান না আনার দরুণ কাফির বলছে। তাই মুসলমানকে কাফির বলার অপরাধে সে নিজেই কাফিরে পরিণত হল। এখন কাফিরকে যে বা যারা সংস্কারক-মসীহ, মাউদ, নবী, রাসূল, মুরসাল বলে বিশ্বাস করবে সেও কাফির হয়ে

www.pathagar.com

যাবে। কুফরীকে কুফরী মনে না করলেও মানুষ কাফির হয়। আল্লাহতাআলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়েও যদি কেউ মূর্তিপূজা সমর্থন করে তবে এরূপ ব্যক্তির ঈমান তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস রাখে বলে গ্রাহ্য করা যাবে না।

কাদিয়ানী ধর্মমতে মুসলমানগণ কাফির, মুসলমানদের সাথে বিয়ে বন্ধুত্বস্থাপন, তাদের জানাযার নামায পড়া তাদেরকে কাদিয়ানীদের সাথে এক গোরস্তানে দাফন করা, তাদেরকে মৃত কাদিয়ানীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান ইত্যাদি আচরণ কাদিয়ানী ধর্মে নিষিদ্ধ।

(৬) মুসলমানদেরকে কাদিয়ানীদের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না। যেহেতু তাঁরা (মুসলমানরা) কাফির এমনকি মুসলমান শিশুরাও কাফির।

এ প্রসঙ্গে মির্জা গোলাম আহাম্মদ বলেছেঃ

"কেননা গায়র আহমদী যখন কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই কাফির তখন তাদের ছয় মাসের শিশুও কাফির। আর যখন সে কাফির তখন আহমদী কবরস্তানে তাকে কি করে দাফন করা যেতে পারে।"[১০]

কি নির্লজ্জ সংকীর্ণতা! কুল্লু মাওলুদিন্ য়ূলাদু আলাল্ ফিত্রাতি–সকল শিশু স্বভাব–ধর্ম (ইসলাম) নিয়ে পয়দা হয়–নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বাণী। এ বাণী অবলম্বনেও তো শিশুদের দাফনের ব্যাপার বিবেচনায় আসা উচিৎ ছিল। কিন্তু মুসলিম বিদ্বেষ মির্জাকে অন্ধ করে দিল।

(৭) মুসলমানগণ কাফির বলে মির্জার পরিষ্কার উক্তিঃ

"আল্লাহতায়ালা আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার কাছে আমার দাওয়াত পৌঁছেছে অথচ সে আমাকে গ্রহণ করেনি, সে মুসলমান নয়।"[১১]

এ পর্যন্ত আমরা মির্জা গোলাম আহাম্মদের ভাষায় তার বক্তব্য উপস্থিত করেছি। এখন তার পরবর্তী খলিফাদের মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করব।

কাদিয়ানী ধর্মের খলিফাদের মুসলিম বিদ্বেষ

ধর্ম প্রবর্তকের পর তার স্থলাভিষিক্তগণই ওই ধর্মকর্মের ও আকীদা বিশ্বাসের পরবর্তী সনদ বলে গণ্য। এ পর্যায়ে কাদিয়ানী ধর্মের পরবর্তী অভিভাবক খলিফারা নিজেদের ধর্মমতের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। তাদের ব্যাখ্যানুসারেও মুসলমানগণ কাফির। কাদিয়ানী ধর্মের খলিফাদের মতামত নিম্নে পরিবেশন হল।

www.pathagar.com

মির্জা মাহমুদ আহমদ

"ঐ সমস্ত মুসলমান, যারা হযরত মাসীহ মাউদ এর বায়আতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি–চাই হযরত মাসীহ মাউদের নাম শুনুক অথবা নাই শুনুক–তারা কাফির এবং ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত।"[১২]

মির্জা বশির আহমদ

"এমন ব্যক্তি যে মূসাকে মানে কিন্তু ঈসাকে মানে না, অথবা ঈসাকে মানে, কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ)কে মানে না অথবা মুহাম্মাদকে মানে কিন্তু মাসীহ মাউদকে মানে না, সে শুধু কাফিরই নয়, সে কট্টর কাফির, সে ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত।"[১৩]

মুহাম্মদ আলী লাহোরী

"আহ্‌মদিয়া আন্দোলন ইসলামের সাথে সেই সম্পর্ক রাখে, যে সম্পর্ক ছিল (ইসলামের) খৃষ্ট মতবাদ ও ইহুদী ধর্মমতের সাথে।"[১৪]

আমরা প্রসঙ্গ আলোচনার সমাপ্তি টানব পুনরায় মির্জা গোলাম আহাম্মাদ কাদিয়ানীর উক্তি উপস্থাপন করে। কেননা, গোলাম আহাম্মাদের মূল উক্তির প্রতিধ্বনি হচ্ছে তার পরবর্তী স্থলাভিষিক্তদের ভাষায়। মির্জা গোলাম আহাম্মদ তার প্রতি অবতীর্ণ অহীর ভাষায় বলেছেঃ

(ক) "যে তোমার আনুগত্য করবে না, আর তোমার বায়আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না, সে খোদা ও রাসূলের অবাধ্য, জাহান্নামী।"[১৫]

(খ) "আমার বিরুদ্ধাচরণকারীরা জংলী শূকর হয়ে গেছে। আর তাদের স্ত্রীরা কুকুরীদেরও অধম।"[১৬]

(গ) "কিন্তু দেহপসারিণীদের বাচ্চারা আমাকে সত্য বলে স্বীকার করে না।"[১৭]

মির্জা গোলাম আহাম্মদ এখানে তার উর্দু ভাষায় শব্দ প্রয়োগ করেছে। যার অর্থ হল বেশ্যা বা নষ্টা মহিলাদের সন্তান। নবী কেন কোন ভদ্রলোকও এরূপ ভাষা মুখে উচ্চারণ করতে পারেন না। আর মানে না বলে ক্ষোভ দেখিয়ে বিরুদ্ধবাদীদেরকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ বলতে পারেন না। মনে হয় মির্জা কাদিয়ানী ভদ্রতার যাবতীয় গন্ডি অতিক্রম করেছে। আর গালাগালি করে মানুষকে দলে ভিড়াতে চাচ্ছে। (ذريةالبغايا)

আমরা এ অনুচ্ছেদে মির্জা গোলাম আহাম্মদের অনুসারীদের উভয় গ্রুপের মতামত পেশ করলাম। কাদিয়ানীদের লাহোরী শাখাটিকে নমনীয় বলে চিহ্নিত করা

www.pathagar.com

হয়। এ শাখার শিখন্ডি হল মুহাম্মদ আলী লাহোরী। তার কথায়ও দেখা যায় ইসলামের সাথে কাদিয়ানী ধর্মের সম্পর্ক হল ইয়াহুদী, নাসারাদের ধর্মমতের পথে যে সম্পর্ক তা। অর্থাৎ কাদিয়ানী ধর্মমত আর ঈসায়ী ও ইয়াহুদী ধর্মমত পৃথক। অনুরূপ ইসলাম হতেও কাদিয়ানী ধর্ম আলাদা। কথা ঠিক। যারা মুসলমানদেরকে কাফির বলে বিশ্বাস পোষণ করে তাদের ধর্মমতের সাথে ইসলামের "সাপে নেউলে" সম্পর্কই থাকবে। মৈত্রী ও সম্প্রীতির ভাব থাকবে না। ইসলাম ও কাদিয়ানী ধর্মমত যে সম্পূর্ণ বিপরীত কাদিয়ানীদের প্রামাণ্য বক্তব্য ও কিতাবাদির হওয়ালা দিয়ে আমরা তা আলোচনা করেছি। তারা মুসলমানদেরকে কাফির বলে। আর কাফিরদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। তাদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা যায় না। এমনকি কবরস্তানে একত্রে দাফন করা যায় না। এসবই কাদিয়ানীদের ধর্মবিশ্বাস। কাজেই তারা নিজেরাই মুসলমানদের থেকে পৃথক জাতি বলে চিহ্নিত করেছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে মুসলমান নয় বলে ঘোষণা দিতে বাধা কোথায়? মুসলমানগণ তো অন্য উপাধি ধারণ করতে পারেন না। অতএব, কাদিয়ানীদেরকে ভিন্ন নামে চিহ্নিত করতে হবে। তাই দাবী উঠেছে আর সঙ্গত কারণেই দাবী উঠেছে যে, কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে আইনতঃ ঘোষণা দিতে হবে। আইনের মাধ্যমে তাদেরকে অমুসলিম সাব্যস্ত করা না হলে কাদিয়ানীরা মুসলিম সমাজে মিলে মিশে থেকে মুসলিম মহিলাদেরকে বিয়ে করছে। মুসলমানদের উত্তরাধিকারী হয়ে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন লংঘন করে মুসলমানদের সম্পত্তির অংশীদার হয়ে যাচ্ছে। এরূপে তারা মুসলিম মহিলাদেরকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করে সম্মানিতা মুসলিম মহিলাদের সাথে ব্যভিচার করে চলেছে। শোনা যায় সরকারের উচ্চপদস্থ আসনের লোকেরা তাঁদের কন্যা কাদিয়ানী পাত্রে অর্পণ করে বসে আছেন। তাদের ঔরসে নাতি-নাতনীও জন্ম নিচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ বিয়ে হারাম। তাই সমস্যা আরও তীব্রাকার নেয়ার পূর্বে বাস্তব সমাধানের পথে সরকারকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। কাদিয়ানী সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে আইন পাস করে। সউদী আরব, মিসর, আলজেরিয়া, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান ইত্যাদি মুসলিম রাষ্ট্রে কাদিয়ানী ও বাহাইদেরকে অমুসলিম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

হাদীসে বিকল্প মসীহর উল্লেখ নেই

ঐশীবাণী লাভের অলীক দাবীদাররা সকলেই প্রথমে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবী জানায়। কারণ প্রায় সকল ঐশীধর্মেই একজন মহাসংস্কারকের আগমনের কথা রয়েছে। তাদেরকে আকৃষ্ট করতে হলে তাদের ধর্মমতে ঘোষিত ব্যক্তি হওয়ার দাবী তুলতে হয়। এজন্যে দেখা যায় ইরানের বাহাউল্লাহ ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাদিয়ানীদের

www.pathagar.com

মির্জা গোলাম আহাম্মদরা প্রতিশ্রুত মাহদী, মসীহ, মাউদ ইত্যাদি হওয়ার দাবী করেছে। কিন্তু তারা কেউ যে মসীহ, মাউদ বা প্রতিশ্রুত মসীহ নয় তা ইতিহাস প্রমাণ করে। মসীহ বনি ইসরাইল বংশের ইবনি মরিয়ম–মরিয়ম তনয় বলে খ্যাত ছিলেন। কুরআনে তাঁকে ঈসা ইবনে মরিয়ম বলা হয়েছে। তিনি বিনা বাপে মা মরিয়মের উদরে জন্ম নেন। তার জন্মগ্রহণ হয় বায়তুল লাহামে। কাজেই তিনি ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তি। কারো পক্ষে এমন ব্যক্তি হওয়ার দাবী গ্রাহ্য হওয়ার কথা নয়। তাই মিথ্যা দাবীদাররা প্রতিশ্রুত মসীহর অলীক দাবীতে সুবিধা করতে পারছে না। নিজেদেরকে মসীহর ন্যায় বিকল্প ---- মসীহ মসীহর বিকল্প প্রকাশ ইত্যাদি বলে দাবী জানিয়ে খোদ মসীহ হওয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণ করছে। অথচ 'মসীহ মাউদ' তথা 'মাসীলে মসীহ' বা 'বুরুজে মসীহ' ধরনের কোন বাক্যই কুরআনে বা হাদীসে আসেনি। কুরআনে ও হাদীসে স্পষ্টভাবে, ঈসা ইবনু মরিয়ম বা ঈসা শব্দ এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় 'মসীহ ইবনু ময়ম' শব্দ এসেছে। শুধু 'মসীহ' বা 'মসীহ মাউদ' শব্দ আসেনি। 'মরিয়মের ছেলে' কথাটি লাগিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)কে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। কোথাও শুধু 'ইবনু ময়ম' বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় কারো পক্ষে খোদ ঈসা নবী হওয়ার সুযোগ নেই। তাই 'মসীলে মসীহ' মসীহে মাউদ শব্দগুলো জন্ম দিতে হয়েছে। আমরা বলতে চাই কুরআন ও হাদীসে বুরুজে মসীহ, মসীলে মসীহ, মসীহে মাউদ বলে কোন ব্যক্তির আগমন বার্তা নেই। কাজেই মির্জা গোলাম আহাম্মদ বা বাহাউল্লাহরাও সব দাবী করেও হাদীস কুরআনে বর্ণিত মসীহ হতে পারে না। এটা কুরআনে বর্ণিত মুশরিকদের আচরণের সদৃশ কর্ম। তারা আল্লাহর নির্দিষ্ট উত্তম নামসমূহের বাইরে অতিরিক্ত নাম বানিয়ে নিয়েছে বিভিন্ন প্রতিমার। ওসব আল্লাহ নয় বা ওদের বানানো নামের আল্লা অনুমোদন দেন না বলে উল্লেখ করে কুরআনে বলেছেনঃ

(৭) ان هِيَ الاَّ اَسمَاءٌ سَمَّيتُمُوهَا انتُم وَ اٰبَاؤُكُم مَّا انزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِن سُلطَانٍ -ان يَّتَّبِعُونَ الاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهوَى الاَنفُسُ وَ لَقَد جَاءَ هُم مِّن رَّبِّهِمُ الهُدٰى. (٥٣:٢٣)

"ওসব (লাত, উজ্জা, মানাত) নাম তোমরাই রেখেছ। তোমাদের পূর্ব পুরুষরা রেখেছে। আল্লাহ এর সপক্ষে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা নিজ খেয়াল খুশীর পায়রবীই করছে। আর তারা তাদের মত ধারণা অনুযায়ী চলছে। অথচ তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে তাদের নিকট হিদায়াত এসেছিল।"[১১]

মোটকথা, শব্দগুলো ভন্ড দাবীদারদের আবিষ্কার। কুরআন ও হাদীসে এর কোন পাত্তা নেই।

www.pathagar.com

মসীহ ইবনু মরিয়ম কখন আসবেন, কোথায় অবতরণ করবেন, তাঁর গায়ে কি রঙ্গের লেবাস থাকবে, তাঁর গড়ন কেমন হবে ইত্যাদি হাদীসের কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। মির্জা গোলাম আহাম্মাদ কাদিয়ানী বা বাহাউল্লাহর মাঝে এর কোন নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়নি। হযরত মসীহ আলায়হিস সালাম কুমারী মরিয়মের উদরে আসেন। পৃথিবীতে আর একটি সন্তানও এমন নেই যে বিনাবাপে কুমারী মায়ের উদরে খোদার কুদরতে জন্ম নিয়েছে। আর তিনি বনি ইসরাইল জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। তিনি পুনরায় সশরীরে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। মির্জা গোলাম বা বাহাউল্লারা আকাশ থেকে অবতরণ করেনি। তিনি দামেস্কের মসজিদের নিকট ফিরিস্তাদের ডানায় ভর করে অবতরণ করবেন। গায়ে তার সবুজ জামা থাকবে, পরনেও তাই। মির্জা বা বাহাউল্লাহ এমতাবস্থায় অবতরণ করেনি। তখন ফজরের নামাজের জামাত উপস্থিত থাকবে। লোকেরা হযরত মসীহকে নামাজের ইমামতী করতে বলবে। তিনি বলবেনঃ তোমাদের মধ্য হতেই ইমাম হবেন। আর নিজে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়বেন। নামাজান্তে মুসলমানদেরকে নিয়ে কাফির দজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবেন। এর কোনটাই মির্জা বা বাহাউল্লার মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি।

মসীহ এর আগমন প্রসঙ্গে আর কিছু স্পষ্ট উক্তি

(১) আল্লামা তাফতাজানী (রহঃ) শরহে আকায়েদে নাসাফীতে বলেনঃ

(٨) ثبت انه آخرالانبياء .....فان قيل قد روى فى الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده قلنا نعم لكنه يتابع محمدا عليه السّلام لان شريعته قدنسخت فلا يكون اليه وحى ولا نصب احكام بل يكون خليفة رسول الله عليه السلام-

(شرح عقاعد نسفى - طبع مصرص ١٣٥)

"সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ (আখেরী) নবী।—যদি বলা হয় হাদীসে ঈসা নবীর (আঃ) অবতরণ করার বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর অবতরণ করবেন-। আমরা বলব; হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবেন। কারণ ঈসা আলায়হিস সাল্লামের শরীঅত মান্সুখ বাতিল হয়ে গেছে। তাই তাঁর প্রতি (হযরত মাসীউর প্রতি) ওহী নাযিল হবে না। তিনি কোনরূপ নতুন নির্দেশ প্রবর্তন করবেন না। বরং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লামের খলীফা হবেন।"[১৮]

(২) তাফসীর রুহুল বায়ানে আল্লামা আলূসী (রহঃ) বলেনঃ

(৭২)

(৯) ثم انه عليه السّلام حين ينزل باق على نبوته السابقةلم يعزل عنها بحال لكنه لايتعبدبها لنسخها فى حقه وحق غيره و تكليفه باحكام هذه الشريعة اصلاً و فرعًا فلايكون اليه عليه السّلام وحى و لانصب احكام بل يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و حاكما من حكام ملته بين امة- (روح المعانى جلد ٢٢ ص ٣٢)

"অতঃপর যখন ঈসা আলায়হিস সালাম অবতরণ করবেন তখন তিনি পূর্বের নবুয়্যতের উপর বহাল থাকবেন। তাঁকে পূর্বের নবুয়্যত হতে বরখাস্ত করা হবে না কোনক্রমেই। কিন্তু তিনি তাঁর নবুয়্যত মুতাবিক বন্দেগী করবেন না। কারণ তার জন্য এবং অন্যান্যদের জন্য তা মানসূখ বলে গণ্য। আর তিনি মুকাল্লাফ হবেন এ শরীয়তের হুকুম আহকামের-মৌলিক বিষয়ে ও শাখা বিষয়েও। কাজেই তাঁর প্রতি অহী নাযিল হবে না। তিনি নতুন হুকুম জারি করবেন না। বরং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের একজন খলিফা হিসাবে উম্মতের মাঝে মিল্লাতে মুহাম্মদীর হুকুম-আহকাম অবলম্বনে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।"[১৯]

(৩) ফসীরে কাবীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী স্পষ্ট করে উল্লেখ করেনঃ

(৭৩)

(١٠) انتهاء الانبياء الى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعند مبعثه انتهت تلك المدة فلايبعد ان يصير (اى عيسى بن مريم) بعد نزوله تبعالمحمد ص (تفسير كبير ج ٣ ص ٣٤٣)۔

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমন পর্যন্ত সকল নবীদের আগমন শেষ হল। কাজেই তাঁর (মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের) আগমনে নবুয়্যতের সময়কাল শেষ হয়ে গেল। কাজেই ঈসা আলায়হিসসালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলায়হি ওয়াসাল্লামের পর এসে তাঁর (মহানবীর) পায়রবী করবেন তাতে কোন চিন্তার অবকাশ নেই।২০

আমরা এখানেই নুযূলে মসীহর প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই। উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মসীহ আলায়হিস সালামের আগমন খতমে নবুয়্যতের পরিপন্থী নয়। তিনি নতুন নবী হয়ে আসবেন না। তাঁর শরীয়তের উপর তখন তিনি আমল করবেন না। শরীয়তে মুহাম্মদী অবলম্বনে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হয়ে। তিনি হবেন শেষ নবীর খলীফা। তার প্রতি তখন কোনরূপ অহী নাযিল হবে না। তাই মির্জা গোলাম আহম্মদের এরূপ উক্তি মিথ্যা। মুসলমানরা হযরত মসীহকে পুনরায় আসলে পর আগের নবীরূপে নিবেন না। দেখুন উদ্ধৃতি নং ৪৮ এর প্রসঙ্গ আলোচনা ও মির্জার ভ্রান্ত উক্তি।

সূচী সূত্র

১· আরবাঈনঃ মির্জা গোলাম আহাম্মদ, ৬ পৃষ্ঠা।
২· এক গালতীকা ইযালাঃ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা।
৩· বাকারাহঃ ২৩ আয়াত।
৪· ইসরাঃ ৮৮ আয়াত।
৫· আরবাঈনঃ মির্জা গোলাম আহাম্মদ, ৪র্থ খন্ড, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা।
৬· ইজাযে আহমাদীঃ মির্জা গোলাম আহাম্মদ, ২৯ পৃষ্ঠা।
৭· তোহফা-ই-গুলড়ুবিয়ার টীকাঃ ১৫/১০ পৃষ্ঠা।
৮· হাকীকাতুল অহীঃ মির্জা গোলাম আহাম্মদ, ১৬৩ পৃষ্ঠা।
৯· হাকীকাতুল অহীঃ টীকা, পৃষ্ঠা ১৬৩ দ্রষ্টব্য।
১০· পয়গামে সুলহ্ পত্রিকাঃ ৩৯ খন্ড, ৩ আগষ্ট, ১৯৩৬ ইং।
১১· তায়কিরাঃ ৬০৬ পৃষ্ঠা, ইসলাহঃ মার্চ সংখ্যা ১৯০৬ইং, দ্বিতীয় মুদ্রণ।
১২· মির্জা মাহমুদ আহমদ আয়নায়ে সাদাকাতঃ ৩৫ পৃষ্ঠা।
১৩· কালিমাতুল ফাস্‌ল্ ঃ মির্জা বশির আহমদ, ১১০ পৃষ্ঠা।
১৪· মুবাহাসাই রাওয়ালপিন্ডিঃ ২৪০ পৃষ্ঠা।
১৫· তাবলীগে রিসালাতঃ ৯ম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা।
১৬· নাজমুল হুদাঃ মির্জা গোলাম আহাম্মদ ৫৩ পৃষ্ঠা।
১৭· আয়নায়ে কামালাতে ইসলামঃ প্রণীত মির্জা গোলাম আহাম্মাদ ৫৪৭ পৃষ্ঠা।
১৮· শারহে আকায়েদে নাসাফীঃ মিসরীয় মুদ্রণ ১৩৫ পৃষ্ঠা।
১৯· তাফসীর রুহুল মাআনীঃ ২২ খন্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।
২০· তাফসীর কাবীরঃ ৩য় খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

বাহাই ধর্মমত

প্রবাদ আছে ঃ "আপন শ্বাশুরি সালাম পায় না, চাচি শ্বাশুরি ঠ্যাং বাড়ায়"-। প্রবাদ বাক্যটি অতি মজার। আমাদের অত্র অঞ্চলে কাদিয়ানীদের ঠাঁই নেই। ইরান থেকে বিতাড়িত আর এক নবীর উম্মত বাংলাদেশে এসে হাজির হয়েছে। তাদেরকে বলা হয় 'বাহাই সম্প্রদায়'। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ইরানে ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন এবং সেখানে ইসলামী বিপ্লব বিজয় লাভ করে। ইসলাম মতে, শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকলেই নবী মুহাম্মদ (সাঃ)কে সর্বশেষ নবী বলে আকীদা পোষণ করে। শিয়ারা খতমে নবুয়্যতের আকীদায় অতি কঠোর। কারণ, তাঁদের নিকট নবী করীম (সাঃ)-এর আহলে বাইতের মর্যাদা অপরিসীম। এমতাবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে আরও নবী আসার আকীদা পোষণ করলে নবীর বংশধরও আসবেন। ফলে নবী মুহাম্মদের বংশধরের মর্যাদা অবলুপ্ত হয়ে যাবে। শিয়া মতানুযায়ী নবী করীম (সঃ)-এর পর যে নবী হওয়ার দাবী করবে সে মুর্তাদ। এরূপ মিথ্যাবাদীকে হত্যা করতে হবে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব বার্ষিকীতে লেখকের যোগদান করার সুযোগ হয়েছে। শিয়া আলেম ওলামা ও সুধীবৃন্দের সাথে মত বিনিময় হয়েছে। আমি তাঁদেরকে শিয়াদের নানামতের ব্যাখ্যা চেয়ে বিরক্ত করেছি। একপর্যায়ে আয়াতুল্লাহরা আমাকে কাবুও করে ফেলেন। তাঁরা বলেন ঃ ইসলামী আইনের মূলনীতি প্রণয়নের জন্য (পাক আমলে) করাচীতে সর্বদলীয় আলেমগণের মহাসম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনে নতুন নবুয়্যতে বিশ্বাসী গোলাম আহাম্মদের উম্মতকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে ঘোষণা দেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইসলামের বিধান হলো মুর্তাদকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সময় দিতে হবে। তার ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করতে হবে। তারপরও যদি পথে না আসে তাকে কতল করতে হবে। মুর্তাদের জীবিত থাকার অধিকার ইসলাম স্বীকার করে না। সুন্নী-চার মাযহাবের এটাই সর্বসম্মত ফতোয়া। জাফরী ফিকাহ্ মতেও তাই। তাহলে কি করে আপনারা মুর্তাদ জিন্দারাখার ফতোয়া দিলেন। অথচ আমাদের শিয়া প্রতিনিধিগণ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। আমি তাদেরকে বলিঃ ইসলামী হুকুমতই ইসলামী আইন প্রবর্তন করার মালিক হয়। পাকিস্তানে তখন ইসলামী আইন চালু ছিল না। মুর্তাদের ব্যাপারে সাজা প্রদান করা সম্ভব ছিল না। তাই হয়তো সাময়িক পদক্ষেপ হিসাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দেয়ার প্রস্তাব নেয়া হয়। আর বর্তমান কাদিয়ানীরা সরাসরি ইসলাম ছেড়ে দিয়ে কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণ করেনি। তাদের পূর্ব পুরুষরা কাদিয়ানী ছিল। তাই তারা বংশানুক্রমে কাদিয়ানী।

www.pathagar.com

সরাসরি মুর্তাদ নয়। এর উত্তরে তারা বললেন ঃ মুর্তাদ ও মুর্তাদের বংশধর একই হুকুম রাখে। এ দেশের আলেম-ওলামার বিষয়টি চিন্তা করে দেখার জন্য আয়াতুল্লাহদের কথোপকথন উল্লেখ করলাম। আমার নগণ্য চিন্তায় আয়াতুল্লাহ্দের কথা একেবারে ঠেলে ফেলে দেয়ার মত নয়। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলেম সমাজের নমনীয় হওয়া বিপর্যয় ডেকে আনবে।

যাহোক, আমাদের বইটির নামে বাহাই সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। বাহাই মতবাদ কি? তা খতমে নবুয়্যতের আকীদার পরিপন্থী কিনা তা যাচাই করে দেখা দরকার।

ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হলে পর সর্বপ্রথম বিপ্লবী আলেমগণ ইসলামের আদর্শ ও মূল আকীদা হিফাযত করার পদক্ষেপ নেন। তাঁরা ইসলাম বিরোধী যাবতীয় মতবাদ ইরানে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন। সমাজবাদের মার্কসীয় দর্শনসহ যাবতীয় নাস্তিক্যবাদ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। তখনই বাহাই ধর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাহাইদেরকে ইসলামে ফিরে আসার আহবান জানানো হয়। অগণিত বাহাই তখন নিজেদের ভুল বুঝে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে সপরিবারে পুনরায় ইসলাম কবুল করে। এরূপে স্বেচ্ছায় বাহাইরা মুসলমান হয়ে যায়। যারা ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী ছিল না তারা ইরান ছেড়ে চলে যায়। তারা অবগত ছিল যে, ইসলামী হুকুমতের আওতায় মুর্তাদের ঠাঁই নেই। ইরানত্যাগী বাহাইরা বিশেষভাবে বাংলাদেশে আস্তানা গাড়তে আগ্রহী। ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু আমেরিকা। ইমাম খোমেনী (রহঃ) আমেরিকাকে 'শয়তানে বুজুর্গ'- বড় শয়তান উপাধি দিয়েছেন। ছোট শয়তান রাশিয়া বিলুপ্ত। বড় শয়তান বর্তমানে মঞ্চ দখল করে আছে। আর বিশ্বময় যেখানেই সুযোগ পায় মুসলমানদের স্বার্থে আঘাত হানে। বাহাই ধর্মাবলম্বীরা ইরান থেকে বিতাড়িত হলে আমেরিকা তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। দেশত্যাগী এবং পলাতক বাহাইদেরকে বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের বিরুদ্ধে আদর্শিক সংঘাত বাঁধাবার পরিকল্পনা নিয়েছে।

দুঃখের বিষয় এক ইরান ব্যতীত যাবতীয় মুসলিম বিশ্ব আজ আমেরিকার অঘোষিত গোলাম। তাই ইসলামের বিরুদ্ধে আমেরিকার পরিকল্পনা মুসলিম বিশ্বে কার্যকরী করার পথে কেউ আমেরিকাকে বাধা দেয় না। মুসলিম দেশের সরকারগুলো আমেরিকার কাছে দায়বদ্ধ। তাই ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে তারা পারছে না। মুসলিম বিশ্বকে এরূপ মারাত্মক পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ইসলামী বিপ্লব। যাকে ইসলামের দুশমনরা 'মৌলবাদ' বলে দুর্নাম গায়। আমরা নিরপেক্ষ মন নিয়ে বাহাই মতবাদ পরখ করে দেখব। ইরানের আলেমগণ কেন বাহাইদেরকে মুর্তাদ ঘোষণা দিলেন তার হেতু খুঁজে বের করব। গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানীর ন্যায় তাদের ধর্মগুরুও যদি ঐশীবাণী লাভের দাবী করে থাকে তাহলে

www.pathagar.com

উভয়কে একই পর্যায়ে ধরে নিতে হবে। আর আমাদের দেশে এসব গোলমেলে ধর্মমত প্রচার করার সুযোগ দিব না। আমরা চাই না, আমাদের জনগণের মনে ধর্মীয় ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হোক, জনঐক্যে ফাটল ধরুক।

বাহাই ধর্মের গোড়ার কথা

বাংলা ভাষায় বাহাই ধর্মের বই-পুস্তকের প্রচুর অনুবাদ এখনো হয়নি। কিছু চটি বই, বাহাই ধর্মগুরুদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কতিপয় উপদেশ অনূদিত হয়ে এসেছে। বাহাই ধর্মের মারাত্মক কথাবার্তা আড়ালে রেখে বাহাই ধর্ম প্রচার সমিতিগুলো কিছু লোভনীয় আদর্শ প্রচারে মন দিয়েছেন। তাদের কার্যালয়সমূহের প্রবেশ পথে কালবিজয়ী বাণী আকারে বাহাউল্লা ও বাবের বক্তব্য তুলে ধরার নিপুণ প্রয়াস দেখা যায়। ইসলামের সাথে কোনরূপ বিরোধ আছে বাহাই ধর্মের এ কথা বুঝার কারো সাধ্য নেই। নারী-পুরুষের সমানাধিকার, মত প্রকাশের নির্ভেজাল স্বাধীনতা, বিশ্বশান্তির প্রতিশ্রুতি, মানব জাতির একত্ব, সার্বজনীন শিক্ষা, ইত্যাকার মুখরোচক আদর্শ তারা প্রচার করে। যে কোন বাতিল মতবাদেও কিছু ভালো কথা থাকে। তা না হলে বাতিলের জালে পা দিতে যাবে কে? শিকার ধরতে হলে দানা ছিটাতে হয়। এ কৌশল বাহাইদেরও রপ্ত আছে।

বাহাই ধর্মের তিনটি স্তম্ভ রয়েছে। তারা হলেন ঃ ১। বাব। পূর্ণনাম সৈয়দ আলী মুহাম্মাদ। কার্যকাল-১৮১৭-১৮৯২ পর্যন্ত। যৌবনে সে শিরাজেও বুশহরে ব্যবসায় চালাতো হঠাৎ করে তাঁর মাথায় জাতির কল্যাণে বৃহৎ চিন্তা দানা বেঁধে উঠে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে সে নবী হওয়ার ব্যাপারে মন দেয়। সে শিরাজ নগরীতে ১২২০ হিজরী সালে, মোতাবিক ১৮৪৪ ঈসায়ী, আল্লাহ্‌র নব বিকাশের প্রতিবিম্ব হওয়ার দাবী করে বসেন।[১] আর আল্লাহ্‌র পক্ষ (مظهريت ظهور جديد الهى) হতে তার বান্দাদের প্রতি প্রত্যাদেশ পৌঁছিয়ে দিতে থাকে। সে নারী-পুরুষের সমানাধিকার দাবীর প্রচারক ছিল। পশ্চিমা ধাঁচের নারী স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রভাব ছিল তাঁর চিন্তায়। সে বোরখা পরে আবৃত থাকার খোদায়ী বিধান-হিযাব[২] উৎখাত করার আন্দোলন তীব্রতর করে তোলে। 'তাহেরা' নামের এক প্রচারিকা মহিলা এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। জোর করে মুসলিম মহিলাদের বোরখা ছিঁড়ে ফেলত তখন আধুনিকরা। সরকার আইন প্রয়োগ করে এ উগ্রতার মোকাবিলা করেন। তখন বাবের অনুসারীরা আরও উগ্রমূর্তি ধারণ করে। তৎকালীন সরকার প্রধান ছিলেন সুলতান নাছিরুদ্দিন শাহ কাচার। তাঁর উপর গুলি চালায় জনৈক বাব ভক্ত। ফলে সরকার কঠোরভাবে বাবপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বাব নতুন ধর্ম প্রবর্তক হিসেবে তার প্রতি ঐশী বাণী নাযিল হয় বলে দাবী করে। আর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)কে শেষ

www.pathagar.com

নবী মানতে অস্বীকার করে। সে জন্য ইরানের সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাহাউল্লার আগমনের সংবাদ দিয়ে যায়।

২। বাহাইদের দ্বিতীয় মহাপুরুষ হলো বাহাউল্লাহ্ তার নামেই বাহাইরা পরিচিত। এটা তার ডাক নাম। আসল নাম হলো মির্জা হোসেন আলী। সে ইরানের জনৈক মন্ত্রী মির্জা বুজুর্গ নূরীর ছেলে ছিল। তিনি বাব পন্থী ছিল। বাব মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আগমনের কথাই প্রচার করে যায়। বাহাউল্লাহ বাবের বিশ্বস্ত ভক্ত ছিল। সুলতান নাসিরুদ্দিন শাহ কাচারকে গুলি করার অপরাধে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। তেহরানের কারাগারে সে চার মাস কাটায়। পরে তাকে ১৮৫১ সালে বাগদাদে স্থানান্তরিত করা হয়। এগারো বছর পর কিছুদিন ইস্তাম্বুলে, ক'মাস ইরদানায় পরে প্রায় পাঁচ বছর পর তাকে 'আক্কা' নগরে নির্বাসন দেয়া হয়। এ দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনে সে আল্লাহ্র বিকাশ ছবি বা প্রতিবিম্ব-প্রতিশ্রুত ব্যক্তি নির্দেশপ্রাপ্ত ও আল্লাহ্র তরফ হতে রাসূল হওয়ার দাবী করে। এ প্রসঙ্গে বাহাই সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে বলা হয় ঃ

در ابتدائی خروج از بغداد ادّعای مظهریت فرمودند- و خود را موعودکلیه کتب مقدسه وادیان خواندند- و در حبس و تبعید مأموریت ورسالت الهی خود را اعلام فرفودند- در ادرانه، وعکّا پیام الهی رابه تمام سلاطین مقتدر اروپا و پادشاهان ایران و عثمانی و رؤسای جمهور امریکا پیشوایان مذهبی اعلام داشتند-(تاریخ دیانت بهائی ص ٥)

অর্থাৎ বাগদাদ হতে বহিষ্কারের প্রথম দিকে বাহাউল্লাহ "ঈশ্বরের বিকাশ ছবি" হওয়ার দাবী করে। আর নিজেকে সমস্ত ধর্ম ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত প্রতিশ্রুত ব্যক্তি বলে অভিহিত করে। আর কারা জীবনে এবং দেশান্তরিত হওয়ার সময়ে সে নিজে নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়ার এবং আল্লাহ্র রাসূল হওয়ার কথা ঘোষণা করে। আর আদরানে ও আক্কা কারাগারে বন্দী থাকার সময় সে ইউরোপের নরপতি, ইরানের বাদশাহদেরকে, উসমানী শাসকবর্গকে আমেরিকার নেতৃবৃন্দকে এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে তার রাসূল হওয়ার খোদায়ী সংবাদ অবগতি করে।[৩]

লক্ষণীয় যে, এখানে বাহাউল্লার আল্লাহর তরফ হতে নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়া, যাবতীয় পবিত্র ধর্মগ্রন্থে তার আগমনের কথা ব্যক্ত হওয়া এবং আল্লাহ্র রিসালত লাভের দাবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ)কে সর্বশেষ নবী মানা হয়নি। খতমে নবুয়্যতের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। যার কারণে আলেমগণ তাকে মুর্তাদ বলে ঘোষণা

www.pathagar.com

করেন। সে ফতোয়া মোতাবেক বাহাউল্লাহ্‌র প্রাণদণ্ড কার্যকরী করা হয়।

কারাগারে তার প্রতি কিতাব নাযিল হয়। কিতাবটির নাম বলে কিতাব-ই-আকদাস অর্থাৎ 'পবিত্রতম গ্রন্থ'। এ গ্রন্থ বাহাই ধর্মের মূল। যেমন 'বারাহানে আহমাদীয়া' হচ্ছে কাদিয়ানী ধর্মের মূল কিতাব। আমরা বাহাইদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। ১৮১৭-১৮৯২ সাল পর্যন্ত বাহাউল্লার যুগ ধরা হয়।

৩। বাহাই ধর্মের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলো আব্দুল বাহা। তাঁর আসল নাম আব্বাস আফেন্দী। তাঁকে বাহাই ধর্মের অভিভাবক বলা হয়। তিনি ছিলেন বাহাউল্লার পুত্র। বাহাউল্লার প্রতি যে পবিত্রতম গ্রন্থ (কিতাব-ই-আক্‌দাস নাযিল হয়?) তা ব্যাখ্যা করার অধিকার একমাত্র আব্দুল বাহাই রাখত।[৪] এমনকি বাহাই ধর্মের অন্যান্য বিষয়েও একমাত্র তাঁর হুকুম ও সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হয়। এমতাবস্থায় বাহাই প্রচার পত্রে ঃ "স্বাধীনভাবে সত্যান্বেষণ" ফলাও করে প্রকাশ করা অর্থহীন হয়ে যায়। মুক্তচিন্তার দ্বার সকলের জন্য খোলা থাকবে। সব বিষয়ে কথা বলার ও ভাবার অধিকার থাকবে। ব্যক্তিবিশেষকে দণ্ডমুণ্ডের মালিক বানিয়ে দিয়ে সত্যান্বেষণে স্বাধীনতার কথা বলা অর্থহীন। আমরা এখানে বাহাইদের স্ববিরোধী আচরণের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম।

বাহাই গ্রন্থ ব্যাখ্যায় সকলের সমান অধিকার নেই

"শত শত গ্রন্থ ও ফলকলিপি ব্যতীতও বাহাউল্লা তাঁর উপদেশাবলীর ব্যাখ্যাদানের জন্য আব্দুল বাহাকে কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যাখ্যাদাতা নিয়োগ করে গিয়াছেন। আব্দুল বাহা ইহার পরে "শৌকী" এফেন্দীকে এই ধর্মের অভিভাবক নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা দান ঐশী অনুপ্রাণিত এবং যাবতীয় বাহাইকেই ইহা অবশ্যই মানিয়া লইতেহইবে।"[৫]

প্রশ্ন জাগে, এ যেন শূদ্রের মহাভারত পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষণা। বাহাউল্লা যা বলেছে তার বেশীর ভাগ ফার্সী ভাষায়। আর চরম ভুল আরবী ভাষায় এবং ফার্সী মিশ্রিত আরবী ভাষায়। যা সাধারণ পাঠকবর্গও বুঝতে পারবে। তাহলে কেন প্রাচীর আটকিয়ে রাখা হলো বাহাউল্লার বাণী ও ফলকলিপিসমূকে স্বাধীনভাবে অর্থ গ্রহণ করতে দেয়া হয় না পাঠক গোবেচারাদেরকে? আর বড় গলায় বলা হয় ঃ "বাহাই ধর্ম মোল্লা পুরোহিত বিহীন একটি ধর্ম।" বাহাই ধর্মে কোন যাজক সম্প্রদায় বা পুরোহিততন্ত্র নেই। বাহাউল্লাহ বলেছে যে, এই যুগে জনসাধারণকে ধর্মপথে পরিচালনার জন্য আর পুরোহিতদের প্রয়োজন নেই। মানুষ আজ পূর্ণ পরিণতির বা পরিপক্কতার সেই ধাপে পৌঁছেছে, যেখানে সে অন্য কোন লোক ছাড়া নিজেই ধর্মের অনুসন্ধান পাঠ ও হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ।"[৬]

www.pathagar.com

প্রশ্ন হলো, যদি তাই হয় তাহলে বাহাই ফলক লিপি পর্যন্ত বুঝার ও ব্যাখ্যা করার অধিকার মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো কোন্ যুক্তিতে? তাহলে কি তা হাতির দাঁত যা খাবারের জন্য ভিন্ন আর দেখাবার জন্য ভিন্ন? মনে হয় ইরানের ফেরারী বাহাইরা বাংলা মুলুকে এসে ধরাকে সরা মনে করছে। আর সবাইকে বাঙ্গাল বানাচ্ছে! কুরআন বুঝতে সক্ষম সকলেই কুরআন পাঠ ও ব্যাখ্যা করার বৈধতা রাখে। হাদীসসমূহ আলোচনা করতে কারো জন্য বাধা নেই। ধর্মগ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে মানুষের হিদায়েতের জন্য। মানুষকে যদি তা পাঠ করার, বুঝার অধিকার দেয়া না হয় তাহলে ওসব দেয়া হল কেন? যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবে, বুঝবে, ব্যাখ্যা করবে, এ সার্বজনীন অধিকার ছিনিয়ে নেয়া যায় না। আবদুল বাহা বা শৌকী আফেন্দীকে ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যার একচ্ছত্র অধিকার দিয়ে বাহাই ধর্মে কি পুরোহিততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হয় না?

স্বজন সমন্বয়ে—ধর্মীয় কাঠামো

আবদুল বাহার পর তারই জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শৌকী এফেন্দী রব্বানী বাহাই ধর্মের অভিভাবক নিযুক্ত হয়। তাকে আবদুল বাহা স্থলাভিষিক্ত করে যায়। এরূপে পিতা বাহাউল্লাহ ছেলে আব্দুল বাহা, মেয়ের তরফের নাতি শৌকী। এফেন্দী সমন্বয়ে স্বজন সম্বলিত ধর্মীয় কাঠামো রচিত হয় বাহাই ধর্মে। তারপরও দাবী করা হয় যে, বাহাই ধর্মে সার্বজনীন আদর্শ রয়েছে? এ যেন গোত্রীয় আধিপত্যকে ধর্মে টেনে আনার অপপ্রয়াস। এ সব কারণেই নামাযে বাহাইরা ইসলামের আদি কেবলা কাবা শরীফের দিকে মুখ না করে বাহাউল্লার সমাধির দিকে মুখ ফিরে নামায পড়ে।[৭] আর আল্লাহ্‌র দাস মুসলিমগণ আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাযে দাঁড়ান। তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা শরীফের পানে ফিরে দাঁড়ান না। বাহাইরা তাদের কেবলা পরিবর্তন করে প্রকৃতপক্ষে তাদের ধর্মীয় বৈপরিত্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর তাদের ধর্ম-প্রবর্তকগণ ইসলামের নির্দেশাবলী বাতিল ঘোষণা করে বাহাই ধর্মের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করছে। সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ঐশীবাণী লাভের কথা বলছে। আমরা এ প্রসঙ্গে এক নম্বর টীকা এ বারের নবুয়্যত দাবী ও খোদার বহিঃপ্রকাশ তার মাঝে হয়েছে বলে অলীক আফ্‌ফালনের উল্লেখ করে এসেছি। আর ৭২ নম্বর উদ্ধৃতিতে বাহাউল্লার ঐশীবাণী লাভ, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র বিকশিত প্রতিবিম্ব, রিসালত ও প্রতিনিধিত্বের অধিকারী হওয়া এবং সর্ব ধর্মগ্রন্থে প্রতিশ্রুত ব্যক্তি বলে উল্লেখিত হওয়ার দাবীর কথা প্রমাণসহ ব্যক্ত করে এসেছি। বিষয়টিকে আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বাহাইদের কিতাব থেকে আরও কিছু মন্তব্য তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের সামনে বাহাউল্লার 'কিতাবে আক্‌দাস' বা পবিত্রতম গ্রন্থ নেই। আর অন্যান্য গ্রন্থাদির মূলকপিও নেই। রয়েছে বাংলা তরজমা আর সমালোচকদের

www.pathagar.com

পুস্তকে স্থাপিত উদ্ধৃতিসমূহ। কোথাও কোথাও সমালোচকরা বাড়াবাড়ি করে থাকবেন। তাই তাদের বরাতে কথা বলা ঠিক হবে না। আর বাহাউল্লার উক্তিসমূহ যা বাহাইগণ তরজমা করে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় ছেপেছে তা অবশ্য দলিলরূপে গ্রহণ করা যায়। আমরা তাদের নিজস্ব বক্তব্য অনুসারেই কথা বলব।

এছাড়া মিশরের আদালতে একবার জনৈক বাহাইর ছেলে সন্তানের প্রাপ্য ভাতার দাবীতে মামলা দায়ের করা হয়। সরকার পক্ষ যুক্তি দেখান যে, বাদী বাহাই ধর্মাবলম্বী। তাই তার বিয়ে শরীয়তসম্মত হয়নি। বাহাইরা মুর্তাদ। মুর্তাদের বিয়ে ইসলাম সমর্থন করে না ইত্যাদি-। কাজেই অবৈধ বিয়ে সূত্রে জন্মগ্রহণকারীও অবৈধ সন্তান। যার কোন আইনগত দাবী চলে না। আদালত তখন বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিতর্কের সূচনা করেন। তখন আদালত বাহাই ধর্ম সম্পর্কে বাহাইদের কাছ থেকেই লিখিতভাবে প্রামাণ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। আর তার ভিত্তিতে মুসলমান মুফ্তী মহোদয়গণের ফতোয়া তলব করেন। এরূপে উক্ত ভাতা মামলায় উভয় পক্ষের মতামত দলিল প্রমাণসহ পরখ করে দেখা হয়। উক্ত আদালতে তখন বাহাই সংস্থাগুলো বাহাই ধর্মমত সম্পর্কে যে তথ্যাদি পেশ করেছিল সে সবকেও নির্ভুল তথ্যরূপে আমাদের আলোচনায় আনতে পারি। আমাদের হাতে এখন বাহাউল্লার 'কিতাবে আকদাস' না থাকায় উপরে বর্ণিত বাহাই ও মুসলমানদের পেশ করা প্রমাণাদি নিয়েই আলোচনা করা যাক।

অহী লাভের দাবী

ইসলামী আকীদামতে মহানবী (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী। তাঁরপরে যে-ই নবুয়্যত বা রিসালত লাভের দাবী করবে সে মুর্তাদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ইসলামের গন্ডীর বাইরে চলে যাবে। আর যদি পূর্বে সে অমুসলিম ছিল বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে সে মিথ্যুক বলে প্রত্যাখ্যাত হবে। মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিনষ্ট করার জন্য তাকে কোন মুসলিম দেশে সুযোগ দেয়া হবে না। এটাই ইসলামের নীতি। খতমে নবুয়্যতের বিশ্বাস মুসলমানদের মাঝে মৌলিক ধর্মবিশ্বাসরূপে স্বীকৃত। আমরা বিগত দীর্ঘ আলোচনায় তা প্রমাণসহ বলেছি। কিন্তু দেখা যায়, বাহাই ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাগণ এ আকীদা লংঘন করে ঐশীবাণী লাভ ও নবী-রাসূল হওয়ার দাবী করে বসেছে। কাজেই ইসলামী বিধানমতে তারা যে মুর্তাদ এতে কোন বিধানগত আপত্তি থাকতে পারে না।

বাহাই কেন্দ্রীয় সংস্থা সার্বজনীন বিচারালয় কর্তৃক প্রকাশিত একটি সংকলন আমাদের হাতে রয়েছে। সংকলনটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। বাহাইদের কেন্দ্রীয় কমিটি এটিকে অনুমোদন দান করে ছেপেছে। কাজেই সূত্রটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মানতে হবে। সার্বজনীন বিচারালয় সংকলনের নাম দিয়েছে ঃ "বাহাউল্লাহ বাব ও আবদুল বাহার পবিত্র বাণী হইতে সংকলিত।" বইটিতে ক্রমিক নম্বর বসিয়ে বাহাউল্লাহ ও অন্যদের

www.pathagar.com

বক্তব্য পরিবেশন করা হয়েছে। উক্ত সংকলনের প্রথম ভাগেই স্থান পেয়েছে বাহাউল্লাহ্। বাহাউল্লাহ্র দ্বারা বাহাইগণ ঐশীগ্রন্থ (?) কিতাবে আকদাস লাভ করেছে। তাই হয়তো 'সার্বজনীনরা' তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকবে। যাইহোক উক্ত দ্বিতীয় উক্তিতে বলা হয়ঃ

(২) "যে প্রত্যাদেশ আল্লাহ্র সমস্ত পয়গাম্বরগণের উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকার এবং তাঁহার বার্তাবাহকগণের বহুল লালিত কামনার বস্তুরূপে স্মরণাতীত কাল হইতে উচ্চ প্রশংসার সহিত অভিনন্দিত হইয়া আসিয়াছে শক্তিমান আল্লাহ্র ব্যাপ্তিশীল ইচ্ছার বলে ও তাঁহার অনিবার্য আদেশে উহা এখন মানুষের কাছে প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যাদেশের আবির্ভাবের কথা সমস্ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থে ঘোষিত হইয়াছে। এইরূপ ঘোষণাবলী সত্ত্বেও, মানব জাতি এখন ইহা হইতে বিপথে গমন করিয়াছে এবং ইহার জ্যোতি হইতে নিজেকে পদান্তরাল করিয়াছে।"[৮]

অনুবাদক শেখ শহীদ উদ্দিন বাহাউল্লার উক্তিটির তরজমায় কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছে। যেমন 'প্রত্যাদেশ' মানে অহী, 'আবির্ভাব' আল্লাহ্ কর্তৃক পাঠানো যে বিষয়ের সূত্র ঐশী হয় তাকেই এরূপ শব্দে প্রকাশ করা হয়। এ উক্তিতে বাহাউল্লাহ্ তার আবির্ভাবের কথা বলেছে। একথা পূর্ববর্তী নবীগণ বহুকাল হতে বলে আসছেন বলে জানিয়েছে। অর্থাৎ তার আগমন বার্তাবাহক ছিলেন বিগত পয়গাম্বরগণ। এখানে নবী রাসূলের পর্যায়ে বাহাউল্লাহ্ নিজেকে রেখেছে। আর অহীর দাবী করেছে। "যা এখন মানুষের কাছে প্রকাশিত হইয়াছে" বলে উক্তি করেছে।

মাসীহ মাউদ হওয়ার দাবী করে বাহাউল্লাহ্ বলে ঃ

"(১৭) "ওহে ইহুদীগণ! যদি তোমরা আর একবার আল্লাহ্র আত্মা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাক, তবে আমাকে হত্যা কর, যেহেতু তাঁহাকে আর একবার আমার দেহে তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হইয়াছে।"[৯]

মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বাহাউল্লাহ বলে ঃ

"ওহে বয়ান গ্রন্থের জনমন্ডলী! যদি তোমরা তাঁহার রক্তপাত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক যাঁহার আগমন-বার্তা বাব্ ঘোষণা করিয়াছেন, যাঁহার আগমন সম্বন্ধে মুহাম্মদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন এবং যাঁহার প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে যিশুখৃষ্ট স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন, তবে আমাকে তোমাদের সম্মুখে প্রস্তুত ও অরক্ষিত অবস্থায় দন্ডায়মান দেখিতে পাইতেছ। তোমাদের ইচ্ছামাফিক আমার সহিত ব্যবহার কর।"[১০]

এখানে বাহাউল্লাহ চরমভাবে সত্যের অপলাপ করেছে। ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লা নাবিয়্যা বা'দী-আমার পর কোন নবীর আগমন হবে না। আর বাহাউল্লাহ্ বলতে চায় তিনি নাকি তার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। হ্যাঁ, বাহাউল্লাহ্র ন্যায় বহু মিথ্যাবাদীর আগমন হবে সে বলে গেছে। আর এরূপ

www.pathagar.com

মিথ্যাবাদীরা সকলেই নিজেদেরকে নবী বলে ধারণা করবে। অথচ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কেউ নবী হবেন না। মিথ্যাকে বার বার আউড়াইলে তা সত্যে পরিণত হয়" এ দর্শন প্রয়োগ করেছেন বাহাউল্লাহ্ অগণিতবার।

বাহাউল্লাহ এখানে মুসলমানগণকে "বয়ানগ্রন্থের জনমন্ডলী" বলে সম্বোধন করেছে। বস্তুতঃ কুরআনকে "কিতাবুম মুবীন্" বিশেষণে বিভূষিত করেছে" স্বয় আল্লাহ্ তা'আলা।[১১] সে মর্মে বাহাউল্লাহ্ মুসলমানগণকে অনুরূপ সম্ভাষণে স্মরণ করে। কিন্তু কিতাব–ই–মুবীন, (স্পষ্ট গ্রন্থ) আসার পর অন্য কোন ঐশীবাণী যে নিরর্থক তা আঁচ করতে পারেনি। সম্যক তা জানতে পারলে তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কিতাব প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করতো না। সে দাবী করে, তার প্রতি ঐশীসূত্রে কিতাব নাযিল হয়েছে। যথা (১) কিতাব–ই–পাক্ (২) লৌহ্–ই–আকদাস (৩) বিশারৎ (৪) তারাজাত (৫) কালিমাত – ই – ফিরদৌসিয়া (৬) লৌ – হি – দুনিয়া (৭) ইসরাকাৎ (৮) লৌহ – ই – হিকমাত (৯) লৌহ – ই – মাকসুদ (১০) সূরা ওয়াকা (১১) লৌহ – ই – সৈয়দ – ই – মিহদি – ই – ধবাজী ইত্যাদি।

সূত্রসূচী

১· তারীখ–ই–দিয়ানাতে বাহাই ঃ ২য় পৃষ্ঠা।

২· " " " ৫ম "।

৩· বাহাউল্লাহ্র জ্যোতি ঃ The Light of Bahaullah-এর বঙ্গানুবাদ ৫০ পৃষ্ঠা

৪· আহযাব ঃ ৫৯ আয়াত।

৫· বাহাই আইন–কানুন ঃ ১৯, পৃষ্ঠা।

৭· বাহাউল্লাহ বাব ও আবদুল বাহার পবিত্র বাণী হইতে সংকলিত ঃ ব্যবস্থাপনা সার্বজনীন বিচারালয়, উক্তি নং ২, পৃষ্ঠা ১, প্রথম অধ্যায়।

৮· ঐ, ১৭ নং উক্ত, ৬১ পৃষ্ঠা।

৯· ঐ ঐ ১৭ ।"

১০· আল কুরআন ঃ ইউনূস ঃ ১ ৬১।

১১· নাজম ঃ ২৩ আয়াত।

www.pathagar.com

ধর্মের নব সংস্করণঃ বাহাইদের ১২ দফা প্রস্তাব প্রসংগে

বাহাইরা নিজেরাই দাবী করে যে, যুগ চাহিদা পূরণের জন্য নতুন ধর্মের প্রয়োজনে বাব ও বাহাউল্লাহর ঐশী বাণী দ্বারা বাহাই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তাদের ধারণা কুরআন যুগ জিজ্ঞাসা পূরণে ব্যর্থ। তাই কিতাব-ই-আকদাস (পবিত্রতম গ্রন্থের) প্রয়োজন। তাই বাহাউল্লাহ ও বাবের দ্বারা এ প্রয়োজন চুকে গেল। ইসলাম যা দিতে ব্যর্থ কিতাব-ই-আকদাস তা দিয়েছে। এরূপ আজব তথ্যের বিবরণ পেশ করে বাহাইরা বারটি আদর্শ কর্মসূচী হাজির করেছে।

মানব জাতির একত্ব ঃ

মানবাধিকার, মানবতা, মানব জাতির একত্ব বা অবিচ্ছিন্ন সত্ত্বার কথা ইসলাম বহু পূর্বে পেশ করেছে। এ জন্যে বাহাই ধর্ম মত নিত্য নতুন কোন ধারণা দেয়নি। কুরআনে মানব জাতির একত্ব বর্ণনা করে আল্লাহ বলেনঃ

"ওহে মানব মণ্ডলীঃ আমি তোমাদেরকে এক নারী ও পুরুষ হতে সৃষ্টি করেছি। তোমাদের পরস্পরের পরিচয় সহজ করার জন্য তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার আল্লাহর নিকট তারই সম্মান অধিক।"[১]

পৃথিবী জোড়া সকল মানুষ এক আদম ও হাওয়ার সন্তান। কাজেই মানব জাতির একত্ব এখানেই। জাতি-গোত্রের বিভক্তি এবং পরিচয়ও জানা শোনার সুবিধার্থে ঘটানো হয়েছে। এর বেশী কিছু নয়। তবে সম্মান ও মর্যাদা গোত্র ও জাতিভিত্তিক হবে না। তা হবে ব্যক্তি ভিত্তিক-যার আমল ভাল সেই অধিক মর্যাদার অধিকারী। এ মানদণ্ডে বিশ্ব-ভাতৃত্ব ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে। কারণ কোন মানুষই আদম ও হাওয়ার সন্তান বহির্ভূত নয়। কাজেই মানুষ হিসেবে সকলেই ভাই ভাই।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আরবের উপর অনারবের কোনই প্রাধান্য নেই। আর অনারবদের উপর আবরদের ফযিলত নেই। কালোর শ্রেষ্ঠত্ব শ্বেতাঙ্গের উপর নেই। অনুরূপ শ্বেতাঙ্গদের কোন রূপ মর্যাদা কালোর উপর নেই। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম হল মাটির তৈরী।"[২]

এরূপ মূল্যবান নীতি কথা বাহাই ধর্ম প্রবর্তকদের ওহীতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কি? মোটেই না। শুধু নীতি কথা নয়, স্ব স্ব ধর্মে অবস্থান করেও যে একই দেশে ও ভূখণ্ডে বাস করা যায় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সহাবস্থান নীতি অবলম্বন করা যায় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মদীনায় হিজরত করার পর

www.pathagar.com

অমুসলিমদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাই এর জীবন্ত দলীল। কাজেই এখানে বাহাই ধর্মের কাছ থেকে মানব জাতিকে কিছুই শিখার মত নেই।

স্বাধীনভাবে সত্যান্বেষণ ঃ

এ আদর্শ স্থাপনেও ইসলামের জুরি নেই। মক্কার কাফিরগণকে কুরআনের যুক্তিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট করা হলে তারা অন্ধভাবে বাপ-দাদার অনুসরণের যুক্তি দেখাতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

"তাদেরকে আল্লাহর নাযিলকৃত নির্দেশ মেনে চলতে বলা হলে তারা বলে – না, আমরা তো পূর্ব পুরুষগণের অনুসরণ করব। আচ্ছা তাদের পূর্ব-পুরুষরা জ্ঞানহীন হয়ে থাকলে আর সঠিক পথ না পেয়ে থাকলে?[৩] "অনুরূপ, আমি নিদর্শনসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা করি জ্ঞানান্বেষণকারীদের জন্য।"[৪] জ্ঞান প্রয়োগে সত্যান্বেষণের জন্য কুরআনে অগণিত আয়াত রয়েছে। এক্ষেত্রে বাহাই শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। অথচ স্বাধীন চিন্তা ধারায় বরখেলাপ করা হয়েছে খোদ বাহাই ধর্মে।

সকল আসমানী ধর্মের ভিত্তি এক ঃ

এ কথাও কুরআনে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ "আমি তোমার প্রতি ওহী নাযিল করেছি যেরূপে ওহী করেছি নূহ এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি[৫]" এখানে ঐশী বাণী নাযিলের এক রকম বলা হয়েছে। মূলতঃ ঐশী বাণী হল স্বর্গীয় ধর্মের ভিত্তি যা সকল ধর্মে এক। আল্লাহতায়ালা বলেনঃ লোকেরা সকলেই এক আদর্শ ভিত্তিক ছিল-পরে তাদের মাঝে মতের গড়মিল হয়[৬]-এক আল্লাতে বিশ্বাস, আখিরাতের প্রতি, আসমানি কিতাবের প্রতি, নবী রাসূলে প্রতি, ফিরিস্তাদের প্রতি ঈমান বিগত সকল ধর্মের মূল বিষয় ছিল। এরূপে ইসলাম বলে যে, সকল সত্য ধর্মের ভিত্তি অভিন্ন। এ শিক্ষার জন্য বাহাই ধর্মের শরণাপন্ন হতে হবে না। এ ছাড়া ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়, স্ত্রী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার, শিক্ষার গুরুত্ব, অর্থনৈতিক সমস্যার ন্যায্য সমাধান, এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা অতুলনীয়। ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়েছে কুরআনে। আল্লাহ বলেছেনঃ "পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় সৃষ্টি করবে না।"[৭] পৃথিবীতে বিপর্যয় করে বেড়াবে না।[৮] তিনি বিপর্যয়কারীকে ভালবাসেন না।[৯] ইত্যাদি নিদের্শন কুরআনে রয়েছে। বাহাই ধর্ম এসে আর কি অভাব পূরণ করল? হ্যাঁ, ধর্মের নব সংস্করণ বাহাই মতবাদের কৃতিত্ব হল পাশ্চাত্যের কায়দায় যুবতীদেরকে বোর্কা মুক্ত করে ঘরের বাইরে নিয়ে আসা। আর যুবকদেরকে খোশালাপের সুযোগ করে দিয়ে নব ধর্মের আকর্ষণ সৃষ্টি করা। ইসলামী বিধানে বিবাহিত নর ও নারী যেনা করলে প্রাণদণ্ড এবং অবিবাহিত যুগল এরূপ অবৈধ কাজ করলে একশ' বেত্রাঘাত করতে হবে। আর আধুনিক যুগে ধর্মের আধুনিক বাহাই সংস্করণে ব্যভিচারের শাস্তি অর্থ দণ্ড।[১০] বেত্রাঘাত বা প্রাণদণ্ড নয়। এ যেন বেশ্যালয়ে

www.pathagar.com

গমনের ফিস আদায় করা। আর যুবক–যুবতীদের জন্য অবৈধ মিলনের সহজ পথ খুলে দেয়া। কোন ঐশী ধর্ম চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু বাহাই ধর্ম যুগ চাহিদার দাবী তুলে শিথিল চরিত্র নিয়ন্ত্রণ আইন গ্রহণ করেছে। এটা যে, মূলতঃ ঐশী ধর্ম নয় এ নীতি তার পরিচয় বহন করে। অনুরূপ, শরাব পানকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত না করে প্রতিবার শরাব পান করার অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান বাহাই মতাদর্শে রয়েছে।।[১১] বাহাই ধর্মে নফসের আরও খোরাক রয়েছে। বছরে পূর্ণ রোযা রাখার দরকার পরে না। বছরে মাত্র ১৯ দিন রোযা পালন করলেই চলে। অর্থাৎ ১৯ দিনেই বাহাইরা মাস গণনা করে। সুবহে সাদিক হতে তাদের রোযা শুরু হয় না। তারা উদয়–অস্ত রোযা রাখে। রোযা রেখে শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকলেই চলে। ২১ মার্চ রোযার শেষ দিন হয়। মার্চ মাস রোযার জন্য আরাম দায়ক। তাই রমজান মাস বাদ দিয়ে মার্চ মাস রোযা রাখার জন্য বাহাইরা ধার্য করেছে। আর কার্যতঃ নামায তুলেই দিয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দরকার পড়ে না।

বাহাই ধর্মে দিন ভর মাত্র একবার প্রার্থনা করলেই চলে। আর সংক্ষিপ্ত বাধ্যতামূলক প্রার্থনা করলে অবশ্য দাঁড়িয়ে করতে হবে। কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালনের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। যে কোন রূপে দাঁড়ালেই চলে। এ যেন হাটবাজার করার কাজে দাঁড়িয়ে থাকা। আর নামায(?) কাযা হলে হাটু পেতে বসে মাটিতে কপালঠুকে সিজদারত হয়ে নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করতে হবে। নামায তথা প্রার্থনার সময় (ওয়াক্ত) তিনটিঃ সূর্য উদয় থেকে ১২টা পর্যন্ত, ১২টা থেকে অস্ত পর্যন্ত, অস্ত থেকে দু'ঘন্টা পর পর্যন্ত। এ তিন সময়ের যে কোন সময়ে প্রার্থনা তথা মন্ত্র পাঠ করলেই খালাস। এরূপে বাহাই মতবাদ ধর্মের নামে, প্রার্থনার নামে কুসংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। মজার ব্যাপার হল বাহাই ধর্মে স্ত্রী–পুরুষের সমানাধিকারের যিকির তোলা হয়। অথচ কার্যতঃ তা করা হয় না। মিরাস বন্টনে তারা সম্পদকে ২৫২০ ভাগ করে। পিতাকে দেয় ৩৩০ ভাগ। আর মাতাকে দেয় ২৭০ ভাগ। ভ্রাতাকে দেয় ২১০ ভাগ। আর ভগ্নিকে দেয় ১৫০ ভাগ। আর শিক্ষক মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় না হলেও তাঁর জন্য ধার্য রয়েছে ৯০ ভাগ।[১২]

বিচারের কাঠ গড়ায় বাহাই ধর্ম

মিসরের চতুর্থ দায়রা জজের আদালতে ১৯৫০ সালের ১৯ জানুয়ারী তারিখে ভাতার দাবীতে একটি মামলা রুজু হয়। বাদী ছিল মুস্তফা কামেল আলী আবদুল্লাহ বাহাই। মুকাদ্দমা নম্বর ১৯৫–৪। বিবাদী ছিল মিসর সরকার। মামলার রায় বাদী মুর্তাদ কি আদালত তা ফায়সালা দিবে। তাই আদালতের পক্ষ হতে প্রথমতঃ বাহাই ধর্ম মতের প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করা হয়। সে ভিত্তিতে মুফতীর ফতোয়া চেয়ে পাঠান হয়।

www.pathagar.com

ولاخفاء فى ان عقائد البهائيين وتعاليمهم عقائد غير اسلامية يخرج بهامعتنقها من ربقة الاسلام وقد سبق الافتاء بكفر البهائيين و معاملتهم معاملة المرتدين-

واضاف الدفاع عن الحكومة ان من عقائد البهائيين الفاسدة (١) ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس آخرالانبياء والرسل (٢) و ان الناس لن يبعثوا بصورهم الدنيوية بل بارواحهم او بصور اخرى الى غير ذالك مما يتنافى مع عقائد الاسلام الاساسية وانتهى الى ان الزواج باطل لايترتب عليه اى حق (البهائية فى الميزان ص ٩)

"সন্দেহ নেই, বাহাইগণের আকীদাসমূহ এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। যে এরূপ আকীদা বিশ্বাস পোষণ করবে সে ইসলামের আওতা হতে খারিজ হয়ে যাবে। বাহাইরা যে কাফির এ ফতোওয়া পূর্বেই এসে গেছে। তাদের সাথে ধর্মত্যাগী মুর্তাদদের ন্যায় আচরণ করতে হবে।

সরকারী উকিল বলেন, বাহাইদের আকীদা হলঃ (১) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম আখিরী নবী এবং আখিরী রাসূল নন। (২) আর সশরীরে লোকজনের হাশর হবে না। বরং আত্মার হাশর হবে বা অন্য যে কোন আকারে হাশর হবে।

এ ছাড়া তাদের আরও ধর্ম বিশ্বাস রয়েছে যা ইসলামের মৌলিক আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক। যার ফল দাঁড়ায় বাহাইবাদীর বিয়ে বৈধ হয়নি। এ বিয়ের ভিত্তিতে কোনরূপ পাওনার অবকাশ নেই।"[১৩]

মামলার নথি পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয় যে, বাহাইরা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আখিরি রাসূল ও আখিরি নবী মানে না। আর তারা সশরীরে হাশর হওয়ার বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। যাদের এরূপ আকীদা থাকে তারা ইসলাম ধর্ম হতে খারিজ হয়ে যায়। মুসলমান থাকে না। বিষয়টির শেষ ফল দাঁড়ায় এই যে, বাহাইদের বিয়ে বন্ধন বাতিল।

বাহাইদের সম্পর্কে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফতোওয়া

আদালতের পক্ষ হতে মিসরের জামে আযহাবের ফতোওয়া বিভাগে বাহাইদের

www.pathagar.com

ব্যাপারে ফতোওয়া চেয়ে পাঠানো হয়। তখন ফতোওয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন শায়খ আবদুল মজীদ সেলীম যিনি পরবর্তীকালে জামে আযহাবের প্রধান পরিচালক পদে আধিষ্ঠিত হন। তিনি তাঁর লিখিত ফতোওয়াতে উল্লেখ করেন ঃ

ان البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين اذ ان مذهبهم يناقض اصول الدين وعقائده التى لايكون المرء مسلما الابالايمان بها جميعا بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماوية ولا يجوز للمسلمة ان تتزوج بواحد من هذه الفرقة و زواج المسلمة باطل بل ان من اعتنق مذهبهم من بعد ما كان مسلما، يعتبر مرتدا من دين الاسلام فلايجوز زواجه مطلقا و لوبهائية مثله (الكتاب المذكور ص ١٣)

অর্থাৎ "বাহাই ফির্কা মুসলিম ফের্কাসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ তাদের ধর্ম ইসলামের মৌলিক বিধান ও আকীদা বিশ্বাসের বিপরীত। ইসলামের যাবতীয় মৌলিক আকীদায় বিশ্বাসী না হয়ে কেউ-ই মুসলমান হতে পারে না। আর বাহাই ধর্ম সমস্ত ঐশী ধর্মের সাথে বিরোধ রাখে। কোন মুসলমান মহিলার জন্য বাহাই সম্প্রদায়ের কোন লোকের নিকট বিয়েতে আবদ্ধ হওয়া জায়েয নয়। মুসলমান মহিলাদের এরূপ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য। উপরন্তু কোন মুসলমান যদি বাহাই ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে ইসলাম পরিত্যাগকারী তথা মুর্তাদ হয়ে যাবে। মুর্তাদ অবস্থায় কোথাও তার বিয়ে বৈধ হবে না। স্ব মতের বাহাই মহিলার সাথেও না।"[১৪]

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ফতোওয়াটি সুন্নী ও শিয়া নির্বিশেষে সকল মতের আলেম ও মুফতীগণ সমর্থন করেন। ফতোয়ায় বলা হয়েছে যে, বাহাইরা ইসলাম হতে খারিজ ও মুর্তাদ। তাদের সাথে বিয়ে-শাদী অবৈধ ও হারাম। এরূপ বাহাইর সাথে কোন মুসলিম মহিলার বিয়ে হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ ইসলামের পরিপন্থী ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করার ফলে বাহাইরা মুর্তাদ হয়ে যায়। এ ছাড়া বাহাই পক্ষের উকিল আদালতে স্বীকার করেন যে, বাহাউল্লাহকে বাহাইরা বাহাই ধর্মের প্রবক্তা ও নবী বলে বিশ্বাস করে। বাহাই পক্ষের উকিল বলেন ঃ

.....ويعتقد ان بهاء الله الذى نادى بهذا لدين من المرسلين .....ومنهم بهاء الله (الكتاب المذكور ص ١٥)

"বাহাই ধর্ম বিশ্বাস হল এই যে, বাহাই ধর্মের প্রবক্তা প্রেরিত পুরুষদেরই একজন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে থেকেই বাহাউল্লাহ এসেছে।"[১৫]

www.pathagar.com

সরকার পক্ষের উকিল বলেন ঃ

ان البهائيين كانوا على دين الاسلام تطورت افكارهم فقالوا (١) ان القران ليس آخر الكتب السماوية (٢) ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس آخر الانبياء والرسل بل يجب لكل عصر ان يأتى نبى جديد بتعاليم جديدة تتفق مع روح العصر وتعاليم كتاب البهائيين تخالف ما جاء به الدين المعمول به فى الدولة الاسلام فهم مرتدون ومخالفون للقواعد الاساسية للاسلام

(الكتاب المذكور ،ص ١٤)

"বাহাইগণ পূর্বে দ্বীনে ইসলামে কায়েম ছিল। অতঃপর তাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে। তারা এখন বলে (১) কুরআন ঐশী গ্রন্থসমূহের সর্বশেষ গ্রন্থ নয়। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামও শেষ নবী ও শেষ রাসূল নন। বরং যুগে যুগে যুগ চাহিদা মোতাবেক নবতর শিক্ষা নিয়ে নতুন নবীর আগমণ হবে। বস্তুতঃ বাহাইদের গ্রন্থাদির শিক্ষা ইসলামী দেশে প্রচলিত ধর্মীয় আচরণের বিপরীত। তাই তারা ধর্ম ত্যাগী মুর্তাদ। আর তারা ইসলামের প্রতিষ্ঠিত মৌলিক বিধি বিধানের বিরোধী।[১৬]

বস্তুতঃ বাহাইরা যে, ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের বিরোধী বাহাইদের পক্ষ সমর্থনকারী উকিল নিজেই তা স্বীকার করেছেন। মহামান্য আদালত বাহাইদের আকীদা ও ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে আরও উল্লেখ করেন ঃ

ثانيا- قول البهائيين ان رسولين معينين بلّغا هذا الدين الى اهل الارض بعد ان محى الدين الاسلامى و اصبع غير صالح لمسايرة النظور الذى وصلته البشرية فى العصور الحديثة وهما «مرزا على محمد» الذى اعلن دعوته عام ١١٤٤ بايران .....وكان لقبه الباب - وكانت غايته اعداد الناس لقدوم (بها الله) اى التبشير بقدومه ويقولون انه رسول وان رسالته كانت تحضيرية -(الكتاب المذكور ص ٢٠)

www.pathagar.com

"দ্বিতীয়ত ঃ বাহাইরা বলে, নির্দিষ্ট দু'জন রাসূল এ বাহাই ধর্ম পৃথিবীবাসীর নিকট তখনই পৌঁছিয়ে গেছে যখন ইসলাম ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নতুন যুগের চাহিদা পূরণেও প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আর মানবতা প্রগতির সাথে সামঞ্জস্য অটুট রেখে চলে আসছে। তারা হলোঃ মির্জা আলী মুহাম্মদ.....মির্জা আলী মুহাম্মদ ১৮৪৪ সালে ইরানে তার মতবাদ প্রচার করে। তার উপাধি হচ্ছে 'বাব'। তার মুখ্য কাজ ছিল লোকজনকে বাহাউল্লার আগমনের জন্য প্রস্তুত করা। তার আগমনের সুসংবাদ প্রচার করা। বাহাইরা বলেঃ তিনি (বাব) ছিলেন একজন রাসূল। তাঁর রিসালত ছিল প্রস্তুতিমূলক রিসালত।[১৭]

এখানে বাহাই ধর্মের প্রথম রাসূল বারের উল্লেখ রয়েছে। আর বাহাই ধর্ম প্রচারের আবশ্যকর্তা প্রকাশ করা হয়েছে। দাবী করা হয়েছেঃ ইসলাম ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইসলাম প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই বাহাই ধর্মের আবির্ভাব। এ ভিত্তিহীন ধারণার উপর একটি নতুন ধর্ম রচনা করা হল। বলা হলো ইসলাম বিলীন হয়ে গেছে, অথচ অর্ধ শতের উর্ধে রয়েছে মুসলিম দেশ। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামের ইতিহাস এবং শত কোটির উর্ধে মুসলমান বর্তমানে থাকা সত্ত্বেও ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা পাগলেই বলতে পারে। আর প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ইসলাম ব্যর্থ বলে দাবী করাও অনুরূপ। এমন কোন সমস্যা নেই যার যুগোপযুগী সমাধান ইসলাম দিতে ব্যর্থ। কালে কালে ইসলামী ফিকহার অগ্রযাত্রা এবং উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দানে প্রগতিশীল পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীস কেন্দ্রিক ইজতিহাদের বিকাশ প্রভৃতি ইসলাম প্রগতিশীল ধর্ম বলে প্রমাণ করে। হ্যাঁ প্রগতির নামে কুরআন সম্মত হিযাব তুলে দেয়া, ব্যভিচারের একশ' বেত্রাঘাতের সাজাকে অর্থদণ্ডে রূপান্তরিত করা, শরাব পানের ৮০ বেত্রাঘাতকে বদলে অর্থদণ্ডের বিধান দেয়া, নারীর সমানাধিকারের শ্লোগান তুলে পুরুষের মোকাবিলায় সম্পদ বন্টনে তাদের পেছনে ঠেলে দেয়ার মত প্রগতি ইসলামে নেই। মানুষের খাহেশ পূরণের যে কোন ব্যবস্থাকে প্রগতি বলে না। ইসলামে বৈধ আনন্দ ও মানবীয় চাহিদা পূরণের যুক্তি সঙ্গত ব্যবস্থা রয়েছে। যে ধর্ম মানুষের নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণের জন্য নয় তা কোন ক্রমেই ঐশী ধর্ম হতে পারে না। ইসলামের মোকাবিলায় বাহাই ধর্মের প্রগতিশীল ১২ দফা কর্মসূচীর পাশাপাশি তুলনামূলক আলোচনা করে আমরা বাহাই ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করার প্রয়াস পেলাম।

মির্জা আলী মুহাম্মদ তথা 'বাব' সম্পর্কে মাননীয় আদালত আরও তথ্য লিপিবদ্ধ করেনঃ

فقدكان للباب منزلة مستقلة كرسول عظيم قائم بذاته، يوحى اليه من العلى القدير وجاء بها ايضا، انه جاء لاعلان دورة دينية جديدة

www.pathagar.com

من شانها ان تختم الدورة السابقة (٢) و ان يعطل شعائرها و عاداتها و كتبها و نظمها -(الكتاب المذكور٢١)

"বাব-এর জন্য একটি বিশেষ স্থায়ী মর্যাদা রয়েছে, একজন মহান নবীর ন্যায় তিনি স্বীয় সত্তায় বিরাজমান। তার প্রতি ক্ষমতাধর উন্নত সত্তার তরফ হতে অহী আগত। আর বাহাইদের প্রদত্ত প্রমাণ পত্রে আরও বলা হয় যে, বাব এসেছিল এক নব ধর্ম যুগের ঘোষণা দিতে। যার বৈশিষ্ট্য হল (১) বিগত যাবতীয় ধর্মের যুগ খতম করে দেয়া (২) এবং বিগত ধর্ম যুগের অনুসৃতনীতি, প্রচলিত প্রথা, বিগত যুগের ধর্ম গ্রন্থাদি ও শাসনপ্রণালী খতম করে দেয়া। (প্রাগুক্ত ২১)[১৮]

এখানে এসে বাহাই ধর্ম সম্পর্কে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝির হেতু রইল না। এ ধর্ম প্রবর্তক তাঁর পরের যাবতীয় ধর্মকে বাতিল করেছে। তার ধারণা মতে তার প্রতি ঐশীবাণী আসত। ঐশীবাণী আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হত। তার ধর্ম ইসলাম সহ বিগত ধর্মসমূহকে খতম করে দেয়। ইসলাম মতে এরূপ দাবীদার ব্যক্তি 'মুর্তাদ' হয়ে যায়।

মাননীয় আদালত বাহাইদের পেশকৃত তথ্যাদির ভিত্তিতে বাহাই ধর্মের দ্বিতীয় নবী বাহাউল্লাহ সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য লিপিবদ্ধ করেন ঃ

و ثانى رسل البهايية فهو « مرزاحسين على» الابن الاكبر للوزير « مرزا بروك» اذ بعد قتل " الباب» بثلاثة اعوام ناجى نفسه بانه هو المركز الذى دارت حوله الحركة التى قام بها الباب .....

وجاء فى هذا المؤلف (كتاب اقدس) فى ص ١٥١ « ان البهائية دين كتابى قيل كل شئ وكتبه المقدسة هى اصل الاعتماد دون الاحاديث الشفوية وهى كتب الباب» وكتب «البهاء الله» ومنها الكلمات المكنونة و كتاب الايقان و الالواح الخ

(الكتاب المذكور ٢١-٢٢)

"আর বাহাই ধর্মের দ্বিতীয় রাসূল হলো মির্জা হোসাইন আলী। হোসাইন আলী ইরানের বুজুর্গ নামক মন্ত্রীর বড় ছেলে। বাব নিহত হওয়ার তিন বছর পর মনে মনে ভাবল যে, সে ই কেন্দ্রীয় ব্যক্তি যাকে কেন্দ্র করে বাব এর আন্দোলন চলবে-।

www.pathagar.com

(বাহাউল্লা আক্কা নগরে বন্দী থাকা অবস্থায় লেখায় মন দেয়। আর বাহাই ধর্মের মূল কিতাব–কিতাব–ই আকদাসা রচনা করে) "এ প্রণীত গ্রন্থের (অর্থাৎ কিতাবই আকদাসের) ১৫১ পৃষ্ঠায় বলা হয়ঃ বাহাই ধর্ম একটি গ্রন্থ কেন্দ্রিক ধর্ম। যা যাবতীয় বস্তুর উপর। বাহাইদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোই নির্ভরযোগ্য বুনিয়াদ। মুখের কথা ধর্তব্য নয়। আর তা হচ্ছে ঃ বাব এর রচিত গ্রন্থাদি, বাহাউল্লা রচিত গ্রন্থাদি। এ সবের মাঝে কালিমাত–ই–মাকনূনা, কিতাব–ই ঈক্বান, আল্ আলওয়াহ্ প্রভৃতি রয়েছে।"[১৯]

মাননীয় আদালত বাহাই গ্রন্থাদির পর্যালোচনাপূর্বক মন্তব্য করেন ঃ

قانون الاحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية و هو مستخرج من كتاب « الاقدس» ..... و كل باب من ابوابه مصدر بآية من آيات كتاب « الاقدس» و الكثرة الغالبة من احكامه تناقض احكام الاسلام وتخالف تعاليم المسيحة واليهودية (الكتاب المذكور ٢٣)

–"বাহাই শরীয়ত মোতাবিক ব্যক্তিগত আচরণবিধি" শিরোনামের একটি কিতাব বাহাই পক্ষের উকিল আদালতে পেশ করেন। বইটি কিতাব–ই–আকদাস হতে সংকলিত। বইটির সকল অধ্যায় আরম্ভ হয় কিতাব–ই আকদাসের কোন না কোন শ্লোক দিয়ে। বইটির অধিকাংশ ধর্মীয় বিধান ইসলামের হুমুক আহকামের বিপরীত এবং খ্রীস্ট ধর্ম ও ইয়াহুদী ধর্মের বিপরীত।[২০]

"বাহাই শরীয়ত মোতাবিক ব্যক্তিগত আচরণ বিধি" বইটিতে ইসলাম বিরোধী বহু বিধিবিধান রয়েছে বলে খোদ আদালত মন্তব্য করেছেন। আদালতের বিজ্ঞ বিচারপতি তাঁর রায়ের নথিতে উল্লেখ করেছেন। (১) কাবার দিকে মুখ না ফিরিয়ে বাহা উল্লাহর নিহত হওয়ার স্থান–আক্কা–নগরের দিকে মুখ করে নামাযে দাঁড়াতে হবে, (২) যে বাহাই নয় এমন ব্যক্তি বাহাই উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ (তরকা) পাবে না, (৩) মৃতব্যক্তির বাস গৃহের যাবতীয় মালামাল বড় ছেলে পাবে, (৪) মৃত দেহ কাঁচের, কাঠের বা পাথরের বাক্সে ভরে কবরস্থ করতে হবে, (৫) রোযা মাত্র ১৯ দিন এবং (৬) ১৯ মাসে বাহাই বছর গণনা করতে হবে ইত্যাদি।[২১]

খতমে নবুওয়্যত ও বাহাই ধর্ম

বাহাই ধর্মের ব্যাপারে পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামী আকীদার পরিপন্থী ধর্মবিশ্বাসই বাহাই ধর্মে রয়েছে। তাই ফতোয়া মোতাবিক বাহাইরা মুর্তাদ।

www.pathagar.com

তাদের সাথে মুসলমানের কোন সম্পর্ক রাখা যাবে না। মাননীয় আদালত তাদের মুর্তাদ হওয়ার অন্যতম কারণ খতমে নবুয়্যতের আকীদায় বিশ্বাস স্থাপন না করার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

ان البهائيين يعتبرون (الباب) و(بهاء الله) رسولين من عند الله و بذالك يجحدون اهم مبادئ العقيدة الاسلامية (١) من ان محمدا عليه الصلاة و السلام خاتم النبيين والرسل (٢) وان رسالته باقية صالحة لكل زمان و مكان (الكتاب المذكور٢٦)

"বাহাইগণ বাব ও বাহাউল্লাহকে আল্লার পক্ষ থেকে দু'জন রাসূল বলে মনে করে। এ আকীদা পোষণ করার দরুণ তারা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকীদা অস্বীকার করে। আর তা হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সকল নবী রাসূলের সর্বশেষ নবী হিসাবে মানা। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের রিসালতকে স্থায়ী এবং সকল স্থান ও কালের জন্য উপযোগী মনে করা।"২২

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বাহাইগণ শরীয়তে মুহাম্মদীকে কালোপযোগী মনে করে না। ইসলামী বিধানকে মান্য করেন না। এখানেই আমাদের ও তাদের মধ্যে তফাত। এখানে এসে তাদের ব্যাপারে মুসলিম ও ইসলাম হতে খারিজ হওয়ার ফয়সালা নিতে হয়। বাহাই প্রসঙ্গে যাবতীয় তথ্যাদি পর্যালোচনা করে মিসরের মাননীয় দায়রা আদালত নিম্নোক্ত রায় ঘোষণা করেনঃ

মিসরের আদালতের রায়ে বাহাইগণ মুর্তাদ

ومن حيث انه متى تقرر ذالك كانت احكام الردة فى شأن البهائيين واجبة التطبيق - جملة وتفصيلا باصولها وفروعها، ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالى لاينص على اعدام المرتد - (٥٠)

"অতএব, যখন এ সব সাব্যস্ত হয়ে গেল তখন বাহাইদের ব্যাপারে মুর্তাদ সংক্রান্ত আইন-কানুনসমূহ আইনের মুল নির্দেশনা ও শাখা-প্রশাখাসহ প্রয়োগ করা অপরিহার্য। মৃত্যুদণ্ড প্রদানের জন্য রচিত বর্তমান ফৌজদারী আইনে মুর্তাদকে মৃত্যদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য না থাকলেও মুর্তাদের প্রতি রিদ্দার আইন বলবত করার এ দৃষ্টি ভঙ্গিতে তফাত আসবে না।"২৩

www.pathagar.com

মহামান্য আদালত বাদীর দাবীকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করে আইনের চোখে গ্রহণযেগ্য নয় বলে বাতিল করে দেন। আর বাদীকে সরকারের মামলা পরিচালনার খরচ যাবত ৩০০ মিসরীয় মুদ্রা প্রদান করার নির্দেশ দেন।

সূত্র সূচী

১· হুজুরাত ঃ ১৩ আয়াত।

২· বাকারাহ ঃ ১৭০ আয়াত।

৩· রুম ঃ ২৮ আয়াত।

৪· নিসা ঃ ১৬৩ আয়াত।

৫· বাকারাহ২১২৩ আয়াত।
ইউনুস ঃ ১৯ আয়াত।

৬· আরাফ ঃ ৮৫ আয়াত।

৭· বাকারাহ ঃ ৬০ আয়াত।

৮· মায়েদাহ ঃ ৬৪ আয়াত।

৯· কিতাব আক্‌দাস ঃ বাহাউল্লাহ, ১৫ পৃষ্ঠা।

১০· কিতাব আকদাস ঃ বাহাউল্লাহ, ১৫ পৃষ্ঠা।

১১· বাহাই আইন–কানুন ঃ মিসেস মজগান শামসী বাহার। উল্লিখিত তথ্যাদি এই বই হতেসংগৃহীত।

১২· আল্‌বাহাইয়াতু ফিল্‌মী যানে– ৯ম পৃষ্ঠা।

১৩· আল্‌বাহাইয়াতু ফিল্‌মী যানে– ১৩ পৃষ্ঠা।

১৪· আল্‌বাহাইয়াতু ফিল্‌মী যানে– ১৫ পৃষ্ঠা।

১৫· আল্‌বাহাইয়াতু ফিল্‌মী যানে– ১৫ পৃষ্ঠা।

১৬· আল্‌বাহাইয়াতু ফিল্‌মী যানে– ২০ পৃষ্ঠা।

১৭· আল্‌বাহাইয়াত ফিল্‌মী যানে– ২১ পৃষ্ঠা।

১৮· আল্‌বাহাইয়াতু ফিল্‌মী যানে– ২১–২২ পৃষ্ঠা।

১৯· আল্‌বাহাইয়াতু ফিল্‌মী যানে– ২৩ পৃষ্ঠা।

২০· আল্‌বাহাইয়াতু ফিল্‌মী যানে– ২৪ পৃষ্ঠা।

২১· আল্‌বাহাইয়াত ফিল্‌মী যানে– ২৬ পৃষ্ঠা।

২২· আল্‌বাহাইয়াতু ফিল্‌মী যানে– ৫০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

নবী আসার প্রয়োজন আছে কি?

আমরা নবুয়্যত সংক্রান্ত আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে গেছি। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আল্লাহর বিধান আসে। তাঁর বিধান যাদের উপর অবতীর্ণ তাঁদেরকে নবী-রাসূল বলা হয়। পৃথিবীবাসী নবী রাসূলগণকে অনুসরণ করবে বলে আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে হেদায়েতের জন্য পাঠিয়ে থাকেন। কাজেই যুক্তির কথা হল বান্দাদের নিকট আল্লাহর পথ বোধগম্য না হলে বা পথ হারিয়ে ফেললেই নবী রাসূলের আগমনের প্রয়োজ দেখা দেয়। সাধারণতঃ নিম্নোক্ত কারণে নবী রাসূলগণকে অতীতে পাঠানো হয়েছে। অনুরূপ কারণ সৃষ্টি না হলে নবী-রাসূলের আগমনের প্রশ্নই উঠে না। নবী-রাসূল আসার প্রেক্ষিত আলোচনা করলে দেখা যায় তাঁরা বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এসেছেন। যথা :

১। নবী এমন লোকজনের হেদায়েতের জন্য এসেছেন যাঁদের মাঝে পূর্বে কোন নবী আসেননি বা কোন নবীর হেদায়েত তাঁদের নিকট পৌছায়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন :

.........لِتُنذِرَ قَوماً مَّاأَتٰهُم مِّن نَّذِيرٍمِّن قَبلِكَ لَعَلَّهُم يَهتَدُونَ-

(سوره سجده : ٣)

"তুমি এমন জাতিকে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনই সতর্ককারী আসেনি। হয়ত তারা হেদায়েত গ্রহণ করবে।"[১]

وَمَا آتَينَاهُم مِن كُتُبٍ يَّدرُسُونَهَا وَمَا أَرسَلنَا إِلَيهِم قَبلَكَ مِن نَذِيرٍ

(سوره سبا: ٤٤)

"আমি তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দেইনি যা তারা অধ্যয়ন করতো আর তোমার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারী পাঠাইনি।"[২]

২। পূর্বের নবীর শিক্ষা লোকেরা ভুলে যায় বা ওতে রদবদল হয়ে যায়। যার ফলে পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষার উপর আমল করা দুসাধ্য হয়ে উঠে। বনু ইসরাঈলদের মাঝে এরূপ ঘটেছে। তখন পর পর তাদের মাঝে নবীগণের আগমন হয়। মেশাবধি তাদেরকে বিভ্রান্তিমুক্ত করার জন্য নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমন। তাদের অবস্থা বর্ণনা করে কুরআনে বলা হয় :

www.pathagar.com

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ - وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ (سوره مائده : ١٣)

""তারা শব্দগুলোর অর্থ বিকৃত করে এবং তারা যা উপদিষ্ট হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গিয়েছে। তুমি সর্বদা তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখতে পাবে।"৩

৩। পূর্ব যুগের নবীর শিক্ষা কোন কারণে অপূর্ণ ছিল। যা পরিপূর্ণ করে দেয়ার জন্য নবী পাঠানো হয়েছে। এরূপ অপূর্ণতার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, মানব সভ্যতার অপরিপক্কতার দরুণ পরিপূর্ণ হিদায়েত হয়ত দেয়া হয়নি। সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের ফলে মানবজাতি পরিপূর্ণ হিদায়েত বহনের যোগ্য হতে পেরেছে। তাই কালান্তে পরিপূর্ণ হিদায়েত দান করা হয়েছে। পৃথিবীতে এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ শিল্প সভ্যতায় এতো উন্নত ছিল না, আদিম জীবন যাপন করতো, গুহা ও পর্বত গাত্রে খোদাই করে জীবন যাপন করতো। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবী হয়ে আসার সময়ে মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানুষ লিখতে শিখে। কাগজ তৈরির কায়দা রপ্ত করে ফেলে। পরে যান্ত্রিক যুগে এসে তা আরও উন্নত হয়। বিশ্বে স্থলপথে এবং জলপথে বাহন ও নৌযানের সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি স্থাপিত হয়। এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে যাতায়াতের পথ খুলে যায়। বিশ্ব বিজয়ী নরপতিগণের আগমন হয়। রোমক ও পারস্য সভ্যতা অগ্রগতি অর্জন করে। আরবের মরুপ্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। তারা কাব্যে উন্নতির চরম শিখরে উঠে যায়। এমন সময় বিশ্ববাসীর জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান ঘোষণা করা হয় রাব্বুল আলামীনের তরফ হতে। আল্লাহ বলেনঃ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (سوره مائده : ٣)

"আজকে তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদেরকে আমার পরিপূর্ণ নেয়ামত দিলাম। আর ইসলামী জীবনব্যবস্থা তোমাদের জন্য অনুমোদন করলাম।"৪

এ যুগে এসে তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে যুগ চাহিদা পূরণের সর্বকালীন স্থায়ী বিধান রূপে কুরআন দান করা হল। আর কুরআনের হিফাযতের জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হল। আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিয়ে বলেনঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (سوره حُجر : ٩)

www.pathagar.com

"নিশ্চয় আমি নসীহত গ্রন্থ নাযিল করেছি। আর আমিই তা সংরক্ষণ করব।"[৫]

আল্লাহতায়ালা তাঁর এ প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। কুরআনের একটি বাক্যকেও কেউ আজ পর্যন্ত বদলাতে পারেনি। যেমনি নাযিল হয়েছে তেমনিই রয়েছে। সর্বদা অনুরূপ থাকবে। শুধু কুরআন কেন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন-চরিত পরিপূর্ণভাবে মাহফুয রয়েছে। হাদীস ও সিরাতের সহীহ কিতাবগুলো পাঠ করলে আয়নার মত সবই প্রতিভাত হয়ে উঠে। কাজেই কুরআন ও কুরআনের শিক্ষায় রদবদল হয়নি। তাই নতুন নবী আসার প্রয়োজন থাকে না।

সূত্র সূচী

১· সিজদাহ্ ঃ ৩ আয়াত।
২· সাবা ঃ ৪৪ আয়াত।
৩· মায়েদাহ ঃ ১৩ আয়াত।
৪· মায়েদাহ ঃ ৩ আয়াত।
৫· আল হুজর ঃ ৯ আয়াত।

www.pathagar.com

মুসলমান গণ্য হওয়ার জন্য মসজিদ নির্মাণ ও কাবামুখী হয়ে নামায পড়া কি যথেষ্ট?

বাহাই ধর্ম এবং কাদিয়ানী ধর্মমতের মাঝে বুনিয়াদী তফাত রয়েছে। বাহাইরা কাবামুখী হয়ে নামায পড়ে না। বাহাউল্লার সমাধিমুখী হয়ে নামায পড়ে। বাহাইরা জামাতে নামায পড়ে না। একা একা নামায পড়ে। কাদিয়ানীরা জামাতে নামায পড়ে। তারা কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ে। আযান ও ইকামত মুসলমানদের ন্যায় দেয়। পাঁচ ওয়াক্ত যথারীতি নামায আদায় করে। মুসলমানদের ন্যায় মসজিদ বানায়। কুরআন পড়ে ও অন্যকে পড়ায় যা বাহাইরা করে না। এমতাবস্থায় মসজিদ নির্মাণ, কাবামুখী হয়ে নামায পড়া ও পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার দরুণ কি কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান মনে করা যাবে? অনেকে কাদিয়ানীদেরকে এসব কারণে মুসলমান বলে ভ্রম করে। কাদিয়ানীরাও কাবামুখী হওয়ার এবং মুসলমানদের ন্যায় নামায পড়ার অজুহাত দেখিয়ে নিজেদেরকে মুসলমান বলে চালিয়ে দিতে চায়। এ সন্দেহ নিরসনে বলা যায় যে, খতমে নবুয়্যত প্রশ্নে মুসলমানদের বিপরীত আকীদা পোষণ করলে মুসলমানদের সাথে নামায রোযায় সদৃশ্যতার দরুন মুসলমান বলে গণ্য হবে না। আসওয়াদে আনাসী, মুসায়লিমা কাযযাব, সাজাহ প্রমুখ নামাজের আযান ও ইকামতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর নাম মোবারকই উচ্চারণ করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রাসূল বলে ঘোষণা দিত। তবু নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর পর নবুয়্যত দাবী করার কারণে তাদেরকে মুর্তাদ ও কাফির মনে করেছেন। সাজাহ নাম্নী মহিলা নবীতো নামাযের জন্য তার মুয়াজ্জিনও নিযুক্ত করেছিল। মসজিদের মিম্বার বানিয়েছিল। তবু নবুয়্যতের দাবী করার দরুন তারা মুর্তাদ হয়ে যায়। সাহাবাগণ এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। মুসায়লিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে সত্তরজন আনসার, সত্তরজন কোরায়শ এবং পাঁচশজন অন্যান্য মুসলমান শহীদ হন। কোন বর্ণনায় বার হাজার মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন বলে উল্লেখ দেখা যায়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষের দিকে মুসায়লিমা নবুয়্যতের দাবী করেছিল। সে একপত্র লিখে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট দূতও পাঠায়। মুসায়লিমা তার পত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুয়্যত অস্বীকার করেনি। শরীক নবী হওয়ার দাবী করে। আর আরবের ভূমি দু'জনের মাঝে ভাগ করে নেয়ার প্রস্তাব পাঠায়। তার পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

মুসায়লিমা কাযযাবের পত্র

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد فانى قد

www.pathagar.com

اشركت فى الامور معك وان لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون (تاريخ الرده ص ٥٧)

"আল্লাহর রাসূল মুসায়লেমার পক্ষ হতে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের প্রতিঃ "অতঃপর অবশ্যই আমি আপনার সাথে নবুয়্যতের ব্যাপারে অংশীদার হয়েছি। বস্তুতঃ আরবের ভূমির অর্ধেক আমাদের এবং বাকী অর্ধেক কোরায়শদের। কিন্তু কোরায়শগণ সীমালংঘনকারীসম্প্রদায়।"[১] (তারিখুররিদ্দাহ, পৃঃ ৫৭)

মিথ্যুক মুসায়লেমার পত্র বহন করে নিয়ে এসেছিল মুসায়লেমার পাঠানো দু'জন দূত। দূতদ্বয়কে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করেনঃ

فقَال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين قرأكتابه فما تقو لان انتما ؟ قالا نقول كما قال ! فقال اما واللّه لولا ان الرسل لاتقتل لضربت اعناقكما (تاريخ الرده ص ٥٧)

"অর্থাৎ মুসায়লিমার পত্র পাঠান্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পত্রবাহক দু'জনকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমরা দুজন কি বল? তারা বললঃ মুসায়লিমা যা বলেছে আমরা তদ্রুপই বলছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহর কসম করে বলছি দূতগণকে হত্যা করার নিয়ম না-ই, তা না হলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করে ফেলতাম।"[২] (তারিখুররিদ্দাহ, পৃঃ ৫৭)

লক্ষণীয় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এখানে তাঁর পর নবুয়্যতের দাবীকারীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে হত্যাযোগ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করেছেন। তারা যদি দূত হয়ে না আসত তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের গর্দান উড়িয়ে দিতেন। তাদের মৃত্যুদন্ড দিতেন। এতে বুঝা গেল যে কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর নবুয়্যতের দাবী করবে সে কাফির ও মুর্তাদ। আর যারা এরূপ ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস আনবে তারাও মুর্তাদ এবং কাফির। তাদের জন্য একটাই সাজা-আর তা হল মৃত্যুদন্ড। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুয়্যতে বিশ্বাসী হলেও এরূপ ব্যক্তিবর্গের ঈমান থাকবে না। কারণ সে খতমে নবুয়্যতে বিশ্বাসী নয় বলে গণ্য হবে। নামাযের আযান ইকামতে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নাম উচ্চারণ করলেও এরূপ ব্যক্তিবর্গ কাফির হয়ে যাবে। এর আলোকে কাদিয়ানী ও বাহাই ফের্কার পরিণতি আঁচ করা যায়। এই উভয় সম্প্রদায়ই খতমে নবুয়্যতের আকীদায় বিশ্বাসী নয়। সুতরাং তাদেরকে অমুসলিম বলতে আপত্তি কোথায়?

সূত্র সূচী ঃ

১· তারিখুরিদ্দাহ, পৃঃ ৫৭
২· তারিখুরিদ্দাহ, পৃঃ ৫৭

www.pathagar.com

প্রাপ্তিস্থান

■ ইসলামিক গ্রন্থ বিতান
১৯, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

■ আশরাফিয়া লাইব্রেরী
৫৫, চকবাজার ,ঢাকা – ১১১১

■ সিন্দাবাদ প্রকাশনী
৪ নং আদর্শ পুস্তক বিতান
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

■ রশিদ বুক হাউজ
প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০

■ নেযামিয়া লাইব্রেরী
৫২/৩, চকবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com